علاج الغضب

ক্রোধ দমন নূর অর্জন

রূমীয়ে-যামানা কুত্‌বে-আলম আরেফ্‌বিল্লাহ্

হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব র.

তরজমা

মাওলানা আবদুল মতীন বিন হুসাইন

ক্রোধ দমন
নূর অর্জন

মূল

সিল্‌সিলায়ে চিশ্‌তিয়া কাদেরিয়া নক্‌শবন্দিয়া সোহারওয়ার্দিয়ার

বিশ্ববিখ্যাত বুযুর্গ

শায়খুল-আরব অল-আজম আরেফ্‌বিল্লাহ্‌

হযরত মাওলানা শাহ্‌ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব র.

তরজমা

মাওলানা আবদুল মতীন বিন হুসাইন

খলীফায়ে আরেফ্‌বিল্লাহ হযরত মাওলানা শাহ্‌ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব র.

খতীব, বাইতুল হক জামে মসজিদ (সাবেক ছাপড়া মসজিদ)

৪৪/২ ঢালকানগর, গেণ্ডারিয়া, ঢাকা-১২০৪

হাকীমুল উম্মত প্রকাশনী

ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মোবাইল : ০১৯১৪৭৩৫৬১৫

প্রকাশক
হাকীমুল উম্মত প্রকাশনীর পক্ষে
অনুবাদক কর্তৃক প্রকাশিত

প্রাপ্তিস্থান
হাকীমুল উম্মত প্রকাশনী
(মাকতাবা হাকীমুল উম্মত)
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা।

খানকাহ চিশতিয়া এমদাদিয়া আশরাফিয়া
ইয়াদগার খানকায়ে হাকীমুল উম্মত
৪৪/৬ ঢালকানগর, গেণ্ডারিয়া, ঢাকা-১২০৪
০১৭১৬৩৭২৪১১, ০১৯৩৬৯০০৭৮৫

মুদ্রণকাল
জুমাদাল ঊলা ১৪২৭ হিজরী
জুন ২০০৬ ঈসায়ী

সর্বস্বত্ব হাকীমুল উম্মত প্রকাশনী কর্তৃক সংরক্ষিত

মূল্য ঃ ৮০ টাকা মাত্র

Krod Domon Noor Orjon. by Mowlana Shah Hakeem Muhammad Akhtar Sb. Translated by Mowlana Abdul Matin bin Husain.

حکیم محمد اختر

خانقاہ امدادیہ اشرفیہ

گلشن اقبال ۲ کراچی

مولانا عبد المتین سلمہ اللہ تعالیٰ میرے بہت ہی خاص احباب
میں ہیں اور ۱۹۸۰ء میں جب احقر کا بنگلہ دیش کا پہلا سفر ہوا تھا
اسی وقت سے احقر سے والہانہ تعلق رکھتے ہیں۔ وہ میرے دردِ دل
کے ترجمان ہیں اور میری بہت سی کتابوں اور مواعظ کے مترجم ہیں
جس نے میرے کسی وعظ یا تقریر و تصنیف کا ترجمہ جو مولانا
عبد المتین نے کیا ہو پڑھ لیا اس نے گویا میرا ہی
دردِ دل اور میری قلبی کیفیات کو پڑھ لیا۔ فقط

محمد اختر عفا اللہ تعالیٰ عنہ
۱۶ محرم الحرام ۱۴۳۰ھ
مطابق ۱۴ جنوری ۲۰۰۹ء

কুত্‌বে-আলম আরেফবিল্লাহ্ 'রূমীয়ে-যামানা' হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব (দাঃ বাঃ)-এর

'আন্তরিক তাওয়াজ্জুহ্‌পূর্ণ তাজা বাণী'

মাওলানা আবদুল মতীন (ছাল্লামাহুল্লাহু তা'আলা) আমার অত্যন্ত খাস্ দোস্ত-আহ্‌বাবের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। ইংরেজী ১৯৮০ সালে বাংলাদেশে যখন আমার সর্বপ্রথম সফর হইলো, তখন হইতেই সে আমার সহিত দেওয়ানা-আশেকের সম্পর্ক রাখে। 'সে আমার হৃদয়-অগ্নির তরজুমান।' ('আমার অন্তর্জ্বালা ও হৃদয়-বেদনার ব্যাখ্যাতা'।) সে আমার অনেকগুলি কিতাব এবং ওয়াযসমূহেরও অনুবাদক।

"যে-ব্যক্তি আমার কোন ওয়ায, বয়ান বা আমার কোন গ্রন্থের অনুবাদ মাওলানা আবদুল মতীনের অনূদিত ভাষায় পড়িয়াছে, সে যেন 'আমারই অন্তর্জ্বালা' 'আমারই অন্তর্নিহিত হাল-অবস্থাসমূহ' পাঠ করিয়া লইয়াছে।"

খানকাহ্ এমদাদিয়া আশরাফিয়া
গুলশান-ই-ইকবাল-২ করাচী।

মুহাম্মদ আখতার
(আফাল্লাহু তাআলা আনহু)
১৬ মুহররম ১৪৩০ হিঃ
১৪ জানুয়ারি ২০০৯ ইং

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
আল্লাহ্র খাস্ বান্দাগণের তিনটি আলামত	১৩
ক্রোধ-শক্তির মূলোৎপাটন নয় বরং উহার দমন ও নিয়ন্ত্রণই কাম্য	১৩
মনের কুচাহিদার উৎপাটন নয়, বরং কুচাহিদা মোতাবেক কাজ না করাই কামিয়াবীর পথ	১৪
কুচরিত্রের মূল-শক্তির বিনাশ নয়, বরং উহার রোখ পরিবর্তনই উদ্দেশ্য	১৫
১ নং হাদীস	
যেই পরিমাণ গোস্বা হযম করিবে, অন্তরে সেই পরিমাণ নূর পয়দা হইবে	১৬
আল্লাহ্র জন্য গোস্বা করণ ও আল্লাহ্র জন্য গোস্বা দমন	১৭
২নং হাদীস	
গোস্বা দমনের পুরস্কার পরমা সুন্দরী হূর	১৭
তৃতীয় হাদীস	
কেয়ামতের দিন আল্লাহ্র নিকট হইতে প্রাপ্য হক্ আদায়	১৮
৪র্থ হাদীস	
ক্ষমার বিনিময়ে জান্নাতের মধ্যে সুউচ্চ মহল ও মর্যাদা	১৮
৫ম হাদীস	
ক্রোধ ঈমানের নূর ও মাধুর্য ধ্বংস করিয়া দেয়	১৯
৬ষ্ঠ হাদীস	
ক্রোধ দমনের ফলে কেয়ামতে আল্লাহর আযাব দমন	২০
সপ্তম হাদীস	২০
প্রিয় নবীর আওয়াজের আছর	২১
বুযুর্গদের সোহ্বতের বরকতে জীবনের মোড় পরিবর্তন	২১
হাকীমুল-উম্মতের থানাভবনে কত অমানুষ মানুষ হইল	২২
উম্মতের সুবিজ্ঞ চিকিৎসকের হাতে এক বিস্ময়কর বায়আত	২২
হযরত হাকীমুল-উম্মতের নিকট কি দৌলত পাইলেন বিখ্যাত জৌনপুরী কবি	২৩

বিষয় পৃষ্ঠা

আল্লাহ্‌র ওলীদের সোহ্‌বতের বরকতে তক্‌দীর বদলাইয়া যায় ২৫
মক্‌বূল বান্দার সহিত উঠা-বসাকারীও মক্‌বূল হইয়া যায় ২৫
ছোহ্‌বতের তাছীর বা (সাহচর্যের প্রভাব) ২৬
মোর্শেদ কেন প্রয়োজন ২৭
হযরত আবূ-বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর শিক্ষণীয় ঘটনা ২৮
হযরত ইমাম যয়নুল-আবেদীন (রাঃ)
ও তাঁহার বাঁদীর বিস্ময়কর ঘটনা ২৯
শায়খুল-হাদীছ মাওলানা যাকারিয়া ছাহেব (রঃ)এর ঘটনা ৩০
যার জ্ঞান-বুদ্ধি যতটুকু, তাহাকে তদপেক্ষা
বেশীর জন্য দায়ী করা অনুচিত ৩১
গোস্বাগ্রস্ত লোক শয়তানের ভূমিকা পালন করে ৩২
তোমার দোষ চিহ্নিত করিবেন তোমার দ্বীনী মুরব্বী ৩২
বিখ্যাত বুযুর্গ হযরত শাহ আবদুল গনী ফুলপুরী (রঃ) কর্তৃক
এক কৃষকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ৩৩
ক্ষমা প্রার্থনার নগদ পুরস্কার ঃ
স্বপ্নে প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-ছাল্লাম-এর যিয়ারত ৩৪
আমাদের স্ত্রীরাও তো কাহারও মেয়ে ৩৪
মুরগীদের কষ্টের ফলে শতাব্দীর
মোজাদ্দেদের উপর আসমানী প্রতিক্রিয়া ৩৫
জানোয়ারকে কষ্ট দেওয়াও যুলুম ৩৬
উৎকৃষ্ট ঐ ব্যক্তি যে পরিবার-পরিজনের সহিত সদাচারী ৩৬
স্ত্রীলোকেরা উত্তম স্বামীর উপর প্রবল হইয়া থাকে ৩৭
স্ত্রীকে ক্ষমা করার ফলে আল্লাহ্‌পাকের ক্ষমা লাভ ৩৮
স্ত্রীদের পক্ষে স্বয়ং আল্লাহ্‌র সুপারিশ ৩৯
উক্ত ক্ষমাকারী স্বামীর চিরস্থায়ী ক্ষমা লাভ ৩৯
গোস্বার আগুন হযম করিয়া আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ ৪০
ওলীদের কারামত বরহক ৪০
বোখারী-শরীফে বর্ণিত এক ওলীআল্লাহ্‌র কারামত ৪০
ওলীর জন্য কারামত জরুরী নয় ৪২

বিষয় পৃষ্ঠা

হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রঃ) এর শ্রেষ্ঠ কারামত ৪৩
স্ত্রীর জ্বালাত্ন সহ্য করার ফলে সুউচ্চ মর্তবা লাভ ৪৩
আল্লাহ্পাক যাকে কোন বিশেষ নেআমত প্রদান করেন, তাহাকে
কোন না কোন কষ্ট সহাইয়া নেন ৪৫
হযরত মির্যা মাযহার জানে-জানাঁ (রঃ) এর ....
এক কটুভাষিণীর সহিত বিবাহ বন্ধন ৪৭
এস্তেকামত বড় দৌলত ৪৮
গোস্বার আগুন শয়তানের কাণ্ড ৪৯
গোস্বার সর্বনাশা কীর্তি ৫০
গোস্বার পরিণামে সংসারে আগুন জ্বলিতেছে ৫০
গোস্বা ভাল লোককেও শয়তানের গুরুঠাকুর বানাইয়া দেয় ৫৩
বোখারী শরীফ পড়িলেই কি আত্মসংশোধন হইয়া যায় ৫৩
দ্বীনের ছহীহ্ বুঝ হাসিলের জন্য ওলীদের সোহ্বত অপরিহার্য ৫৪
ওলীর সহিত সম্পর্কের অর্থ কি হাদিয়া ও নয্রানা প্রদান ৫৫
গোস্বার কতিপয় প্রতিকার ৫৫
জান্নাতের রত্নভাণ্ডার ৫৬
ক্রোধ দমনের তদবীর ৫৭
প্রতিশোধ গ্রহণকারী ওলী হইতে পারে না ৫৮
আর একটি মহোপকারী তদবীর ৫৯
ক্রোধ দমনের অমূল্য মোরাকাবা ৫৯
হযরত হাকীমুল-উম্মতের বাতলানো মোরাকাবা ৬০
ক্রোধ দমনের মূল্যবান ওযীফা ৬০
ইয়া আর্হামার-রাহিমীন পাঠের বহুমুখী উপকারিতা ৬২
ওলীর সোহ্বতের বরকতে সহজ রাস্তার বুঝ নসীব ৬৩
গোস্বা প্রশমনের জন্য আয়াতের আমল ৬৪
নেক্ মানবদের আলামত ৬৪
যাহার মালিক সর্বশক্তিমান, তাহাকে দুর্বল মনে করা কি সমীচীন ৬৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির ফিকিরকারীরা গোস্বাকে নিয়ন্ত্রণে রাখে........................	৬৬
হযরত মূসা (আঃ)-এর শক্তি ও ধৈর্যের দৃষ্টান্ত	৬৬
নিশ্ছিদ্র পাথরের মধ্যে যিকিরে মশগুল কীট	৬৭
জ্বালাতনকারী বকরীর প্রতি হযরত মূসা (আঃ)-এর দয়া ও ধৈর্য	৬৭
নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর ধৈর্য দেখিয়া ইংরেজও অভিভূত	৬৯
প্রিয় নবীর সোহ্‌বতের বরকতে উষ্ট্রচারক জাতি জগতের দিশারী	৭০
হযরত ওমর (রাঃ)-এর গোস্বার গতি বদল ও বিনয়	৭১
আল্লাহ্‌র ভয়ে হযরত ওমর (রাঃ) ছোটর সম্মুখে কিরূপ ছোট হইয়া গেলেন	৭১
আল্লাহ্‌র ভয়ে হযরত উমর (রাঃ) ভিস্তির বেশে	৭২
এস্তেগ্‌ফারের বরকতে আযাব রহিত	৭৩
কোন ভুল-বিচ্যুতি ঘটিয়া গেলে অবিলম্বে তওবা-এস্তেগফার	৭৪
গোস্বার ব্যাপারে সদা সতর্ক থাকিবে	৭৫
সর্বশেষ আরয	৭৫
আল্লাহ্‌পাকের নিকট দোআ ও মুনাজাত	৭৬
ক্রোধ সম্পর্কিত দুইখানা হাদীছ শরীফ	৭৭
ক্রোধগ্রস্ত লোক চার প্রকার	৭৭
হযরত হাকীমুল-উম্মত, মুজাদ্দিদুল-মিল্লাত মাওলানা শাহ্‌ আশরাফ আলী থানবী (রঃ)এর বাতলানো ক্রোধের প্রতিকার	৭৮
ক্রোধ দমনের অব্যর্থ ব্যবস্থাপত্র	৮০

কুত্‌বে-আলম আরেফবিল্লাহ হযরত মাওলানা

শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব (দাঃ বাঃ)-এর

বিশেষ দোআ ও বাণী

আমার স্নেহভাজন মাওলানা আবদুল মতীন ছাহেব আমার নেহায়েত খাস্ আহবাবদের একজন। আল্লাহ্‌পাক তাকে ছহীহ্-সালামতে রাখুন। আমার প্রতি তার মহব্বত খুবই আসক্তিপূর্ণ। বাংলাদেশের সমস্ত আহবাবই মহব্বতওয়ালা। কিন্তু সে হচ্ছে বাংলাদেশের 'আমীরে মহব্বত'। আমার সাথে তার সম্পর্ক ও মহব্বত নজীরবিহীন। এটি সেই মহব্বতেরই কারামত যে, আমার যে-সকল গ্রন্থাবলীর সে অনুবাদ করেছে, তা সাধারণ-অসাধারণ নির্বিশেষে সর্ব মহলেই যারপরনাই সমাদৃত। কারণ, সে শুধু শব্দেরই অনুবাদ করে না, বরং আমার অন্তরের গভীর ভাব-চিত্রও তুলে ধরে। তার লেখা ও বয়ান মহব্বতে পরিপূর্ণ। মহব্বতের তীব্রতা ও প্রবলতা তার এলমের দরিয়াকে নেহায়েত সুমিষ্ট ও প্রাণস্পর্শী বানিয়ে দিয়েছে।

হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত হযরত থানবী (রহঃ)-এর এলমী ভাণ্ডার ও আমার রচনাবলীকে বাংলাভাষায় পেশ করার লক্ষ্যে আমারই পরামর্শক্রমে সে 'হাকীমুল উম্মত প্রকাশনী'টি কায়েম করেছে।

দোআ করি আল্লাহ্‌পাক তাকে এলমে, আমলে, তাক্‌ওয়ায় এবং পূর্বসূরী বুযুর্গানের অনুসরণ-অনুগামীতায় আরো উন্নতি-অগ্রগতি দান করুন। তার কুতুবখানায় (প্রকাশনীতে) খুব বরকত নাযিল করুন। তার অনূদিত ও রচিত সকল গ্রন্থাবলী, তার বয়ান ও রচনা এবং তার দ্বীনি মেহ্‌নতসমূহকে সর্বোত্তম কবূলিয়তে ভূষিত করুন। ঘরে-ঘরে পৌছিয়ে দিন। কিয়ামত পর্যন্ত সদ্‌কায়ে-জারিয়া বানিয়ে রাখুন। আমীন!

মুহাম্মদ আখতার

খানকাহ্ এমদাদিয়া আশরাফিয়া

গুলশান-ই ইকবাল, ব্লক-২, করাচী

১১ই শা'বান আল্ মোআয্‌যম ১৪২৭ হিজরী

باسمہٖ تعالیٰ شانہٗ

HAKIM MUHAMMAD AKHTAR

NAZIM
MAJLIS-E-ISHATUL HAQ

KHANQAH IMDADIA ASHRAFIA
ASHRAFUL MADARIS
GULSHAN-E-IQBAL-2, KARACHI.
P.O.BOX NO. 11182
PHONES : 461958 - 462676 - 4981958

حکیم محمد اختر عفی عنہ
ناظم، مجلسِ اشاعۃُ الحق
خانقاہ امدادیہ اشرفیہ/اشرف المدارس
ایس ٹی ۱-سی، گلشن اقبال بلاک ۲، کراچی
پوسٹ بکس نمبر ۱۱۱۸۲
فون: ۴۶۱۹۵۸-۴۶۲۶۷۶-۴۹۸۱۹۵۸

عزیزم مولانا محمد المتین صاحب سلمہ میرے بہت ہی خاص احباب میں ہیں اور مجھ سے بے انتہا والہانہ محبت رکھتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں سب احباب ہی اہل محبت ہیں لیکن وہ بنگلہ دیش کے امیر محبت ہیں، میرے ساتھ ان کا تعلق و محبت بے مثال ہے۔ یہ محبت ہی کی کرامت ہے کہ میری تالیفات کا انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے وہ خواص و عوام میں بے حد مقبول ہے کیونکہ وہ صرف الفاظ کا ترجمہ نہیں کرتے میری کیفیات قلبی کی بھی ترجمانی کرتے ہیں۔ ان کی تقریر و تحریر محبت سے لبریز ہے، محبت کے استیلاء نے ان کے دریائے علم کو نہایت شیریں اور وجد آفریں بنا دیا ہے۔

حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے علوم اور احقر کی تالیفات کو بنگلہ زبان میں منتقل کرنے کے لئے احقر کے مشورہ سے انہوں نے حکیم الامت پبلکیشنز قائم کی ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل اور تقویٰ اور اتباع اسلاف میں مزید ترقیات عطا فرمائے اور ان کے کتب خانہ میں خوب برکت نازل فرمائے اور ان کے تراجم و تالیفات اور ان کی تقریر و تحریر اور دینی کاوشوں کو شرفِ حسنِ قبول بخشے اور گھر گھر عام کر دے اور قیامت تک کے لئے صدقۂ جاریہ بنائے۔ آمین۔

محمد اختر عفا اللہ تعالیٰ عنہ

۱۱ شعبان المعظم ۱۴۲۴ھ

সমকালীন বুযুর্গানের যবানে গ্রন্থকারের একটু পরিচয়

আল্লাহ্‌পাকের বে-শুমার হাম্‌দ্‌। প্রিয়নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম, তাঁহার আছহাবে-কেরাম রাযিয়াল্লাহু তাআলা আন্‌হুম ও তামাম আওলিয়ায়ে-উম্মতের প্রতি অসংখ্য দুরূদ ও সালাম। অতঃপর আরয এই যে, অত্র কিতাবের ভাষ্যকার মহামান্য ও পরমপ্রিয় মোর্শেদ আরেফবিল্লাহ হযরত মাওলানা শাহ্‌ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম বিশ্ববিখ্যাত বুযুর্গানেদ্বীনের অন্যতম। চিশতিয়া ছাবেরিয়া তরীকার বরং চারি তরীকার শ্রেষ্ঠতম বুযুর্গ, প্রায় দেড় হাজার কিতাবের গ্রন্থকার ও ভাষ্যকার, হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ, হাকীমুল-উম্মত মুজাদ্দিদুল-মিল্লাত হযরত মাওলানা শাহ আশরাফ আলী থানবী (রহ.)-এর সিল্‌সিলার আমানত বাহক আরেফীন ও কামেলীনের অন্যতম হিসাবে বিশ্বময় তাঁহার সুখ্যাতি রহিয়াছে।

হাকীমুল-উম্মত হযরত থানবীর অতি উচ্চ স্তরের খলীফা হযরত মাওলানা শাহ্‌ আবদুলগনী ফুলপুরী (রহ.)-এর তিনি খাছ আশেক্‌ ও খাছ খাদেম ছিলেন। সুদীর্ঘ প্রায় পনের বৎসর কাল তিনি ঐ মহান পরশ-পাথরের ছোহ্‌বতে, তাঁহার প্রেমবিদগ্ধ হৃদয়ের দোআ ও ধোঁয়ার মধ্যে কাটাইয়াছেন। হযরত শাহ্‌ আবদুলগনী ফুলপুরী (রহ.) বলিতেন ঃ হাকীম আখ্‌তার সর্বদা আমার সঙ্গে এইভাবে জড়াইয়া থাকে যেভাবে কোন শিশু মায়ের হাত কিংবা আঁচল ধরিয়া সর্বদা তাহার মায়ের সঙ্গে জড়াইয়া থাকে।

যৌবনের প্রারম্ভে তিন বৎসর কাল তিনি সমকালীন ভারতের নকশ্‌বন্দিয়া তরীকার সর্বশ্রেষ্ঠ বুযুর্গ হযরত মাওলানা শাহ্‌ মুহাম্মদ আহ্‌মদ ছাহেব এলাহাবাদী (রহ.)-এর ছোহ্‌বতে অতিবাহিত করিয়াছেন। মাওলানা এলাহাবাদী (রহ.) বলিতেন, আখতার! বহুলোকের ছীনায় এল্‌ম ও এরফান থাকে, কিন্তু তাহার যবান থাকে না। আবার অনেকের যবান থাকিলেও এল্‌ম ও এরফানের দৌলত থাকে না। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ্‌পাক তোমার ছীনাকে মা'রেফাত ও মহব্বতের দৌলত দ্বারা যেমন ধন্য করিয়াছেন, তেমনিভাবে মহব্বত ও মা'রেফাতবর্ষী যবানও তোমাকে দান করিয়াছেন।

হযরত ফুলপুরীর এন্তেকালের পর তিনি হাকীমুল উম্মতের অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী খলীফা, সুন্নতে-রাসূলের বে-মেছাল আশেক, মুহীউচ্ছুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক ছাহেব (রহ.)-এর হাতে বায়আত হন। অতঃপর একদা তিনি তাঁহাকে পবিত্র কা'বা শরীফ হইতে খেলাফত প্রদান করেন। তাঁহার দোআর বরকতে আল্লাহপাক হযরতের এক কালের নিশ্চল যবানকে এমনিভাবে খুলিয়া দেন যে, বিশ্বের বড় বড় বাগ্মীরাও মহব্বত ও মা'রেফাতের সাগরবর্ষী ঐ যবানের সামনে নিজেদেরকে নিরেট বোবা বলিয়া ভাবিতে বাধ্য হয়। আল্লাহপাক ঐ জান্ ও যবানকে বিশ্ববাসীর উপর আফিয়তের সহিত দীর্ঘজীবী করুন। আমীন।

হযরত মুহীউচ্ছুন্নাহ বলেন, বড় বড় বুযুর্গানেদ্বীন স্বীয় মাশায়েখের প্রতি কিভাবে জীবন উৎসর্গ করিয়া জান-কোরবান খেদমত করিয়াছেন তাহা আমরা শুধু কানে শুনিয়াছি কিংবা কিতাবে পড়িয়াছি। মাওলানা হাকীম আখতার ছাহেবের মধ্যে তাহা বাস্তবে প্রত্যক্ষ করিলাম।

হাকীমুল-উম্মতের বিশিষ্ট খলীফা করাচীর ডাঃ আবদুল হাই ছাহেব (রহ.) বলেন, আল্লাহপাক আমার প্রিয়পাত্র মুহ্তারাম মাওলানা হাকীম মুহাম্মদ আখ্তার ছাহেবকে এমন এক রূহানী তাকত্ নসীব করিয়াছেন যাহা হৃদয় সমূহকে মস্ত্ ও উত্তপ্ত করিয়া দেয়। হাকীকত ও মা'রেফাতের যে এক যওক্ ও আকর্ষণ তাঁহার মধ্যে বিদ্যমান, ইহা তাঁহার বুযুর্গানের ফয়েয-বরকত।

বর্তমান দারুল উলূম দেওবন্দ (ভারত)-এর শায়খুল হাদীছ হযরত মাওলানা আবদুল হক ছাহেব বলেন ঃ আমি হযরত মাওলানা হাকীম মুহাম্মদ আখ্তার ছাহেবের ছাত্রজীবনের সাথী। বাল্যকাল হইতেই মোত্তাকী হিসাবে তাঁহার শোহ্রত ও সুপরিচিতি ছিল। ছোট্ট বেলায় যখন তিনি মসজিদে নামায পড়িতেন, লোকেরা গভীর আগ্রহে তাঁহার নামায দেখিতে থাকিত। এরূপ নামায আমি জীবনে আর কোথাও দেখি নাই। তিনি আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় বুযুর্গ।

মুহীউচ্ছুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক ছাহেব (রহ.)-এর বিশিষ্ট খলীফা, বিখ্যাত বুযুর্গ হযরত মাওলানা ছালাহুদ্দীন ছাহেব (রহ.) একদা বলিতেছিলেন ঃ হযরত হাকীম ছাহেবের ভিতর হাজী এমদাদুল্লাহ ছাহেব মুহাজিরে-মক্কী (রহ.)-এর আখলাকের প্রভাব বেশী।

হাকীমুল-ইছলাম হযরত মাওলানা কারী তাইয়েব ছাহেব (রহ.)-এর বিশিষ্ট খলীফা, সিলেট দরগাহ হযরত শাহ জালাল মাদরাসার মোহ্‌তামিম হযরত মাওলানা আকবর আলী ছাহেব (রহ.) একদা আমাদের সম্মুখে হযরত মাওলানা শাহ্‌ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেবকে যমানার শামসুদ্দীন তাবরেযী বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন।

হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহ.)-এর খাছ খাদেম ও মুহীউচ্ছুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক ছাহেব (রহ.)-এর অন্যতম খলীফা হযরত মাওলানা ফজলুর রহমান ছাহেব (রহ.) বলেন ঃ আরেফবিল্লাহ হযরত মাওলানা শাহ্‌ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব হইতেছেন লেছানে-হাকীমুল উম্মত।

সারাবিশ্বে তাঁহার খলীফাদের মধ্যে রহিয়াছেন বাংলাদেশে- উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠতম মোহাদ্দেছ হযরত মাওলানা হেদায়েতুল্লাহ ছাহেব (রহ.), ঢাকার বড় কাটারা মাদরাসার সাবেক মোহ্‌তামিম হযরত মাওলানা মোহাম্মদ আলী ছাহেব চাঁনপুরী হুযূর (রহ.), লালবাগ মাদরাসার প্রবীণ মুহাদ্দেছ হযরত মাওলানা আবদুল মজীদ ছাহেব (ঢাকার হুযূর) (রহ.), পটিয়া মাদরাসার স্বনামধন্য মুহাদ্দেছ হযরত মাওলানা নূরুল ইছলাম ছাহেব (জাদীদ), কুমিল্লার বিখ্যাত আলেম শাইখুল হাদীছ হযরত মাওলানা আশরাফ আলী ছাহেব (দা. বা.)। বহির্বিশ্বে হযরত বিন্নোরী (রহ.)-এর বিশিষ্ট শাগরেদ শায়খুল হাদীছ হযরত মাওলানা মানসূরুল হক ছাহেব (আমেরিকা), হযরত মাওলানা মুফতী আমজাদ ছাহেব (কানাডা), হযরত মাওলানা ইউনুস পটেল সাহেব (সাউথ আফ্রিকা), শাইখুল হাদীছ হযরত মাওলানা হারুন ছাহেব (সাউথ আফ্রিকা), দারুল-উলূম দেওবন্দ (ওয়াক্‌ফ)-এর শাইখুল হাদীছ হযরত মাওলানা আন্‌যার শাহ্‌ ছাহেব কাশ্মীরী (রহ.), ভারত। হযরত মাওলানা মুফতী আবদুল হামীদ ছাহেব (প্রধান মুফতী জামেআ আশরাফুল মাদারিস, করাচী, হযরত মাওলানা আবদুর রশীদ ছাহেব শায়খুল হাদীস জামেআ আশরাফুল মাদারিছ, করাচী।

মুহাম্মদ আব্দুল মতীন বিন হুসাইন
খানকাহ্‌ এমদাদিয়া আশরাফিয়া আখতারিয়া,
গুলশান-এ-আখতার
৪৪/৬, ঢালকানগর, গেণ্ডারিয়া, ঢাকা-১২০৪

ক্রোধ দমন

نَحْمَدُهٗ وَ نُصَلِّىْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ....

আল্লাহ্‌র খাস্ বান্দাগণের তিনটি আলামত

আল্লাহ্‌পাক এই আয়াত-শরীফে তাহার খাস্ বান্দাগণের তিনটি আলামত উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন ঃ

১—যাহারা গোস্বা সংবরণ ও দমন করে,

২—আমার বান্দাগণের দোষত্রুটি ক্ষমা করিয়া দেয়,

৩—এবং শুধু ক্ষমাই করেনা বরং তাহাদের প্রতি কিছু এহ্‌সান ও দান-দাক্ষিণ্যও করে। এ সকল গুণের অধিকারী বান্দাগণ আল্লাহ্‌পাকের মাহ্‌বুব ও প্রিয়পাত্র।

ক্রোধ-শক্তির মূলোৎপাটন নয় বরং উহার দমন ও নিয়ন্ত্রণই কাম্য

লক্ষ্যণীয় যে, আল্লাহ্‌পাক গোস্বাকে দমন ও সংবরণ করিতে বলিয়াছেন, কিন্তু উহার মূলোৎপাটনের হুকুম করেন নাই। অর্থাৎ গোস্বা আসিলে তাহাকে দমাইয়া রাখিবে; বাস্তবায়িত করিবেনা। কিন্তু এই কথা বলেন নাই যে, গোস্বাকে অন্তর হইতে সমূলে বিনাশ করিয়া দাও। ক্রোধ-শক্তিকে সমূলে বিনাশ করা যদি উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে আল্লাহ্‌পাক الكاظمين الغيظ এর স্থলে العادمين

الغيظ। (অর্থাৎ গোস্বা সংবণের স্থলে গোস্বাকে উৎপাটনের কথা) নাযিল করিতেন।

মুফাচ্ছিরগণ বলিয়াছেন ঃ ইহার কারণ এই যে, গোস্বাকে সমূলে ধ্বংস করিয়া দেওয়া আল্লাহ্ তাআলার অভিপ্রায় নহে। কারণ, অন্তরে যদি রাগ-রোষ বা ক্রোধ শক্তি একেবারেই না থাকে তবে কাফেরদের সহিত মোকাবিলার সময় কোন্ শক্তির বলে জেহাদ করিবে ? কিরূপে অন্যায়ের বিরুদ্ধে কঠোর হইতে পারিবে ? বস্তুতঃ আল্লাহ্পাক নিজেই মানুষের মধ্যে গোস্বা-ক্রোধ দিয়া রাখিয়াছেন, যাহাতে প্রয়োজনের ক্ষেত্রে তাহা ব্যবহার করা যায়।

যেমন, দ্বীনের দুশমনদের সঙ্গে যদি যুদ্ধের প্রয়োজন দেখা দেয় তখন আল্লাহ্র দুশমনদের বিরুদ্ধে এই শক্তির খুব সদ্ব্যবহার করিবে। কাফেরদের সহিত যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হইয়া যদি কেহ এই কথা বলে যে, এই নিকৃষ্ট অধম নালায়েক বান্দা আপনাদের দরবারে হাযির, তবে ইহা কি তাহার জন্য সমীচীন হইবে ? এরূপ বিনয় ও নরম উক্তি সেখানে সম্পূর্ণ হারাম। সেক্ষেত্রে বরং সদর্পে-সগর্বে শির উঁচু করিয়া এই ঘোষণা দিবে যে, "আছে কোন যোদ্ধা যে আমার সহিত শক্তি পরীক্ষার হিম্মত রাখে ? যদি থাক তবে আস, মোকাবিলা কর।"

কিন্তু যে গোস্বা শুধু নিজের জন্য, মনের জিদ ও ঝাল মিটাইবার জন্য, আল্লাহ্র পেয়ারা বান্দাগণ সেখানে গোস্বাকে হযম করিয়া ফেলেন, দমাইয়া নিয়ন্ত্রিত করিয়া রাখেন। বস্তুতঃ গোস্বার অশ্বকে যাহারা নিয়ন্ত্রণে রাখিতে সক্ষম হয়, তাহারা আল্লাহ্পাকের মহব্বতের পাত্র ও রহমতের উপযুক্ত হইয়া যায়।

মনের কুচাহিদার উৎপাটন নয়, বরং কুচাহিদা মোতাবেক কাজ না করাই কামিয়াবীর পথ

আবার কিছু লোক এমনও আছে যাহারা মনের বুরা খাহেশ, ওয়াস্ওয়াসা, গোস্বা প্রভৃতি দমন করিবার জন্য ওযীফা তালাশ করে, যাহাতে অন্তরের মধ্যে কোন প্রকার বুরা খেয়াল, বুরা খাহেশ পয়দাই না হইতে পারে। অর্থাৎ 'বাঁশও না থাকুক, বাঁশীও না বাজুক' অবস্থা। এরূপ চিন্তা-ভাবনা আসলে অজ্ঞতা ও মূর্খতা প্রসূত। কারণ, মোমেনের কামিয়াবী তো ইহাতেই নিহিত যে, তাহার অন্তরে কুখেয়াল, কুচিন্তা, কুখাহেশ পয়দা হইবে বটে, কিন্তু আল্লাহ্কে রাযী-খুশী করার জন্য সে তাহার ঐ সকল কামনা-বাসনা, আবেগ-আরযূকে খুন করিতে থাকিবে।

দেখুন, আপনার জন্য যে যত বেশী কষ্ট সহ্য করে, আপনি তাহাকে তত বেশী ঘনিষ্ঠ দোস্ত বলিয়া মনে করেন।

অতএব, মনের খেয়াল ও খাহেশাতের নিকট পরাজয় বরণ করা কিংবা এরূপ কামনা করা যে, মনের মধ্যে কোন প্রকার কুচিন্তা কুখেয়াল যেন একেবারেই না জাগে এবং না থাকে, ইহার অর্থ ত এই হয় যে, আল্লাহ্র জন্য, আল্লাহ্কে পাওয়ার জন্য আমরা কোন রকম কষ্ট স্বীকার করিতে রাযী নই। এমতাবস্থায় আল্লাহ্র মহব্বতের দাবী করার কোন অর্থ নাই, কোন মূল্য নাই। এমন দাবী অর্থহীন, মূল্যহীন। মহব্বতের হক ত এই যে, যাহাকে তুমি মহব্বত কর সেই মাহবূবকে রাযী-খুশী করার জন্য, তাহার মন জয় করার জন্য সর্বদা সর্ব রকম কষ্ট স্বীকারে তোমাকে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। অতএব, মূলগত ভাবে অন্তরের মধ্যে গুনাহের তাকাযা বা আগ্রহ বিদ্যমান থাকার প্রয়োজন রহিয়াছে। তাকাযা যদি সমূলে ধ্বংস হইয়া যায় তবে হালাল রাস্তায় বিবির হক্ আদায় করারও কোন উপায় থাকিবে কি ? অতএব, তাকাযার মূলোৎপাটন নয় বরং উহার অন্যায় ব্যবহার হইতে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। তাকাযাকে অপাত্রে, কুপাত্রে, নিষিদ্ধ পাত্রে, নিষিদ্ধ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবেনা। বস্তুতঃ ইহাই হইতেছে শরীঅতের 'আসল কাম্য'।

কুচরিত্রের মূল-শক্তির বিনাশ নয়, বরং উহার রোখ পরিবর্তনই উদ্দেশ্য

হাকীমুল-উম্মত, মুজাদ্দিদে-মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) বলেন ঃ কুস্বভাব-কুচরিত্রের মূল শক্তিকে ধ্বংস করিয়া দেওয়া মাকছূদ নয়, বরং মাকছূদ হইল উহার রোখ পরিবর্তন করিয়া দেওয়া।

মনে করুন, কাহারও মধ্যে প্রবল রূপে গোস্বা বিদ্যমান। যতদিন পর্যন্ত সে নিজের এছ্লাহ্ ও সংশোধন করে নাই ততদিন সে স্বেচ্ছাচারিতামূলক যত্রতত্র গোস্বা প্রকাশ করিত, গোস্বার বশীভূত হইয়া মন্দ-শক্ত বলিয়া বসিত, সীমালংঘন করিয়া ফেলিত। কাহারও দ্বারা কোনরূপ কষ্ট পাইলে ধৈর্য হারাইয়া একটা কিছু ঘটাইয়া বসিত। কিন্তু, এছ্লাহের পর তাহার গোস্বার রোখ বদলাইয়া গেল। এখন তাহার অবস্থা এই যে, কোথাও আল্লাহ্র নাফরমানি হইতে দেখিলে তাহার গোস্বা আসে, আল্লাহ্র দুশমনদের বিরুদ্ধে তাহার মন ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে। নফ্স্ যদি পাপের তাকাযা করে তবে নফ্সের উপর গোস্বার বাস্তবায়ন করে। বলে যে,

হে নফ্‌স্‌, খবরদার, কিছুতেই আমি তোকে পাপ করিতে দিবনা। দেখুন, গোস্বা ত এখনও বিদ্যমান আছে, কিন্তু উহার রোখ বদলাইয়া গিয়াছে। আসলে ইহাই হইল কাম্য, প্রশংসনীয় ও পুরস্কারযোগ্য কাজ।

আল্লাহ্‌পাক গোস্বা সংবরণকারীদিগকে 'কা-যিমীন' নামে অভিহিত করিয়াছেন। ইহা কায্‌ম্‌ ধাতু হইতে উৎপন্ন। আল্লামা সাইয়েদ মাহ্‌মূদ আলূসী বাদগাদী (রহ্‌ঃ) তাফসীরে রূহুল-মাআনীতে লিখিয়াছেন যে, যখন মশক ভর্তি হইয়া উহার মুখ উপচাইয়া পানি পড়িতে আরম্ভ করে, আরববাসীগণ তখন রশি দ্বারা শক্ত করিয়া মশকের মুখ বাঁধিয়া দিত যাহাতে আর পানি বাহির হইতে না পারে। অনুরূপভাবে উপচাইয়া পড়ার সময় শক্ত করিয়া মশকের মুখ বাঁধিয়া দেওয়াকে আরবীতে কায্‌ম্‌ বলে। আর যাহারা বাঁধে, তাহাদিগকে বলে 'কা-যিমীন'। আল্লাহ্‌পাক গোস্বা হযম করার অর্থে সেই কায্‌ম্‌ বা কাযিমীন শব্দটি ব্যবহার করিয়া এই কথাই বুঝাইয়াছেন যে, তোমাদের মন ও দেহের মশক যখন ক্রোধে ফুলিয়া উঠে এবং তাহা উপচাইয়া পড়ার আশংকা দেখা দেয় তখন আল্লাহ্‌প্রেম ও আল্লাহ্‌ভীতির রশি দ্বারা তোমাদের মশকের মুখ কষিয়া বাঁধিয়া ফেল, যাহাতে বাজে কথা, গালাগালি, বকাবকি, প্রতিশোধ গ্রহণের জয্‌বা, কোন অশালীন কথাবার্তা, ক্ষতিকর বা দুর্ঘটনামূলক কোন কিছু ঘটিতে না পারে। সোজাকথা, আল্লাহ্‌র জন্য আল্লাহ্‌র বান্দার প্রতি সদয় হইয়া তোমার গোস্বাকে তুমি হযম কর, বশীভূত রাখ।

আল্লামা আলূসী এই আয়াতের ব্যাখ্যায় নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর চারিখানা হাদীস উদ্ধৃত করিয়াছেন। বস্তুতঃ যাঁহার উপর পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হইয়াছে সেই রাসূলল্লাহ্‌ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর পবিত্র যবান-নিসৃত বাণী সমূহই পবিত্র কুরআনের যথার্থ তাফসীর।

১ নং হাদীস ঃ

যেই পরিমাণ গোস্বা হযম করিবে, অন্তরে সেই পরিমাণ নূর পয়দা হইবে

مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلٰى اِنْفَاذِهٖ
مَلَأَ اللّٰهُ تَعَالٰى قَلْبَهٗ اَمْنًا وَّ اِيْمَانًا

الجامع الصغير ج٢ ص١٧٩

অর্থাৎ যে ব্যক্তি তাহার গোস্বা-ক্রোধ প্রয়োগ করার মত ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও (আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের খেয়ালে) তাহা সংবরণ ও দমন করে, ইহার বিনিময়ে আল্লাহ্‌পাক তাহার অন্তরকে আমান ও ঈমান দ্বারা তথা ঈমানের জ্যোতি ও প্রশান্তির দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া দেন।

সারকথা এই যে, গোস্বা উঠার পর গোস্বা বাস্তবায়নের মত ক্ষমতা আছে, একটা কিছু ঘটাইয়া ফেলিবার সুযোগ আছে, কোন রকম বাধাও নাই। এতদসত্ত্বেও যদি গোস্বার তিতা ঢোক গিলিয়া ফেলে, সংযত হইয়া থাকে এবং ক্ষমা করিয়া দেয়, তাহা ইহলে আল্লাহ্‌পাক তাহার অন্তকরণকে ঈমানের নূর ও শান্তির প্রাচুর্য দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া দেন। ফলে, তাহার অন্তরখানা ঈমানের নূর ও শান্তির দৌলতে ভরিয়া যায়। বলুন, গোস্বা সংবরণকারী বান্দার জন্য পরম দয়াময় মাওলার পক্ষ হইতে ইহা কত বড় পুরস্কার ?

আল্লাহ্‌র জন্য গোস্বা করণ ও আল্লাহ্‌র জন্য গোস্বা দমন

বুযুর্গ ব্যক্তিগণ বলিয়াছেন ঃ খুব তিতা বস্তু গিলিয়া ফেলার মত মনের উপর চাপ প্রয়োগ করিয়া গোস্বাকে যদি দমন করিয়া ফেল, তাহা হইলে সেই গোস্বাটাই সম্পূর্ণ নূরে পরিণত হইয়া যায়, যেই পরিমাণ গোস্বা উঠিয়াছিল, ক্বলবের ভিতর সেই পরিমাণ নূর পয়দা হয়। অবশ্য, নিজের দ্বীন-ধর্মের হেফাযতের জন্য, দ্বীন ও শরীঅতকে জারী করার জন্য তথা আল্লাহ্‌র জন্য যে গোস্বা করা হয়, উহার হুকুম ভিন্ন। এধরনের গোস্বাকে দমন করা নয় বরং উহার বাস্তবায়নই কাম্য ও প্রশংসনীয়। কারণ, স্বয়ং হুযূর-পোরনূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম 'মুন্‌কারাত' তথা আল্লাহ্‌র নাফরমানী ও শরীঅত বিরোধী কোন কার্য–কলাপ সংঘটিত হইতে দেখিলে এত বেশি গোস্বান্বিত হইতেন যে,

كَانَّ الرُّمَّانَ عُصِرَ عَلٰى وَجْهِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

গোস্বার দরুণ তাহাঁর চেহারা-মোবারক এমনভাবে লাল হইয়া যাইত যেন আনার ফল চিপিয়া উহার রক্তলাল রস তাহাঁর চেহারায় মাখিয়া দেওয়া হইয়াছে।

২নং হাদীসঃ

গোস্বা দমনের পুরস্কার পরমা সুন্দরী হূর

নবী-করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলিয়াছেন ঃ গোস্বাকে প্রয়োগ করার

মত ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি তাহা দমন করিয়া রাখিবে, রোজ-কিয়ামতে আল্লাহ্পাক তাহাকে সমস্ত মানুষের সম্মুখে ডাকিয়া আনিয়া বলিবেন ঃ "হূরদের মধ্য হইতে যেই হূরটি তোমার পছন্দ হয় তাহাকে তুমি গ্রহণ কর"।

গোস্বা দমনের ফলে যে সকল পুরস্কার পাওয়ার কথা আল্লামা আলূসী (রহঃ) উল্লেখ করিয়াছেন তম্মধ্যে ইহা হইতেছে দ্বিতীয় পুরস্কার।

তৃতীয় হাদীস ঃ

কেয়ামতের দিন আল্লাহ্র নিকট হইতে প্রাপ্য হক্ আদায়

কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্-তাআলা এই ঘোষণা দিবেন যে, আমার উপর যদি কাহারও কোন হক থাকিয়া থাকে তাহা হইলে সে যেন দাঁড়াইয়া যায়।

فَلَا يَقُوْمُ اِلَّا اِنْسَانٌ عَفَا - روح المعانى ج٤ صـ٥٨

এই ঘোষণা শুনিয়া কেহই দাড়াঁইবে না, একমাত্র সেই ব্যক্তি ছাড়া যে আল্লাহ্র কোন বান্দাকে ক্ষমা করিয়াছিল।

যাহারা এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার জীবনে গোস্বাকে সংযত ও নিয়ন্ত্রিত রাখিয়া আল্লাহ্র বান্দা-বান্দীকে ক্ষমা করিয়া দিবে, কাল্ কিয়ামতে তাহারা মহান আল্লাহ্র নিকট হইতে নিজ নিজ পুরস্কার পাওয়ার জন্য দাড়াঁইয়া যাইবে।

৪র্থ হাদীস ঃ

ক্ষমার বিনিময়ে জান্নাতের মধ্যে সুউচ্চ মহল ও মর্যাদা

সরওয়ারে-আলম হযরত রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ যে ব্যক্তি এই আশা পোষণ করে যে, জান্নাতের মধ্যে যেন তাহার জন্য সুউচ্চ মহল বানানো হয় এবং তাহাকে বুলন্দ মর্যাদা ও মর্তবা প্রদান করা হয়, তবে তাহার কর্তব্য এই যে, কেহ যদি তাহার উপর কোন প্রকার যুলুম করে সে তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিবে এবং যে তাহাকে বঞ্চিত করে, সে তাহাকে দান করিবে এবং যে তাহার সহিত আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে, সে তাহার সহিত সম্পর্ক রক্ষা করিবে। (রূহুল-মাআনী, ৪র্থ খণ্ড, ৫৮ পৃঃ)

অনেক সময় দেখা যায়, রক্ত-সম্পর্কীয় কোন কোন আত্মীয় স্বজনও এমন হয়

যে, আপনি তাহার সহিত হাজার ভাল ব্যবহার করুন না কেন, যতই সদাচার ও হৃদ্যতা প্রদান করুন না কেন, কিন্তু কিছুতেই সে আপনার সহিত সদাচার বা হৃদ্যতাপূর্ণ ব্যবহার করিতে প্রস্তুত নয়। প্রিয়নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এ ধরনের আত্মীয়-স্বজনের সম্পর্কেই আমাদিগকে এই হুকুম দিয়াছেন যে—

صِلْ مَنْ قَطَعَكَ - الجامع الصغير ج٢ ص٤٣

যদিও ইহারা তোমাকে ত্যাগ করিয়া দিয়াছে, তবুও, তুমি তাহাদিগকে ত্যাগ করিও না, বরং তাহাদের সহিত মিলিয়া-মিশিয়া থাক, সুসম্পর্ক গড়িয়া তুলিবার ও ধরিয়া রাখিবার জন্য সযত্ন প্রচেষ্টা কর। যে-ব্যক্তি সম্পর্ক ছিন্নকারীদের সহিত এরূপ আচরণ করিবে, প্রিয়নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম তাহার জন্য এই ওয়াদা করিয়াছেন যে, জান্নাতের ভিতর তাহাকে শান্দার, সুন্দর, সুউচ্চ মহল দেওয়া হইবে এবং সে বুলন্দ মর্তবা ও বিরাট মর্যাদার অধিকারী হইবে।

অবশ্য, কোন আত্মীয়-স্বজন যদি লাগাতার অসহনীয় রকম কষ্ট দিতে থাকে বা জ্বালাতন করিতে থাকে, তবে সেক্ষেত্রে হক্কানী আলেম-ওলামার সহিত পরামর্শ করিয়া চলিবে। তাহার ব্যাপারে শরীঅতে ভিন্নরূপ বিধানও রহিয়াছে। আচ্ছা যাউক, গোস্বা সম্পর্কে আরও তিনটি হাদীস শুনাইতে চাই। উল্লেখিত আয়াতের ব্যাখ্যায় আমি সাধারণতঃ সাতখানা হাদীস বর্ণনা করিয়া থাকি।

৫ম হাদীস ঃ

ক্রোধ ঈমানের নূর ও মাধুর্য ধ্বংস করিয়া দেয়

إِنَّ الْغَضَبَ لَيُفْسِدُ الْإِيمَانَ كَمَا يُفْسِدُ الصَّبِرُ الْعَسَلَ

(مشكوة ص٤٢٤-)

নবীয়ে-আক্‌রাম, সরওয়ারে-আলম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম আরও ইরশাদ করিয়াছেন ঃ যেভাবে ঈলুয়া মধুকে নষ্ট করিয়া ফেলে, তদ্রূপ গোস্বা ঈমানকে নষ্ট ও মারাত্মক ক্ষতি সাধন করে।

ঈলুয়া এক প্রকারের অতি বেশী তিতা দাওয়া। যখন ইহার চূর্ণ তৈয়ার করা হয় তখন দূরে দাড়াঁইয়া দেখিতে থাকিলেও হল্‌কূম (কণ্ঠনালী) তিতা হইয়া যায়। এক মণ মধুর ভিতর যদি কিঞ্চিৎ পরিমাণ ঈলুয়া ঢালিয়া দেওয়া হয় তবে সমস্ত মধুই সম্পূর্ণ তিতা হইয়া যাইবে। অনুরূপভাবে, নাজায়েয গোস্বার কিয়দাংশও ঈমানের

স্বাদ, মজা ও মাধুর্যকে তিতা বানাইয়া দেয়, মিঠা ঈমানকে যেন তিতা ঈলুয়ায় পরিণত করিয়া ফেলে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি ক্রোধ ও গোস্বার শিকার হয়, সে আল্লাহ্পাকের এশ্ক-মহব্বতের স্বাদ হইতে বঞ্চিত হইয়া যায়। ইবাদতে মজা পায়না, যিকির এবং কোরআন তেলাওয়াতও ভালো লাগে না, মন বসেনা, ধ্যানমগ্নতা আসে না। কারণ, গোস্বা তাহার ঈমানের পূর্ণতা, নূর, স্বাদ, সৌন্দর্য ও মাধুর্যকে ধ্বংস করিয়া ফেলিয়াছে।

৬ষ্ঠ হাদীসঃ

ক্রোধ দমনের ফলে কেয়ামতে আল্লাহর আযাব দমন

مَنْ كَفَّ غَضَبَهُ كَفَّ اللّٰهُ عَنْهُ عَذَابَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(مشكوة صـ٤٢٤)

প্রিয়নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ যে ব্যক্তি নিজের গোস্বাকে সংবরণ করিয়া ফিরাইয়া রাখে, কাল কিয়ামতে আল্লাহ্পাক তাহার আযাব-গযবকে ঐ বান্দা হইতে ফিরাইয়া রাখিবেন।

ইহা সুস্পষ্ট যে, গোস্বাকে দমন ও নিয়ন্ত্রণ করিতে অবশ্যই খুব কষ্ট হয়। আর ইহাও পরিষ্কার যে, আল্লাহ্র জন্য, আল্লাহ্কে খুশী করার জন্যই সে এই অসহনীয় কষ্ট সহ্য করিয়াছে। তাই, যে মাওলার জন্য এই কষ্ট-তক্লীফ বরদাশ্ত করিয়াছে, পরম দয়ালু সেই মাওলা ঐ কষ্টের বিনিময়ে তাহাকে এত বড় পুরস্কার প্রদান করিবেন।

সপ্তম হাদীসঃ

হযরত আবূ মাসঊদ্ আনসারী (রাঃ) বলেন—

كُنْتُ اَضْرِبُ غُلَامًا لِىْ فَسَمِعْتُ مِنْ خَلْفِىْ صَوْتًا

اِعْلَمْ اَبَا مَسْعُوْدٍ لَلّٰهُ اَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ

(مسلم ج٢ صـ٥١)

একদা আমি আমার এক গোলামকে মারধর করিতেছিলাম। হঠাৎ আমার পিছন দিক হইতে এরূপ আওয়াজ শুনিতে পাইলাম ঃ

"হে আবূ মাসঊদ! এই গোলামের উপর তুমি যতটা ক্ষমতাবান, নিশ্চয় আল্লাহ্পাক তোমার উপর তদপেক্ষা বেশী ক্ষমতাবান।"

পিছনের দিকে তাকাইয়া দেখি, সেই আওয়াজদাতা স্বয়ং হযরত রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম।

جی اٹھے مردے تری آواز سے

প্রিয় নবীর আওয়াজের আছর

আল্লাহু আকবার! যাঁহার আওয়াজ শুনিয়া মুর্দা-দিল্ জিন্দা হইয়া যায়, গাফেল-মন সচেতন এবং ব্যাধিগ্রস্ত আত্মার এছলাহ্ ও সংশোধন হইয়া যায়, ইহা সেই মহান পয়গম্বরের আওয়াজ। যে আওয়াজ সাহাবীগণের হৃদয় কাঁপাইয়া তুলিত, রূহ্কে গরম করিত এবং হেদায়াতের আলো জ্বালাইয়া দিত, ইহা সেই নূরানী যবানের মধুময় আওয়াজ। তাই, নবীকরীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর সাহাবীয়তের বরকতে আল্লাহ্পাক সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অন্তরে হেদায়াত ঢালিয়া দিলেন।

বুযুর্গদের সোহ্বতের বরকতে জীবনের মোড় পরিবর্তন

বস্তুতঃ এমনিভাবে আল্লাহ্ওয়ালাদের সোহ্বত ও সাহচর্যের বরকতে ক্বলবের মধ্যে নেক আমলের এক বিশাল কূয়ত, মযবূত হিম্মত ও তওফীকের দৌলত অর্জিত হয়। ব্যক্তিগতভাবে সুদীর্ঘ ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর নাগাদ চেষ্টা-সাধনা করিয়াও যে গুণাহ্ বর্জন করিতে পার নাই, কিছুদিন আল্লাহ্ওয়ালাদের সহিত থাকিয়া এবং মহব্বত ও ভক্তি-বিশ্বাসে তাঁহাদের সোহ্বত ও তরবিয়তে বসিয়া দেখ যে, তাহাতে কি বিস্ময়কর পরিবর্তন সাধিত হইতেছে।

হাকীমুল্-উম্মত, মুজাদ্দিদে-মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবীর খলীফা হযরত ডাক্তার আব্দুল হাই ছাহেব (রহঃ) একবার আমাকে বলিলেন যে, হযরত থানবীর বিখ্যাত খলীফা ও আপনার পীর হযরত শাহ্ আব্দুল গণী ফুলপুরী (রহঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, পরশপাথরের মধ্যে কোথা হইতে এই শক্তি আসিল যে, উহার পরশ লাগা মাত্রই লোহা সোনা হইয়া যায়? ইহা কিভাবে সম্ভব হয়? তিনি বলিলেন, মিয়া, কিভাবে সম্ভব, কি করিয়া এমন হইতে পারে, এ

সব প্রশ্ন এক্ষেত্রে অনর্থক। বরং লোহাকে পরশপাথরের সহিত স্পর্শিত করিলেই স্বচক্ষে দেখিতে পাইবে যে, সত্য সত্যই লোহা সোনা হইয়া গেল কিনা ? তাই বলি, ইহা প্রশ্ন করিয়া বুঝিবার বিষয় নয় বরং স্বচক্ষে অবলোকন ও নিজ অন্তঃকরণে অনুভব করার বিষয়। জানিয়া দেখুন যে, বড় বড় কত মদখোর-জুয়াচোরও আল্লাহ্-ওয়ালাদের সোহ্বতের বরকতে আল্লাহ্ওয়ালা হইয়া গিয়াছে।

হাকীমুল-উম্মতের থানাভবনে কত অমানুষ মানুষ হইল

বিখ্যাত উর্দূ-কবি জিগর-মুরাদাবাদীর মত মদ্যপায়ী হযরত থানবীর সোহ্বতের বদৌলতে আল্লাহওয়ালা হইয়া গিয়াছেন। জৌনপুরের কবি আব্দুল হাফীযও একজন মদ্যপ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি জনমুখে বহুবার শুনিতেছিলেন যে, বহু মানুষ থানাভবন গিয়া প্রকৃত মানুষ বনিতেছে। তাই, মনে-মনে স্থির করিলেন যে, ঠিক আছে, আমিও একবার থানাভবন যাইয়া দেখি। অসম্ভব কি যে, আমার মত মদ্যপায়ীও হয়তঃ হেদায়াত পাইয়া যাইতে পারে। হযরত শাহ্ আব্দুলগণী ফুলপুরী (রহঃ) বলেন, অতঃপর কবি থানাভবন গেলেন এবং হযরত মাওলানা থানবী (রহঃ)-এর হাতে বায়আত হইলেন।

উম্মতের সুবিজ্ঞ চিকিৎসকের হাতে এক বিস্ময়কর বায়আত

তাঁহার বায়আত হওয়ার ঘটনাও বড় বিস্ময়কর। থানাভবনের খান্‌কাহে—এমদাদিয়ায় কয়েকদিন অবস্থানের পর তাহার এতদিনকার মুণ্ডানো দাড়ি এইবার কিছুটা গজাইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু বায়আত হওয়ার পূর্বক্ষণে তিনি সেই দাড়িটুকুও সম্পূর্ণ রূপে মুণ্ডাইয়া ফেলিলেন। অতঃপর হযরত থানবীর নিকট হাযির হইয়া বায়আত করার জন্য দরখাস্ত পেশ করিলেন। হযরত থানবী বলিলেন ঃ সত্যিকার অর্থে বায়আত হওয়ার সিদ্ধান্তই যদি আপনি গ্রহণ করিয়া থাকেন, তবে আল্লাহ্পাক আপনার চেহারার মধ্যে যে নূর দান করিয়াছিলেন, কেন আপনি আল্লাহ্পাকের সেই নূর সমূহ এমনি ভাবে সাফ করিয়া ফেলিলেন ? কবি আব্দুল হাফীয কী এক চমৎকার জবাব যে দিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, হযরত, আপ্ হাকীমুল-উম্মত হ্যাঁয়, আওর মাঁয় মারীযুল্-উম্মত হোঁ। হযরত, আপনি হইলেন উম্মতের সুবিজ্ঞ ডাক্তার, আর আমি সমগ্র উম্মতের মধ্যে অধিকতর ব্যাধিগ্রস্ত

রোগী। ডাক্তারের সম্মুখে রোগ প্রকাশ করিয়া দেওয়াই রোগীর কর্তব্য, যাহাতে তিনি সেই অনুযায়ী সুব্যবস্থা দিতে সক্ষম হন।

কবি আব্দুল হাফীযের এরূপ আচরণ বাহ্যতঃ অন্যায় ছিল বটে। কিন্তু, যেহেতু তাহার নিয়ত ও মাকছূদ ভাল ছিল, তাই হযরত থানবী এ ব্যাপারে আর কোন রকম কঠোরতা প্রদর্শন করেন নাই। অতঃপর কবি নিজেই নিবেদন পেশ করিলেন যে, হযরত, আজ হইতে আর কখনও আমি দাড়িতে ক্ষুর লাগাইব না। ফলে, হযরত থানবী তাঁহাকে বায়আত করিয়া নিলেন। কবি জৌনপুর চলিয়া গেলেন।

হযরত হাকীমুল-উম্মতের নিকট কি দৌলত পাইলেন বিখ্যাত জৌনপুরী কবি

এক বৎসর পর একবার হযরত থানবী ওয়াযের উদ্দেশ্যে জৌনপুরে গমন করিলেন। সেখানে যাওয়ার পর মুরব্বী গোছের এক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার মুখের এক মুষ্টি পরিমাণ লম্বা দাড়ি তাঁহার চেহারাখানা কী উজ্জ্বল ও শোভনীয় করিয়া রাখিয়াছে। হযরত বলিলেন, এই বড় মিয়া কে? বলা হইল যে, ইনি সেই বড় মিয়া যিনি উল্লেখের অযোগ্য হালত নিয়া থানাভবন গিয়াছিলেন, ইনি সেই কবি আবদুল হাফীয। মুজাদ্দিদে-মিল্লাত হযরত থানবী তাঁহার মুখে দাড়ি দেখিয়া খুব খুশী হইলেন।

হযরত শাহ্ আব্দুল গণী ফুলপুরী (রঃ) বলিয়াছেন যে, কবি আব্দুল হাফীয নেক্ মৃত্যুর সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুকালীন অবস্থা খুবই ভাল গিয়াছিল। খওফ্-খোদাভীতি এমনিভাবে তাহার হৃদয়-মন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল যে, লাগাতার তিন দিন যাবত ঘরের ভিতর শুধু কাঁদিতেছিলেন আর কাঁদিতেছিলেন। কামরার মধ্যে তড়পাইয়া তড়পাইয়া এক দেওয়াল হইতে আরেক দেওয়াল পর্যন্ত গড়াগড়ি যাইতেন আর কাঁদিতে থাকিতেন। এইভাবে কাঁদিতে কাঁদিতেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। অশ্রুজোয়ার আর খোদাভীতির হালতে খোদার দরবারে চলিয়া গেলেন। যাওয়ার আগে আপন কাব্যভাণ্ডারে আরও দুইটি চরণ যোগ করিয়া গেলেন ঃ

مری کھل کر سیہ کاری تو دیکھو
اور ان کی شان ستاری تو دیکھو

گڑا جاتا هوں جیتے جی زمیں میں
گناهوں کی گراں باری تو دیکھو
هوا بیعت حفیظ اشرف علی سے
بایں غفلت یہ هشیاری تو دیکھو

গুনাহূঁ-কী গেঁরা-বারী তো দেখো
আওর উন্-কী শানে ছাত্তারী তো দেখো।
গাড়া জা-তা হোঁ জী-তে-জী যমী মেঁ
গুনাহূঁ-কি গেরাঁ-বারী তো দেখো।
হুয়া বায়আত হাফীয আশরাফ আলী-ছে
ব-ঈঁ গাফ্লত ইয়ে হুশ্ইয়ারী তো দেখো।

মর্মার্থ ঃ হায়, হাফীয তো পাপের অকূল সাগরে ডুবিয়া আছে ; তবু, পরম দয়ালু মাওলা হাফীযের পাপাচার ও পাপ কাহিনী তাহার 'ছাত্তার' নামের নূরের ফয়েয দ্বারা গোপন করিয়া রাখিয়াছেন। অসংখ্য পাপাচারের দিকে তাকাইলে শরমে মাথা নুইয়া আসে, যমীনের মধ্যে যেন জ্যান্ত দাফন হইয়া যাইতেছি।

হাফীযের পাপের ফিরিস্তি যেমন সীমাহীন লজ্জাকর, হাফীযের খোদার গোপনীয়তা রক্ষা তদপেক্ষা অধিক বিস্ময়কর। বস্তুতঃ সেদিকে লক্ষ্য করিয়াই বেপরোয়া হাফীযের অন্তর-আত্মা কৃতজ্ঞতা ও বিনয়ে আপ্লুত হইয়া তওবার জন্য উদগ্রীব হইয়া উঠিয়াছিল। সেই সুবাদেই পাপিষ্ঠ হাফীয পাগলের মত ছুটিয়া গিয়া শ্রেষ্ঠতম ওলী হাকীমুল-উম্মত হযরত মাওলানা থানবীর হাতে হাত দিয়া তওবা করিয়াছে ও তাঁহার মুরীদ হইয়াছে। জঘন্য পাপিষ্ঠ জীবন হইতে মুক্তি লাভের জন্য যতবড় বিজ্ঞ চিকিৎসক ও শ্রেষ্ঠতম বুযুর্গের সুনজর দরকার ছিল, গুনাহ্গার হাফীয সেই রকম বিজ্ঞ চিকিৎসক ও সেই মানের বুযুর্গের হাতেই নিজেকে অর্পণ করিতে পারিয়াছে। হাফীযের এই চাঞ্চল্যকর বুদ্ধিমত্তা নিশ্চয়ই কাহারও নজর এড়াইবার নয়। অতএব, হে জগদ্বাসী, খোদাভোলা হাফীযের গাফিলতি ও খোদাবিস্মৃতির অনুসরণ না করিয়া বরং বিপথগামীতার পর সুপথ লাভের জন্য হাফীযের এই অবিস্মরণীয় বুদ্ধিমত্তার অনুসরণ কর। জীবনের অন্তিম লগ্নে তোমাদের প্রতি হাফীয এই আহ্বান রাখিয়া গেল।

আল্লাহ্‌র ওলীদের সোহ্‌বতের বরকতে তক্‌দীর বদলাইয়া যায়

বস্তুতঃ পক্ষে ইহা মস্ত বড় বুদ্ধিমত্তারই পরিচয়। বড়ই মোবারক ও ভাগ্যবান সেই বান্দা যে আল্লাহ্‌পাকের সহিত 'তাআল্লুক' (সম্পর্ক) গড়িয়া লয়, যে আল্লাহওয়ালাদের সহিত মহব্বত পয়দা করিয়া তাঁহাদের তাবেদার ও অনুগত হইয়া যায়। আল্লাহ্‌পাক তখন দেখেন যে, এই বান্দা ত আমার মাহবুবের মাহবুব, আমার প্রিয়জনের প্রিয়, আমার দোস্তের দোস্ত। ফলে, তিনি তাহার প্রতি খাছ নজর ও খাছ রহমত দান করিয়া তাহাকে 'আপন' করিয়া নেন। আল্লাহ্‌ওয়ালাদের সোহ্‌বত ও মহব্বতের ফলে মানুষের তকদীর বদলাইয়া যায়। নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন—

هُمُ الْجُلَسَاءُ لَا يَشْقٰى جَلِيْسُهُمْ - بخاری ج۲ ص۹٤۸

অর্থ ঃ আল্লাহ্‌পাক বলেন, "ইহারা আমার এমন প্রিয় সাথী যে, ইহাদের সহিত যাহারা উঠা-বসা রাখে তাহারাও মাহরূম হয় না, আল্লাহ্‌পাক তাহাদিগকেও বঞ্চিত করেন না। প্রিয় সাথীর সাথীকেও তিনি কবূল করিয়া নেন। ভাগ্য বদলাইয়া দিয়া হতভাগ্যকেও তিনি ভাগ্যবান বানাইয়া দেন।"

মক্‌বূল বান্দার সহিত উঠা-বসাকারীও মক্‌বূল হইয়া যায়

আসলে ইহা একটি সুদীর্ঘ হাদীসের একটি অংশ মাত্র। ইহাতে বলা হইয়াছে যে, এক ব্যক্তি আল্লাহ্‌ওয়ালাদের মজলিসে গিয়া শরীক হইল। কিন্তু তাহার এই বসা আল্লাহ্‌র জন্য ছিল না। বরং নিজস্ব কোন কাজ করিতে গিয়া ঘটনাক্রমে ঐ মজলিসে বসিয়া পড়িয়াছিল। অতএব, তাহার সেই মজলিসে যোগদান ও উপবেশন এখলাছের সহিত ছিলনা। আল্লাহ্‌পাক ফেরেস্তাগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা, আমার এই বান্দাগণ কি করিতেছিল? ফেরেস্তাগণ বলিলেন, তাহারা আপনার ধ্যান, আপনার স্মরণ ও আপনার প্রশংসা করিতেছিল। আপনার কাছে জান্নাতের দরখাস্ত ও দোযখ হইতে মুক্তিদানের প্রার্থনা করিতেছিল। আল্লাহ্‌পাক ত সবকিছুই অবগত আছেন। তবুও ফেরেশতাদের সম্মুখে গর্ব ও ফখর করার উদ্দেশ্যে এইভাবে জিজ্ঞাসা করেন।

সব কথা শুনিয়া আল্লাহ্পাক ইরশাদ করিলেন, হে ফেরেশতাগণ, তোমরা সাক্ষী থাক, আমি ইহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিলাম। ফেরেশতাগণ বলিলেন, আয় আল্লাহ্, ইহাদের মধ্যে এক ব্যক্তি আছে, যে যিকিরের নিয়তে আসে নাই, আপনাকে স্মরণ করার জন্য আসে নাই। সে আসিয়াছিল নিছক তাহার ব্যক্তিগত কোন কাজে। আসিয়া দেখিল, কতিপয় আল্লাহ্ওয়ালা বান্দা একত্রে বসিয়া আছেন। তখন সেও তাহাদের সহিত বসিয়া গিয়াছে। আল্লাহ্পাক বলিলেন, হে ফেরেশতারা, আমার ঐ বান্দাকেও আমি ক্ষমা করিয়া দিলাম। কারণ, যাহারা আমার মকবূল বান্দাগণের সহিত উঠে-বসে, আমি মাওলা তাহাদিগকেও মাহরূম করি না।

বিখ্যাত হাদীস্ব্যাখ্যাতা হাফেয ইবনে-হজর আস্কালানী (রঃ) এই অংশটির ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন ঃ

إِنَّ جَلِيْسَهُمْ يَنْدَرِجُ مَعَهُمْ فِىْ جَمِيْعِ مَا يَتَفَضَّلُ اللّٰهُ بِهٖ عَلَيْهِمْ إِكْرَامًا لَهُمْ (فتح البارى ج ١١ صـ٢١٣)

অর্থাৎ আল্লাহ্পাক তাহার মকবূল বান্দাগণকে যত রকম নেআমত দান করেন, এই নেআমত সমূহ তিনি ঐসকল বান্দাগণকেও দান করেন যাহারা ঐ মকবূল বান্দাগণের সহিত উঠা-বসা রাখে, অর্থাৎ তাহাদের সহিত সুসম্পর্ক রাখে। মকবূল বান্দাগণের সম্মানার্থেই তিনি এই রূপ করেন।

ছুবহানাল্লাহ্! আল্লাহ্পাক তাহার মকবূল বান্দাগণের কি এক্রাম করেন। দেখুন, এই ডেরাগাযীখানে যাহা কিছু আপনারা হারদূঈর হযরত মাওলানা শাহ্ আবরারুল হক ছাহেব (দামাত-বারাকাতুহুম)-কে খাওয়াইতেছেন, আমরা যাহারা হযরতের খাদেম আছি, আমাদিগকেও ও ঠিক তাহাই খাওয়াইতেছেন কিনা ? ক্ষণস্থায়ী নেআমতের ব্যাপারে আল্লাহ্ওয়ালা ও তাঁহাদের খাদেমদের সহিত যেরূপ আচরণ হইতেছে, বাতেনী নেআমতের ক্ষেত্রেও ঠিক সেরূপ আচরণই করা হয়। ইন্শাআল্লাহ্, এই নেআমত চিরস্থায়ী জান্নাতের মধ্যেও নসীব হইবে।

ছোহ্বতের তাছীর বা (সাহচর্যের প্রভাব)

চিন্তা করার বিষয় যে, ওলীআল্লাহ্দের সোহ্বতের বরকতে যদি এত বড় নেআমত হাসিল হইতে পারে যে, বদ্বখ্তী নেক্বখ্তী দ্বারা বদলাইয়া যায়, দূর্ভাগ্য

সৌভাগ্যে রূপান্তরিত হয় এবং কলবের মধ্যে নেক আমলের বিরাট এক হিম্মত ও তওফীক নসীব হইয়া যায়, তাহা হইলে, স্বয়ং আল্লাহ্‌র নবীর সোহ্‌বতের ফয়েয্ ও বরকতের কি অবস্থা হইতে পারে ? কিরূপ তাছীর উহার ভিতরে ? এজন্যই ঈমানের হালতে যাহার উপর নবীকরীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামএর নজর পড়িয়া গিয়াছে তিনি 'সাহাবী' হইয়া গিয়াছেন। বড়-ছে-বড় কোন ওলীও একজন সর্বনিম্ন স্তরের সাহাবীর সমকক্ষ হইতে পারেন না। এজন্যই নবীজীর সোহ্‌বতের বরকতে হযরত আবূ মাস্‌উদ (রাঃ) তৎক্ষণাৎ এই তাযা চেতনা লাভ করিলেন এবং বলিয়া উঠিলেন—

هُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللّٰهِ

'ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌, আমার এই অপরাধের কাফ্‌ফারার নিয়তে এই গোলামটিকে আমি আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আযাদ করিয়া দিলাম।'

বুঝা গেল যে, ভুল-বিচ্যুতি হইয়া গেলে উহার এছ্‌লাহ্ ও সংশোধন করিয়া লওয়া সকলেরই কর্তব্য। অতঃপর নবীকরীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলিলেন ঃ

لَوْلَمْ تَفْعَلْ لَلَفَحَتْكَ النَّارُ اَوْ لَمَسَّتْكَ النَّارُ

(مسلم ج٢ ص٥١)

"গোলামের প্রতি সহানুভূতিশীল হইয়া তুমি যে তাহাকে আযাদ করিয়া দিলে, তুমি যদি তাহা না করিতে তবে দোযখের আগুন অবশ্যই তোমাকে গ্রাস করিয়া ফেলিত।"

মোর্শেদ কেন প্রয়োজন

বন্ধুগণ, কাহার সম্পর্কে প্রিয় নবীর এই কঠোর বাণী ? যিনি একজন বিশিষ্ট সাহাবী, যিনি আল্লাহ্‌র রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামকে স্বচক্ষে দেখার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন। ইহার পরও আজ কোন্ যালিমের পক্ষে এই কথা বলার অবকাশ আছে যে, আমি ত খুব তাহাজ্জুদগুযার, খুব সূফী, অনেক বেশী যিকির-ফিকিরকারী। অতএব, ক্রোধের জন্য আমার কোন রকম পাক্‌ড়াও হইবে না। চিন্তা করিয়া দেখুন যে, ইহা কত বড় মারাত্মক কথা। তসবীহ-তাহাজ্জুদের গর্বে নিজের বিবি, ভাই-বোন ও সাধারণ মুসলমানদিগের উপর অত্যাচার ও নির্যাতন

করিতে এত বেপরোয়া হইয়া গিয়াছে যে, সে যেন সকল আইন-কানূনের ঊর্ধে ! তাহার উপর কোন আইন যেন আদৌ প্রযোজ্য নয় ! বিশ্বনবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম আবূ মাসঊদ আনসারী রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুর মত সাহাবীকে হুশিয়ার করিয়া দিতেছেন যে, নির্যাতিত গোলামের প্রতি সহানুভূতি ও সহমর্তিতা প্রদর্শন না করিলে জাহান্নামের আগুন তাঁহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিত। ইহার পর আর কোন মুসলমান, কোনও সূফী সাহেব এমন কথা বলিতে বা ভাবিতে পারেন যে, এত যিকির-আযকার, ওযীফা ও এবাদত-বন্দেগী যখন করি, তাই, গোস্বার জন্য আমার উপর কোনও শাস্তির আর অবকাশ কোথায় ? তবে কি আপনি আবূ মাসঊদ আনসারী (রাঃ) অপেক্ষা অধিক মাক্‌বূল ? তাক্‌ওয়া- পরহেযগারীতে আপনি তাঁহার চাইতেও বড় হইয়া গেলেন ? প্রকারান্তরে, এই কথার অর্থ ত ইহাই দাঁড়ায় যে, মর্তবার দিক দিয়া আপনি যেন সাহাবীর চাইতে ঊর্দ্ধে উঠিয়া গিয়াছেন।

আমার দোস্তগণ, লোকেরা বলিয়া থাকে যে, মুস্‌লেহ ও মোর্শেদের কি প্রয়োজন ? দেখুন, এত বড় সাহাবী হওয়া সত্ত্বেও মুরব্বীর হাতে তাঁহার সংশোধনের প্রয়োজন হইল কিনা ?

হযরত আবূ-বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর শিক্ষণীয় ঘটনা

হযরত আবূবকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুর মত মহান ব্যক্তি, নবী-রাসূলগণের পর সমগ্র মানবজাতির মধ্যে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ, তিনিও যদি মুরব্বীর মোহ্‌তাজ হইয়া থাকেন, তাঁহাকেও যদি মোর্শেদের নিকট হইতে এছ্‌লাহ্ গ্রহণের প্রয়োজন পড়িয়া থাকে, তবে কোন্ মুখে আমরা এমন কথা বলিতে পারি যে, চরিত্র সংশোধন ও জীবন গঠনের জন্য এছ্‌লাহ্ ও তরবিয়ত গ্রহণের কোন প্রয়োজন আমাদের নাই ? হযরত সিদ্দীকে-আকবর (রাঃ) তাঁহার এক আত্মীয়ের উপর নারাজ হইয়া কসম করিয়া বসিলেন যে, তাহার প্রতি আমি আর কোন এহ্‌সান করিবনা, কোন সাহায্য দিবনা। ঐ আত্মীয় ছিলেন বদরযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী এক সাহাবী। আস্‌হাবে-বদরের তালিকাভুক্ত থাকার দরুণ আল্লাহ্‌র দরবারে তাঁহার বিশেষ মর্যাদা ছিল। আল্লাহ্‌পাক তাঁহার পক্ষে সুপারিশ করিয়া আয়াত নাযিল করিলেন ঃ

أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ

অর্থ ঃ "তোমরা কি ইহা পছন্দ করনা যে, আল্লাহ্ তোমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিন ?"

মুফাস্‌সিরীন লিখিয়াছেন যে, এই আয়াত হযরত আবূবকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুর শানে নাযিল হইয়াছে। যাহার মর্মার্থ এই যে, হে সিদ্দীক, তুমি কি ইহা পছন্দ করনা যে, বদর-প্রান্তরে যুদ্ধকারী এই বদরী সাহাবীকে যদি তুমি মাফ করিয়া দাও তবে কাল্‌ কিয়ামতে আমি-খোদাও তোমাকে মাফ করিয়া দিব? এই আয়াত শরীফ কানে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁহার কসম ভঙ্গ করিলেন এবং নতুন ভাবে কসম করিয়া বলিলেন ঃ

وَ اللّٰهِ إِنِّىْ اُحِبُّ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لِىْ

'আল্লাহ্‌র কসম, অবশ্যই আমি পছন্দ করি যে, আমার আল্লাহ্‌ আমাকে মাফ করিয়া দেন।'

অতঃপর হযরত আবূবকর (রাঃ) উক্ত সাহাবীকে মাফ করিয়া দিলেন। পরন্তু, তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন যে, এখন হইতে তাহাকে পূর্বাপেক্ষা বেশী সাহায্য দান করিবেন। কার্যতঃও ঠিক তাহাই করিলেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌পাকের খাস্‌ বান্দাগণ, যাহারা সত্যিকার ভাবে আল্লাহ্‌কে চিনেন এবং মনোপ্রাণে ভালবাসেন, তাহারা অপরাধকারী বান্দাগণের ত্রুটি-বিচ্যুতি সমূহ ক্ষমা করিয়া দেন। এবং শুধু ক্ষমাই করেননা, তৎসঙ্গে তাহাদের প্রতি বিভিন্ন ভাবে সদাচার বা সাহায্য-সহানুভূতিও প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

হযরত ইমাম যয়নুল-আবেদীন (রাঃ) ও তাঁহার বাঁদীর বিস্ময়কর ঘটনা

আল্লামা আলূসী (রঃ) তাফসীরে-রূহুল-মাআনীতে উপরোল্লেখিত তাফসীরের সমর্থনে একটি ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুর নাতি আলী ইবনে হুসাইন তথা হযরত যয়নুল আবেদীন (রাঃ)-এর ঘটনা। একদা তাঁহার বাঁদী তাঁহাকে উযূ করাইতেছিল। হঠাৎ বাঁদীর হাত হইতে লোটা ছুটিয়া গিয়া তাঁহার মাথার উপর পড়িল এবং মাথা যখম হইয়া গেল। তিনি ক্রোধান্বিত চোখে বাঁদীর দিকে তাকাইলেন। তৎক্ষণাৎ কুরআনের হাফেযা বাঁদী পবিত্র কুরআনের এই আয়াতখানা পাঠ করিতে লাগিল ঃ

وَ الْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ

অর্থ ঃ 'আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাগণ গোস্বা সংবরণ করেন।'

আয়াতখানা শ্রবণ করার সাথে সাথে তিনি বলিয়া উঠিলেন ঃ قَدْ كَظَمْتُ غَيْظِي —অর্থাৎ আমি আমার গোস্বা সংবরণ করিলাম। আল্লাহ্‌র কালাম শ্রবণের সঙ্গে-সঙ্গে অন্তর দিয়া উহার কদর করিয়া বাস্তবেও তদ্রূপ আমল করিয়াছেন। এই কালাম বাঁদীর মুখ দিয়া বাহির হইয়াছে, সেই দিকে তিনি আদৌ লক্ষ্য করেন নাই। কারণ, যাহার মুখ দিয়াই বাহির হউকনা কেন, ইহা যে মহান আল্লাহ্‌র কালাম, আল্লাহ্‌র ফরমান। ছোটদের মুখে যদি বড়দের কোন কথা শুনিতে পাও তখন ছোটদের দিকে নজর করিওনা বরং ছোটর মুখে বড়দের যে কথা শুনিতে পাইয়াছ, তাহার কদর কর।

অতঃপর উক্ত বাঁদী আয়াতের দ্বিতীয় অংশ তেলাওয়াত করিল ঃ

وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ

অর্থ ঃ 'এবং তাহারা লোকদিগকে ক্ষমা করিয়া দেন।'

ইহা শুনিবা মাত্র তিনি বলিলেন, قَدْ عَفَوْتُ عَنْكِ অর্থাৎ আমি তোমার অপরাধ ক্ষমা করিয়া দিলাম। অতঃপর সে তৃতীয় অংশ পাঠ করিলঃ

وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ

অর্থ ঃ 'আর আল্লাহ্‌পাক এহ্‌সানকারীদিগকে ভালবাসেন।'

ইহার জবাবে তিনি বলিলেনঃ যাও, আমি তোমাকে আযাদ করিয়া দিলাম।

শায়খুল-হাদীছ মাওলানা যাকারিয়া ছাহেব (রঃ)এর ঘটনা

আপনাদিগকে আরও একটি শিক্ষণীয় ঘটনা শুনাইতেছি। তাবলীগ জামাআতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা ইল্‌ইয়াছ ছাহেব (রঃ) শায়খুল-হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়া ছাহেব (রঃ)-এর আপন চাচা। শায়েখ একবার তাঁহার এক কর্মচারীর প্রতি নারাজ হইয়া বলিতেছিলেনঃ এরূপ নালায়েকী তুমি কেন করিয়াছ ? সে বলিল,

হুযূর, আমার অন্যায় হইয়া গিয়াছে। দয়া করিয়া আমাকে ক্ষমা করিয়া দিন। আমি একটি মানুষ, মানুষ মাত্রেরই ভুল-ত্রুটি আছে। শায়েখ বলিলেন, এরূপ ত্রুটি তুমি ডজনে-ডজনে করিয়াছ। দুই-চার বারের ব্যাপার হইতো, আমি ক্ষমা করিয়া দিতাম। তুমি ত বারংবার এরূপই করিয়া চলিয়াছ। তোমার এই জ্বালাতন আমি আর কত সহ্য করিব ?

হযরত মাওলানা ইল্ইয়াস্ ছাহেব (রঃ) শায়খের নিকটেই বসা ছিলেন। তিনি তাঁহার কানে কানে বলিলেন ঃ মাওলানা, কাল্ কিয়ামতে আল্লাহ্পাকের নিকট যেই পরিমাণ স্বীয় অপরাধের ক্ষমা পাইতে চাও, আল্লাহ্র বান্দাদের ত্রুটি সমূহ সেই পরিমাণে ক্ষমা করিয়া দাও। ইহাই মঙ্গলজনক ও নিরাপদ।

যার জ্ঞান-বুদ্ধি যতটুকু, তাহাকে তদপেক্ষা বেশীর জন্য দায়ী করা অনুচিত

লোকেরা গোস্বার হালতে কোন-কোন সময় এমনও বলিয়া ফেলে যে, এই লোক ত সর্বদাই এরূপ উল্টা-সিধা করিতে অভ্যস্ত, কোন কাজই সঠিকভাবে করেনা। এখানে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, সৃষ্টিগতভাবেই কাহারও জ্ঞান-বুদ্ধি কম হইয়া থাকে। তাই, তাহার প্রতি দোষারোপ করিয়া কি লাভ ? হাকীমুল-উম্মত হযরত মাওলানা থানবী (রঃ) বলেন, পূর্ণ জ্ঞান-বুদ্ধির সর্বোচ্চ পরিমাণ যদি ৯৮-ডিগ্রী ধরা যায়, আর আল্লাহ্পাক তাহার কোন বান্দাকে দানই করিয়াছেন সাড়ে সাতানব্বই ডিগ্রী, ফলে স্বভাবতঃই সে নাদান, কম্‌বুঝ ও সাদাসিধা প্রকৃতির মানুষ। তোমারই কোন সন্তান যদি এমন হয় তাহা হইলে তুমি কি করিবে ? কি-ই-বা করা যাইবে ? তাহার সহিত কোমল ব্যবহার, সদয় আচরণ ও ক্ষমাপ্রদর্শন করিবেনা কি? অতএব, আল্লাহ্পাক যাহাকে যেই পরিমাণ আকল-বুদ্ধি দান করিয়াছেন, তাহার কাছে ঠিক সেই পরিমাণই আশা করা উচিত এবং ততটুকুর জন্যই তাহাকে জবাবদিহী মনে করা উচিত। যাহার আকল-বুদ্ধি ৯৭ ডিগ্রী, তাহার কাছে ৯৮ ডিগ্রীর হিসাব চাওয়া অন্যায়, অনুচিত। কিন্তু, কী আশ্চর্য, বিবেক-বুদ্ধির এই তারতম্যের কথা জানা থাকা সত্ত্বে ও ক্রোধের আগুন জ্বলিয়া উঠিলে তখন ঐ দুর্বল বান্দাকে দায়ী করিয়া বলিতে থাকে, না, না, সে সবই বুঝে, আমাকে কষ্ট দেওয়ার জন্যই সে এমন উল্টা-সিধা করিতে থাকে। আসলে, গোস্বাগ্রস্তের মুখ হইতে এধরনের মূর্খতাপূর্ণ কথাবার্তা শয়তানই বাহির করাইয়া থাকে।

গোস্বাগ্রস্ত লোক শয়তানের ভুমিকা পালন করে

আরও লক্ষ্যণীয় যে, গোস্বাকারী নিজেকে 'অনেক বড়' ভাবিয়া থাকে। গোস্বার মূলে অহংকার গোপন থাকে। সেই গোপন ব্যাধিই এত সব সর্বনাশ ঘটাইয়া দেয়। যাহার প্রতি গোস্বা উঠে তাহাকে নীচ ও তুচ্ছ জ্ঞান করে, আর নিজেকে তাহার তুলনায় বড় দেখিতে পায়। কাহারও উপর যখন গোস্বা সওয়ার হয় তখন যদি তাহার চেহারার দিকে তাকাইয়া দেখেন কিংবা তাহার সম্মুখে আয়না ধরেন এবং সে নিজেই তাহার চেহারার অবস্থা লক্ষ্য করে, তবে এই সম্মানিত মানুষের চেহারাকে ভূত-প্রেতের চেহারা বলিয়াই মনে হইবে। ঐ চেহারাখানার ছবি তুলিয়া এবং তাহার বাচনভঙ্গিগুলি ট্যাপ করিয়া যদি তাহাকে দেখানো যাইত তাহা হইলে খুব বুঝিতে পারিত যে, কখনও স্বপ্নে দেখা শয়তানের চেহারার সহিত জনাবের চেহারার কত যে মিল পরিলক্ষিত হইতেছে।

তোমার দোষ চিহ্নিত করিবেন তোমার দ্বীনী মুরব্বী

মানুষ নিজের আত্মিক দোষ-ব্যাধি নিজে চিনিতে ও বুঝিতে পারে না। তাই, সে ঠাস্ করিয়া বলিয়া দেয় যে, আমার এ গোস্বা আল্লাহ্‌র জন্য, শরীঅত সম্মত। অথচ, তাহার এই নিজস্ব ফয়সালার কোন দাম নাই। তাহা গ্রহণযোগ্য নয়। যিনি আত্মার ব্যাধি সমূহ চিনিতে সক্ষম, সেই অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন শায়খের নিকট নিজের হালত প্রকাশ করুন। তিনিই ফয়সালা করিবেন যে, আপনার গোস্বা আল্লাহ্‌র জন্য, নাকি নফ্‌সের জন্য। অথচ প্রত্যেক মানুষ নিজে নিজেই ফয়সালা করিয়া বসে। মনে করে, আমি যাহা বুঝিয়াছি তাহাই সঠিক। আসলে, যে নিজেকে সঠিক মনে করে, সে-ই বেঠিক। যে ব্যক্তি নিজের শায়েখ্‌কে একথা বলে যে, হুযূর, এসব ব্যাপারে আপনার অভিজ্ঞতা নাই, আপনি সরল-সোজা মানুষ, যে লোকটির প্রতি আমি ক্রোধান্বিত হইয়াছি, আসলে সে ঐ ধরণেরই লোক। এ ব্যক্তি তাহার শায়খের উপর এ'তেরায করিতেছে, শায়খের প্রতি বোকা ও নিবোর্ধ হওয়ার দোষ আরোপ করিতেছে। এমন মুরীদকে কানে ধরিয়া খানকাহ্ হইতে বাহির করিয়া দেওয়া উচিত।

দেখ, ক্রোধ বশতঃ কাহারও প্রতি যদি কোনরূপ যুলুম হইয়া গিয়া থাকে তবে দুই হাত জোড় করিয়া তাহার কাছে ক্ষমা চাহিতে শরম করিওনা। ক্ষমা চাহিয়া

খোশামোদ করিয়া তাহাকে রাযী করিয়া লও। অন্যথায়, কাল কিয়ামতে অনর্থক আক্ষেপ করিবে এবং আযাবও ভুগিবে। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি গোস্বার ব্যাপারটা সংশোধন ও প্রতিপক্ষের মনস্তুষ্টি সাধন করিয়া লইবে, আল্লাহ্‌পাকের নিকট সে মর্যাদাপ্রাপ্ত হইবে।

বিখ্যাত বুযুর্গ হযরত শাহ আবদুল গনী ফুলপুরী (রঃ) কর্তৃক এক কৃষকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা

আমার পহেলা মোরশেদ হযরত শাহ্ আব্দুলগনী ফুলপুরী (রঃ) একদা এক ব্যক্তির উপর রাগান্বিত হইয়াছিলেন। গোস্বার দরুণ কিছুটা বাড়াবাড়ি হইয়া গিয়াছিল। কারণ, যে যত বড় ওলীআল্লাহ্ই হউকনা কেন, মানুষ হিসাবে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটিয়া যাইতে পারে। এই ব্যক্তিটি ছিল ফুলপুরের নিকটবর্তী সদনীপুর গ্রামের এক মূর্খ কৃষক। সে চলিয়া যাওয়ার পর হযরতের খেয়াল হইল যে, আমার পক্ষ হইতে কিছু বাড়াবাড়ি হইয়া গিয়াছে। এত বেশী রাগ করা আমার জন্য উচিত হয় নাই।

আছরের পর ক্ষমা চাওয়ার জন্য হযরত তাহার নিকট গমন করিলেন। ফুলপুর হইতে সেই গ্রামের দূরত্ব ছিল মাত্র দেড় মাইল। কিন্তু হযরত আমাকে বলিয়াছেন ঃ আমি এত বেশী পেরেশান ছিলাম যে, রাস্তা ভুলিয়া ক্ষেত-পাথারের ভিতর দিয়া অনেক বিলম্বে তাহার নিকট পৌঁছিতে পারিয়াছিলাম। আমি তাহাকে বলিলাম ঃ অদ্য আমার পক্ষ হইতে তোমার উপর কিছুটা যুলুম হইয়া গিয়াছে, আমি কিছু বেশী বলিয়া ফেলিয়াছি যাহা উচিত ছিলনা। তুমি আমাকে আল্লাহ্র ওয়াস্তে মাফ করিয়া দাও। লোকটি বলিল, হুযূর, আপনি এত বড় একজন আলেম, আর আমি হইলাম একটা জাহেল। আপনি আমার বাপের সমান। বেটার উপর বাপের হক্ থাকে, অধিকার থাকে। হযরত বলিলেন, জানিনা, কাল কিয়ামতের দিন কি অবস্থা হইবে? কে ছোট, কে বড় তাহা কিয়ামত দিবসেই জানা যাইবে। যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি 'মাফ করিয়া দিলাম' না বলিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি এখান হইতে সরিবনা। সে যখন বুঝিতে পারিল যে, আমার মুখ হইতে ক্ষমা প্রকাশ না করা পর্যন্ত মাওলানা কিছুতেই আজ সরিতেছেন না, তখন সে বলিল, হুযূর, আপনার হুকুম পালন ও আপনার মনের সান্ত্বনার জন্য বলিতেছি ঃ আপনাকে আমি মাফ করিয়া দিলাম,

যদিও আমি বিশ্বাস করি যে, আমাকে দুই কথা বলার মত অধিকার আপনার আছে। অতঃপর হযরত সেখান হইতে ফিরিয়া আসিলেন।

ক্ষমা প্রার্থনার নগদ পুরস্কার ঃ

স্বপ্নে প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-ছাল্লাম-এর যিয়ারত

সেই রাত্রেই তিনি স্বপ্নযোগে রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম -এর যিয়ারত লাভ করেন। স্বপ্নে দেখেন, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ও হযরত আলী (রাঃ) একটি নৌকায় সওয়ার আছেন। হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর নৌকার অদূরেই তাঁহার নৌকা। এবং তাঁহার নৌকাতে একা তিনিই। হুযূর-পোরনূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বুলন্দ আওয়াযে হুকুম দিয়া বলিলেন, হে আলী, আব্দুল গনীর কিশ্তীকে আমার কিশ্তীর সহিত মিলাইয়া দাও। তিনি বলেন, হযরত আলী যখন হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর কিশ্তীকে আমার কিশ্তীর সহিত মিলাইয়া দিলেন তখন খট্ করিয়া এমন এক সুমধুর আওয়ায হইল যাহা আজও আমার কানে বাজিতেছে, আমার অন্তর আজও উহার অপূর্ব স্বাদ অনুভব করিতেছে।

হযরত কবি ছিলেন না। কিন্তু, সেই সুমধুর আওয়ায ও মযার কথা তিনি একটি চরণের মধ্যে এভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন ঃ

مضطرب دل کی تسلی کے لئے

حکم ہوتا ہے ملا دو ناؤ کو

অর্থ ঃ 'আমার বিষাদগ্রস্ত, বেদনাভারাক্রান্ত হৃদয়ের সান্ত্বনার জন্য হুকুম দিলেন যে, আমার নৌকাকে ইহার নৌকার সহিত মিলাইয়া দাও।'

দেখুন, একজন নিরক্ষর কৃষকের সহিত গোস্বার ক্ষেত্রে যে সামান্য ত্রুটি ঘটিয়াছিল উহার জন্য অনুতাপ, সংশোধন ও ক্ষমা প্রার্থনার বিনিময়ে কত বড় নেআমত নসীব হইয়া গেল।

আমাদের স্ত্রীরাও তো কাহারও মেয়ে

হাকীমুল-উম্মত, মুজাদ্দিদে-মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী

(রঃ) তাঁহার মাওয়ায়েযের মধ্যে বলিয়াছেন, এক ব্যক্তির স্ত্রী সালনের মধ্যে পরিমাণের বেশী লবণ দিয়া ফেলিয়াছিল। হাতের ব্যাপার ত ? আন্দাজ করিতে পারে নাই। বলুন, আমাদের কাহারও মেয়ে যদি এমন কোন ভুল করিয়া বসে তখন আমরা কি কামনা করি ? ইহাই ত যে, জামাতা যেন সদয় মনে মেয়েটিকে মাফ করিয়া দেয়। তদুপরি জামাতা যদি আমাদের কাহারও মেয়ের উপর নির্যাতন করে তাহা হইলে আমরা তাবীয-কবয-ওযীফার জন্য বুযুর্গদের নিকট ছুটাছুটি করি, কাঁদিয়া বুক ভাসাই, আর বলি, হুযূর, জামাতা আমার মেয়েটির উপর খুব নির্যাতন করে, আপনি আমার উপকার করুন।

বন্ধুগণ, আমাদের অধীনে যে বিবিগণ রহিয়াছে, তাহারাও ত কাহারও মেয়ে। কেন আমাদের মনে ইহাদের প্রতি দয়া ও সহানুভূতি জাগে না ? নিজের মেয়ের উপর অত্যাচার-উৎপীড়ন দেখিয়া তাবীযের কথা স্মরণ হয়, ছুটাছুটি আরম্ভ হয়, চোখের পানি ঝরে, জামাতার নামে অভিযোগ উঠে। অথচ, অন্যের মেয়ে যাহারা আমাদের বিবি, দিবারাত আমরা তাহাদিগকে জ্বালাতন করি, সামান্য-সামান্য ব্যাপারে গাল-মন্দ, মারপিট আরম্ভ করি, আর ঐ অবলা মেয়েটি অসহ জ্বালায় ডুকরাইয়া-ডুকরাইয়া কাঁদে আর চোখের পানিতে আঁচল ভিজায়। শ্বশুর বাড়ীতে তাহার স্বজন বলিতে কেহ নাই, বাপ-ভাই সকলেই দূরে। মনে রাখুন, এই অবলাদের ব্যথিত প্রাণের আহ্-উহ্ ভীষণ মারাত্মক।

মুরগীদের কষ্টের ফলে শতাব্দীর মোজাদ্দেদের উপর আসমানী প্রতিক্রিয়া

নির্যাতিত প্রাণের বেদনাভরা 'আহ্' ভয়াবহ পরিণাম ডাকিয়া আনে। বোবা মুরগী সমূহকে কষ্ট দেওয়ার ফলে জগতবরেণ্য বুযুর্গ ও চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদের ক্বলবের যমীনে ঊর্দ্ধ জগত হইতে এলেমের বারিপাত যদি ব্যাহত হইতে পারে, তাহা হইলে যাহারা আশরাফুল-মাখলূকাত মানুষকে জ্বালাতন করে, তাহাদের পরিণাম কিরূপ হইতে পারে ?একদা হযরত থানবী (রঃ)-এর বিবি সাহেবা কোথাও বেড়াইতে গিয়াছিলেন। যাওয়ার সময় তাঁহাকে বলিয়া গিয়াছিলেন ঃ সকাল বেলা মুরগীর খোপের দরজা খুলিয়া দিয়া কিছু দানা-পানি খাইতে দিবেন। হযরত তাহা ভুলিয়া গিয়া সকাল বেলা তিনি পবিত্র কুরআনের তাফ্সীর 'বয়ানুল কোরআন' লিখিবার জন্য বসিলেন। কিন্তু, এলেম ও মারেফাতের সমস্ত দরিয়াই শুকাইয়া

গেল। না তাফসীর লেখা সম্ভব হইতেছে, না মুরীদানের প্রেরিত পত্রাবলীর একটি মাত্র জবাবও লিখিতে পারিতেছেন।

তিনি আল্লাহ্‌র নিকট দোআ করিলেন, আয় আল্লাহ্, ক্বলবের মধ্যে এলেমের আগমন আজ কেন যে বন্ধ হইয়া গেল? হয়তঃ আমার কোন ত্রুটি হইয়া গিয়াছে। দয়া করিয়া আমার অন্তরে তাহা উদ্ভাসিত করিয়া দিন, যাহাতে আমি উহার সংশোধন করিয়া লইতে পারি। আল্লাহ্‌পাক তাঁহার অন্তরে এল্‌হাম করিলেনঃ হে আশরাফ আলী, তোমার বাকশক্তিহীন মুরগীগুলি দানা-পানি ব্যতীত খাঁচায় বন্দী রহিয়াছে। আমার মাখলূককে কষ্টের হালতে রাখিয়া তুমি এলেম ও হেদায়াতের কথা লিখিবে, তাহা কিভাবে সম্ভব? হযরত থানবী দৌড়াইয়া গিয়া মুরগীর খোপ খুলিয়া দিলেন এবং দানা-পানি খাইতে দিলেন। বস্, ইহার পরপরই তাঁহার অন্তর খুলিয়া গেল এবং অন্তরের ভিতর এলেম ও হেদায়াতের বাণী ঢেউ খেলিতে লাগিল।

জানোয়ারকে কষ্ট দেওয়াও যুলুম

নবীকরীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ফরমাইয়াছেন ঃ তোমরা তোমাদের জানোয়ারের পিঠকে মিম্বর বানাইও না। (আবূ দাউদ ১ম খণ্ড, ২৪৭ পৃঃ)।

অর্থাৎ জানোয়ারের পিঠে আরোহণের পর কাহারও সহিত কথা-বার্তার প্রয়োজন হইলে উহার উপর বসিয়া-বসিয়া আলাপ করিওনা, বরং নীচে নামিয়া লও। কারণ, উট-ঘোড়া প্রভৃতিকে সফরের জন্য সওয়ারী স্বরূপ দান করা হইয়াছে, উহাদের পিঠে বসিয়া আলাপ-আলোচনা করার জন্যে নয়। দেখুন, ইসলাম জানোয়ারদের প্রতিও কিরূপ দয়া ও সহানুভূতির হুকুম দিয়াছে, উহাদিগকে অনর্থক কষ্ট দিতে নিষেধ করিয়াছে। অতএব, খুব গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখুন যে, যাহারা স্ত্রীকে কষ্ট দিতেছে, নির্যাতন করিতেছে, তাহারা কি ভয়াবহ আযাব খরিদ করিতেছে, কি করুণ পরিণতির দিকে অগ্রসর হইতেছে।

উৎকৃষ্ট ঐ ব্যক্তি যে পরিবার-পরিজনের সহিত সদাচারী

দয়ার সাগর হযরত নবীকরীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন ঃ

اَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ اِيْمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ

لِنِسَائِهِمْ -مشكوة صـ٢٨٢

তোমাদের মধ্যে যাহার চরিত্র বেশী সুন্দর, সে-ই বেশী কামেল ঈমানের অধীকারী। এবং তোমাদের মধ্যে উৎকৃষ্ট সেই ব্যক্তি যে নিজের পরিবার-পরিজনের সহিত উৎকৃষ্ট ব্যবহার করে। আর পরিবার-পরিজনের সহিত উৎকৃষ্ট ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমি তোমাদের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট।

বুঝা গেল যে, সচ্চরিত্রবান হওয়ার মাপকাঠি হইল নিজের পরিবার- পরিজনের সহিত সদাচার, শিষ্টাচার, সুন্দর কথন ও মার্জিত আচরণ করা।

স্ত্রীলোকেরা উত্তম স্বামীর উপর প্রবল হইয়া থাকে

আল্লামা আলূসী (রঃ) তাফসীরে-রূহুল-মাআনীতে একটি রেওয়ায়েতে উল্লেখ করিয়াছেন যে, হুযূর-পোরনূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ফরমাইয়াছেন ঃ

يَغْلِبْنَ كَرِيْمًا وَ يَغْلِبُهُنَّ لَئِيْمٌ (روح المعانى ج٥ صـ١٤)

যে সকল স্বামী সদাচারী, উত্তম ব্যবহারকারী হয়, তাহাদের স্ত্রীগণ তাহাদের উপর জয়ী ও প্রবল হইয়া থাকে।

এখানে জয়ী ও প্রবল হওয়ার অর্থ, জেদ ধরা, অভিমান করা, কড়া কড়া কথাবার্তা বলিয়া ফেলা ইত্যাদি। বস্তুতঃ এরূপ জেদ-অভিমানের অধিকারও তাহাদের আছে। নবীকরীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলিতেন, হে আয়েশা, তুমি যখন আমার উপর নারাজ থাক, ক্ষেপিয়া থাক, আমি তাহা বুঝিয়া ফেলি। হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আন্হা বলিলেন,ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমার মা-বাপ আপনার উপর কোরবান হউক, আপনি তাহা কিভাবে বুঝিতে পারেন ? হুযূর বলিলেন, তুমি যখন নারাজ থাক তখন তুমি এরূপ বল যে, হযরত ইবরাহীমের রব্বের কসম। আর যদি খুশী থাক তাহা হইলে বল ঃ হযরত মুহাম্মদের রব্বের কসম। (বোখারী, ২য় খণ্ড, ৭৮৭ পৃঃ)

ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, স্বামীর সহিত ক্ষেপিয়া যাওয়া, জেদ-খেদ ও অভিমান করার হক ইহাদের আছে। হাদীস শরীফের বাক্যগুলির দিকে লক্ষ্য করুন ঃ يَغْلِبْنَ كَرِيْمًا وَ يَغْلِبُهُنَّ لَئِيْمٌ "স্ত্রীগণ নেক্চরিত্র, ভদ্র-শিষ্ট স্বামীর উপর প্রবল থাকে, আর বদ-চরিত্র, অশিষ্ট-অভদ্র ব্যক্তিরা স্ত্রীদের উপর প্রবল থাকে।"

আমি কোন-কোন এলাকা সম্পর্কে এরূপ খবর পাইয়াছি যে, স্ত্রীর মনে স্বামীর প্রতি ভয়ভীতি পয়দা করার জন্য প্রথম রাত্রে স্ত্রীকে খুব মারধর করা হয়। আস্তাগ্‌ফিরুল্লাহ্, কী মূর্খতা! কত বড় যুলুম! কিরূপ জঘন্য রসম-রেওয়াজ! আল্লাহ্ আমাদের সকলকে হেদায়াত নসীব করুন।

হুযূর-পোরনূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন ঃ

فَأُحِبُّ اَنْ اَكُوْنَ كَرِيْمًا مَغْلُوْبًا وَلَا اُحِبُّ اَنْ اَكُوْنَ لَئِيْمًا

غَالِبًا -روح المعانى ج٥ صـ١٤

অর্থ ঃ 'আমি ইহা ভালবাসি যে, স্ত্রীরা আমার উপর জয়ী ও প্রবল থাকুক, আর আমি দুর্বল-পরাজিত কিন্তু নম্র-ভদ্র থাকি। অভদ্র ও দুশ্চরিত্র হইয়া তাহাদের উপর প্রবল থাকিতে চাইনা।'

বোখারী শরীফের এক হাদীসে আছে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ফরমাইয়াছেন, মেয়েলোকদিগকে বাঁকা হাড্ডি হইতে সৃষ্টি করা হইয়াছে। অতএব, যদি তোমরা ইহাদের দ্বারা উপকৃত হইতে চাও তবে ইহাদের এই বক্র অবস্থার ভিতর দিয়াই তাহা করিতে হইবে। আর যদি ইহাদিগকে সোজা করিতে যাও তবে একেবারে ভাঙ্গিয়া যাইবে। অর্থাৎ বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটিয়া যাইবে। (বোখারী, ২য়, খণ্ড, ৭৭৯ পৃঃ)

দেখুন, সেই টেড়া হাড্ডির দ্বারা সৃষ্ট মেয়ে মানুষগণ আজ আমাদের কত বড় উপকারে আসিতেছে। সৃষ্টিগতভাবে ইহাদের মধ্যে যে বক্রতাটুকু বিদ্যমান আছে, তাহা সহ্য করিতে হইবে। বেশী সোজা করিতে গেলে সর্বনাশ ঘটিয়া যাওয়ার আশংকা রহিয়াছে। পক্ষান্তরে, ইহাদিগকে যদি মায়া-দয়া ও ভালবাসা দাও, হৃদ্যতাপূর্ণ ব্যবহার কর, তাহা হইলে তোমাদের সংসারজীবন 'বেহেশতী জীবনে' পরিণত হইবে।

স্ত্রীকে ক্ষমা করার ফলে আল্লাহ্পাকের ক্ষমা লাভ

হযরত থানবী বলেন, পূর্বোল্লেখিত যে মেয়েলোকটি তরকারীতে মাত্রাতিরিক্ত

লবণ দিয়া ফেলিয়াছিল, তাহার স্বামী মনে-মনে ভাবিলেন যে, আয় খোদা, হাতের কাজ, লবণ বেশী পড়িয়া গিয়াছে, বিবি তাহা টের করিতে পারে নাই। আমারই কোন মেয়ে যদি এমন কাজ করিয়া ফেলিত তবে নিশ্চয় আমি ইহাই কামনা করিতাম যে, জামাতা যেন তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেয়। আয় আল্লাহ্, সে আমার স্ত্রী, কিন্তু আপনার বান্দী। আপনার সাথেও উহার সম্বন্ধ আছে। অতএব, আপনার সন্তুষ্টি লাভের জন্য আমি তাহাকে মাফ করিয়া দিলাম।

স্ত্রীদের পক্ষে স্বয়ং আল্লাহ্র সুপারিশ

হযরত মাওলানা থানবী (রঃ) বলেন, বড়ই বেহায়া-বেগায়রত ঐ সমস্ত লোক যাহারা স্ত্রীদের ব্যাপারে আল্লাহ্পাকের সুপারিশকে পর্যন্ত গ্রাহ্য করিতেছেনা। একজন ডিআইজি কিংবা একজন কমিশনারও যদি এরূপ সুপারিশ লিখিয়া পাঠায় যে, হে অমুক, তুমি তোমার বিবির প্রতি সুনজর রাখিও, তাহা হইলে এই সুপারিশ পালনের জন্য আমরা আমাদের বিবিদের প্রতি কত বেশী যত্নবান হইব? অথচ, আল্লাহ্পাক স্বয়ং তাহার বান্দীগণের পক্ষে সুপারিশ করিয়া বলিতেছেন ঃ

عَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ

অর্থ ঃ তোমরা তোমাদের বিবিদের সহিত সদাচার-সুন্দর ব্যবহারের সহিত জীবন যাপন করিও।'

আল্লাহ্পাকের এই সুপারিশ পালনে আমরা কে কতটুকু যত্নবান হইয়াছি ? নাকি অবহেলা করিতেছি ? প্রত্যেকে নিজের দিকে নজর করিলেই আমরা তাহা বুঝিতে পারিব।

উক্ত ক্ষমাকারী স্বামীর চিরস্থায়ী ক্ষমা লাভ

যাহাই হউক, উক্ত স্বামী মনে-মনে তাহার স্ত্রীকে ক্ষমা করিয়া দিল এবং তাহার ও তাহার আল্লাহ্র মাঝেই ইহার মীমাংসা হইয়া গেল। বিবিকে সে কিছুই বলিল না। হযরত থানবী বলেন, লোকটির ইন্তেকালের পর এক বুযুর্গ তাহাকে স্বপ্নে দেখিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আল্লাহ্পাক তোমার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন ? লোকটি বলিল, হুযূর, খুব কঠিন বিপদের সম্মুখীন হইয়া গিয়াছিলাম, অসংখ্য পাপের হিসাব আমার সম্মুখস্থ করা হইয়াছিল। কিন্তু আল্লাহ্পাক বলিলেন,

আমার এক বান্দী তরকারীর মধ্যে পরিমাণের বেশী লবণ দিয়া ফেলিয়াছিল। তুমি আমার বান্দীর কসূর ক্ষমা করিয়া দিয়াছিলে। যাও, তাহার বিনিময়ে আজ আমিও তোমাকে ক্ষমা করিয়া দিলাম।

গোস্বার আগুন হযম করিয়া আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ

বন্ধুগণ, গোস্বাকে হযম করা মস্ত বড় মোজাহাদা, বড় রকমের একটা সাধনা। কারণ, গোস্বা হইল একটা আগুন, উহাকে প্রতিহত করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য বিষয়। ফলে, এই মোজাহাদার ছাওয়াব এবং পুরস্কারও তেমনই বিরাট। কারণ, মোজাহাদা পরিমাণ মোশাহাদা হাসিল হয়, অর্থাৎ কষ্ট পরিমাণ নৈকট্য মিলে। কোন কোন বান্দা এতটুকু মোজাহাদার বদৌলতে বিরাট বড় কারামত ও বুযুর্গী লাভে ধন্য হইয়াছেন।

ওলীদের কারামত বরহক

ওলীআল্লাহ্‌দের কারামত বরহক এবং ইহা ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসের অংশ।

كَرَامَاتُ الْاَوْلِيَاءِ حَقٌّ

'আউলিয়াদের কারামত হক'।

এজন্যই আউলিয়াগণের কারামত অস্বীকার করা শক্ত গোমরাহী এবং দ্বীন-ঈমানের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। অবশ্য, কারামত ওলীআল্লাহ্‌দের এখতিয়ারাধীন বিষয় নয়। নিজ ইচ্ছামত কারামত প্রকাশের ক্ষমতা তাহাদের নাই। বরং আল্লাহ্‌পাক যখন ইচ্ছা করেন, তাহার কোন মাকবূল বান্দাকে কারামত প্রদান করেন এবং আপন ইচ্ছামতই তাহার মাধ্যমে তাহা প্রকাশ করেন। কারামত বান্দার কাজ নয় বরং সম্পূর্ণতঃই মা'বূদের কাজ এবং তাহারই কুদরতের বিকাশ।

বোখারী-শরীফে বর্ণিত এক ওলীআল্লাহ্‌র কারামত

হযরত ইমাম বোখারী (রহ্ঃ) 'বাবুল-কাফালাহ্' -এর মধ্যে আউলিয়া গণের কারামত সম্পর্কিত একটি হাদীস উল্লেখ করিয়াছেন। উক্ত কারামতের বর্ণনাকারী স্বয়ং নবীকরীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম। লক্ষ্যণীয় যে, এত বড় একজন পয়গম্বর কোন এক উম্মতের জনৈক সদস্যের কারামত বর্ণনা করিতেছেন। (ইহা

দ্বারা কারামতের গ্রহণযোগ্যতা ও মর্যাদা প্রমাণিত হইতেছে।) হুযূর বলেন, বনী-ইসরাঈলের মধ্যে কোন এক মকবূল বান্দা তথা একজন ওলীআল্লাহ্ লোক ছিলেন। তিনি তাহার প্রয়োজনের তাগিদে জনৈক ব্যক্তির নিকট এক হাযার দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) কর্য চাহিলেন। করয্দাতা বলিল, আমাদের এই লেনদেনের সাক্ষী হইবে কে ? তিনি বলিলেন ঃ

كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا

অর্থ ঃ 'সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট, আর কোন সাক্ষীর প্রয়োজন নাই।'

করয্দাতা বলিল, ঠিক আছে। তবে একজন যিম্মাদার পেশ করুন, যাহাতে আপনি যদি করয্ পরিশোধ না করেন তবে আমি যেন তাহার নিকট হইতে আমার পাওনা উশূল করিতে পারি। তিনি বলিলেন ঃ

وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا

অর্থ ঃ 'যিম্মাদার হিসাবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।'

সে বলিল, বে-শক্, আপনি ঠিকই বলিয়াছেন। অতঃপর সে তাহাকে এক হাযার দীনার করয স্বরূপ প্রদান করিল। উক্ত মকবূল বান্দা তাহা লইয়া দরিয়ার ওপারে চালিয়ে গেলেন এবং নিজের প্রয়োজন পুরা করিলেন।

অতঃপর একদা করয পরিশোধের নির্ধারিত তারিখে তিনি দরিয়ার পাড়ে আসিলেন। কিন্তু কোনও যানবাহন না পাওয়ার দরুণ খুবই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। অপেক্ষা করিতেছিলেন যে, দেখি, কোন নৌকা মিলিয়া যায় কিনা। শেষ পর্যন্ত কোন ব্যবস্থাই আর হইল না। অগত্যা তিনি একটি মোটা কাঠের ভিতর গর্ত খুঁড়িয়া উহার মধ্যে এক হাযার দীনার রাখিলেন এবং পেরেক গাড়িয়া শক্তভাবে মুখ বন্ধ করতঃ আল্লাহ্র উপর ভরসা করিয়া দরিয়ায় নিক্ষেপ করিলেন। আর পরম করুণাময়ের দরবারে দোআ করিলেন, হে আল্লাহ্, আপনি ত জানেন যে, আপনার অমুক বান্দার নিকট হইতে আমি করয আনিয়াছিলাম। অদ্য আমি যানবাহনের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিলাম। আমার তাবৎ চেষ্টা-তদবীরই ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। আয় আল্লাহ্, আমি যে এক 'কুদরতী বাহক' দরিয়ার ভিতর নিক্ষেপ করিলাম, আপনি

ইহাকে সহীহ্-সালামতে-নিরাপদে সেই করয্দাতার নিকট পৌঁছাইয়া দিন। অতঃপর ঐ বিরাট কাষ্ঠখানা বাতাসের ধাক্কায় সম্মুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। বুঝ-বুদ্ধিহীন এ কাষ্ঠ অন্য কোথাও ত চলিয়া যাইতে পারিত। কিন্তু, মহান আল্লাহ্র কত বড় কুদরত এবং তাহার ওলীর কী বিস্ময়কর কারামত যে, উহা ঠিক ঠিক ভাবে ঐ ব্যক্তিরই বস্তির সন্নিকটে গিয়া পৌঁছিল।

ঐদিকে করযদাতা অপেক্ষায় ছিল যে, হয়তঃ কোন নৌকা তাহার পাওনা বহন করিয়া আনিতেছে। হঠাৎ দেখিতে পাইল, একখানা মোটা কাঠ ভাসিয়া আসিতেছে। সে তাহা তুলিয়া লইয়া গেল। ভাবিল, আমার বিবির রান্না-বান্নার জন্য ইহা আল্লাহ্-প্রেরিত সাহায্য। বাড়ীতে নিয়া কুড়াল দ্বারা আঘাত করার সাথে সাথে উহার মধ্য হইতে এক হাযার দীনার বাহির হইল। উহার মধ্যে একটি পত্রও ছিল যাহাতে লেখা ছিল ঃ হে অমুক ব্যক্তি, কোন যানবাহন না পাওয়ার দরুণ অগত্যা আমি আল্লাহ্র উপর ভরসা করিয়া এইভাবে তোমার 'পাওনা' প্রেরণ করিলাম।

এদিকে উক্ত বুযুর্গ উল্লেখিত কুদরতী পন্থায় দীনার প্রেরণের কিছুক্ষণ পরেই একটি নৌকা পাইয়া আরও এক হাযার দীনার সঙ্গে লইয়া রওয়ানা হইয়া গেলেন। কারণ, পূর্ব প্রেরিত দীনার সঠিক গন্তব্যে না-ও-তো পৌঁছিতে পারে। তাই, তিনি সেই প্রাপকের নিকট উপস্থিত হইয়া ফের এক হাযার দীনার পেশ করিলেন। সে বলিল, আপনি ত পূর্বেই পাঠাইয়া দিয়াছেন। এবং কাঠের মধ্য হইতে এক হাযার দীনার কিভাবে তাহার হস্তগত হইল, সম্পূর্ণ ঘটনা তাঁহাকে খুলিয়া বলিল। বুযুর্গ খুব খুশী হইলেন এবং কৃতজ্ঞমনে আল্লাহ্পাকের এই রহমত, কুদরত ও কারামতের শোকর আদায় করিতে করিতে পরবর্তী এক হাযার দীনার সহ বাড়ী ফিরিয়া গেলেন। (বোখারী, ১ম খন্ড, ৩০৬ পৃঃ)

ওলীর জন্য কারামত জরুরী নয়

ইহা দ্বারা বুঝা গেল যে, ওলীআল্লাহ্দের কারামত কত বড় বরহক্ জিনিস। তবে, ওলী হইলেই যে কারামত থাকিতে হইবে তাহা নহে। ওলী হওয়ার জন্য কারামাত থাকা বা কারামত প্রকাশ করা আদৌ যরুরী নহে। কিছু সংখ্যক বোকা লোকের ধারণা এই যে, ওলী হইতে হইলে তাহার মধ্যে কারামত বা অলৌকিক ক্ষমতা অবশ্যই বিদ্যমান থাকিবে। ওলীর জন্য তাক্ওয়া-খোদাভীতি, সুন্নতের

এত্তেবা (অনুসরণ) এবং শরীঅতের এত্তেবা করা জরুরী। এমনকি, ওলীদের পক্ষ হইতে সাময়িক কোন বিচ্যুতি ঘটিয়াও যাইতে পারে। অবশ্য, তিনি যদি প্রকৃত ওলী হইয়া থাকেন তবে সেই বিচ্যুতির যথাযথ সংশোধন অবশ্যই তিনি করিবেন এবং ক্ষমা চাহিয়া ক্ষমা করাইয়া লইবেন। নিশ্চয় তিনি আল্লাহ্পাকের দরবারে তওবা-এস্তেগফার করিবেন।

হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রঃ) এর শ্রেষ্ঠ কারামত

এক ব্যক্তি দশ বৎসর যাবত হযরত জুনাইদ-বাগদাদী (রঃ)-এর দরবারে পড়িয়া ছিল। কিন্তু, তাহার ধারণা মতে সে তাঁহার মধ্যে কোনও কারামত দেখিতে পায় নাই। শূন্যে উড়িতে দেখে নাই, বিনা যানে পানির উপর হাটিতে দেখে নাই, ইত্যাদি। ফলে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যাইতেছিল। বিদায় বেলা আরয করিল, হুযূর, সুদীর্ঘ এই দশটি বৎসরের মধ্যে কখনও আপনার কোন কারামত দেখিলাম না। তাই আজ ব্যর্থমনে ফিরিয়া যাইতেছি। হযরত জুনাইদ বলিলেন, হে মিয়া, শোন, দশ বৎসরের মধ্যে কখনও শরীঅতের খেলাফ, সুন্নতের খেলাফ কোন একটি কাজও করিতে দেখিয়াছ আমাকে ? সে বলিল, জ্বীনা, তা কখনও দেখি নাই। অতঃপর তিনি বেদনা ভারাক্রান্ত এক 'আহ্' শব্দ করিলেন। বলিলেন, হায়! যে গোলাম সুদীর্ঘ দশ বৎসর কালের মধ্যে এক মুহূর্তের জন্যও তাহার মালিককে নারাজ করে নাই, সেই গোলামের মধ্যে কোন কারামতই তুমি দেখিতে পাইলে না ? বল, ইহার চাইতে (সুন্নত-শরীঅতের উপর অটল থাকার চাইতে) বড় কারামত তুমি আর কি দেখিতে চাও ?

হযরত মোল্লা আলী কারী (রঃ) বলেন ঃ

اَلْاِسْتِقَامَةُ فَوْقَ اَلْفِ كَرَامَةٍ

অর্থ ঃ সুন্নত-শরীঅতের উপর এস্তেকামত (দৃঢ়তা-অটলতা) এক হাযার কারামত অপেক্ষা উত্তম। শরীঅতের উপর অটলতা হাজার কারামতের চেয়ে বড় জিনিস।

স্ত্রীর জ্বালাত্ন সহ্য করার ফলে সুউচ্চ মর্তবা লাভ

আচ্ছা, আমি বলিতেছিলাম যে, গোস্বাকে দমন-সংবরণ এবং আল্লাহ্র মাখলূকের দেওয়া কষ্ট-তকলীফ সহ্য করণের ফলে আল্লাহ্পাক তাহার কোন-কোন

বান্দাকে মস্ত বড় মর্তবা ও বুযুর্গী প্রদান করিয়াছেন। হযরত শাহ্ আবুল-হাসান খেরকানী (রঃ) বাঘের পিঠে সওয়ার হইতেন। জঙ্গল হইতে কাঠ কাটিয়া বাঘের পিঠে বোঝা তুলিয়া দিতেন। বাঘ কখনও এদিক-সেদিক করিলে লাঠি স্বরূপ একটি সাপের দ্বারা উহাকে আঘাত করিতেন। এক ব্যক্তি তাঁহার হাতে মুরীদ হওয়ার নিয়তে সুদূর খোরাসান হইতে খেরকানে গমন করিল। তাঁহার বাড়ীত গিয়া তাঁহার বিবি সাহেবার নিকট তাঁহার সম্পর্কে জানিতে চাহিল। বিবি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার এত দূরে আগমনের উদ্দেশ্য কি? সে বলিল, হুযূরের নিকট মুরীদ হইতে আসিয়াছি। বিবি বলিলেন, লা-হাওলা ওালা-কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্, এই পীরের হাল-হাকীকত এই জগতে আমার চাইতে বেশী জানিবে কে ? আমি তাহার দিন-রাতের সঙ্গীনি। সে ত একটা দাগাবাজ ছাড়া আর কিছু না। কিভাবে তুমি তাহার ফাঁদে পড়িয়া গেলে ? তোমার মাথার মধ্যে বিবেক-বুদ্ধি বলিতে কিছু আছে? নাকি বিবেক-বুদ্ধির মাথা খাইয়া ফেলিয়াছ ? এভাবে তিনি যতসব উদ্ভট কথাবার্তা বলিয়া চলিলেন, যাহা শুনিয়া বেচারা আগন্তুক কাঁদিয়া খুন হইতে লাগিল যে, হায়, কি সর্বনাশ করিলাম ? আমার হাযার মাইলের এই কষ্টকর সফর বুঝি সম্পূর্ণ বৃথা গেল ? মহল্লাবাসীগণ তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল, পীর সাহেবের বিবি খুবই তেজ-মেযাজ। অতএব, খবরদার, তুমি যেন হুযূরের প্রতি কোনরূপ বদ্‌গুমানী না কর। যাও, মাননীয় হুযূর সম্ভবতঃ অমুক পথ দিয়া জঙ্গল হইতে জ্বালানি-কাঠ নিয়া আসিতেছেন।

লোকটি আগাইয়া গিয়া বিস্ময়-বিমূঢ় হইয়া দেখিতেছে, হযরত আবুল-হাসান খেরকানী বাঘের পিঠে সওয়ার হইয়া তশরীফ আনিতেছেন। হযরত মাওলানা জালালুদ্দীন রূমী (রঃ) বলেন, পীর সাহেব কাশ্‌ফ যোগে জানিতে পারিয়াছিলেন যে, আগন্তুক আমার স্ত্রীর কটুভাষা শ্রবণে মর্মাহত হইয়া এখন আমার খোঁজে এইদিকে আসিতেছে। তিনি হাসিয়া বলিলেন, কি ভাই, তোমাকে যেন বিষণ্ন দেখা যাইতেছে, ? কি ব্যাপার ? লোকটি বলিল, হুযূর, আপনার গৃহিণী ত অত্যন্ত কড়া মেযাজী। কেন যে আপনি এমন একটা মেয়েলোকের সহিত বিবাহ করিয়াছেন ? হযরত খেরকানী মুরীদের এই প্রশ্নের কি জবাব দিয়াছিলেন তাহা হযরত রূমীর যবানে শ্রবণ করুন ঃ

گر نہ صبرم می کشید ے بار زن
کے کشیدے شیر نر بے گار من

অর্থাৎ হযরত খেরকানী তাহাকে বলিলেন, হে বন্ধু. শোন, স্ত্রীর এই জ্বালাতন ও কটু আচরণের উপর সবরের ফলেই তো আল্লাহ্‌পাক আমাকে এত বড় মর্তবা নসীব করিয়াছেন। যদি আল্লাহ্‌র বান্দীর এই জ্বালাতন-নির্যাতন আমি সহ্য না করিতাম তাহা ইলে কি করিয়া এই নর বাঘ আমার লাকড়ীর বোঝার বেগার খাটিত ? আমার হুকুম তামিলে বাধ্য হইত ?

আল্লাহ্‌পাক যাকে কোন বিশেষ নেআমত প্রদান করেন, তাহাকে কোন না কোন কষ্ট সহাইয়া নেন

বস্তুতঃ ইহাই আল্লাহ্‌পাকের সাধারণ নিয়ম যে, তিনি যদি কাহাকে কোন নেআমত প্রদান করিতে চান তবে তাহার দ্বারা কিছু মুজাহাদা ও সাধনা করান এবং কষ্ট-তকলীফের কিছু আঁচড় সহাইয়া নেন।

এক বুযুর্গ ছিলেন হযরত মির্যা মাযহার জানে-জানাঁ (রহঃ)। উচ্চ মর্তবা সম্পন্ন এই বুযুর্গ অত্যন্ত নাযুক-মেযাজের ছিলেন। একবার দুশমন তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলি বর্ষণ করয়াছিল। অতঃপর এক ব্যক্তি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, হুযূর, শরীরটা কেমন বোধ করিতেছেন ? তিনি বলিলেন, গুলীর আঘাত জনিত কোন কষ্ট ত আমার অনুভব হইতেছেনা। তবে, উহার গন্ধকের দুর্গন্ধ সহ্য করা খুবই কষ্টকর হইতেছে।

তিনি দিল্লীর জামে মসজিদে নামায আদায় করিতেন। নামায শেষে ফিরিবার পথে রাস্তার মধ্যে টেড়া-বাঁকা অবস্থায় কোন খাট-পালঙ্ক ইয়্যাদি পড়িয়া থাকিতে দেখিলে তাঁহার মাথা-বেদনা আরম্ভ হইয়া যাইত। লেপের ফিতা যদি বাঁকা-বেঠিক অবস্থায় লাগানো হইত তবে সারাটা রাত্র নিদ্রাহারা হইয়া পড়িয়া থাকিতেন, কিছুতেই তাঁহার ঘুম আসিতনা।

তদানীন্তন দিল্লীর সম্রাট একবার তাঁহার দরবারে হাযির হইয়াছিলেন। সম্রাট পানি পান করিয়া পান-পাত্রটি সুরাহীর মুখে বাঁকা অবস্থায় রাখিয়া দিলেন। বস্, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মাথা-বেদনা শুরু হইয়া গেল। এক পর্যায়ে সম্রাট বলিলেন, হুযূর, আপনার জন্য আমি একজন খাদেম দিতে চাই। উত্তরে তিনি বলিলেন, মিয়া, এতক্ষণ যাবত ত নীরব ছিলাম। এখন আর মুখ না খুলিয়া পারিলাম না। পানি পান করিয়া পানপাত্রটি তুমি সুরাহীর মুখে বাঁকা করিয়া রাখিয়া দিয়াছ, আর সেজন্য আমি

মাথাবেদনায় আক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি। বল, তোমার মত এরূপ মানুষের দেওয়া খাদেম আমি কিরূপে গ্রহণ করিব ? তুমি যেমন, তোমার খাদেমও ত ঠিক তেমনই হইবে ?

আল্লাহ্‌পাক এই মির্যা মাযহার জানে-জানাঁ (রহঃ)-কে এল্‌হাম-যোগে অবহিত করিলেন যে, হে মাযহার, দিল্লীতে উগ্র-মেযাজী, দুরাচারীণি, কটুভাষিণী এক মহিলা আছে। তুমি যদি তাহাকে বিবাহ কর, আমার তরফ হইতে বিশ্বময় তোমার সুখ্যাতির ডঙ্কা বাজাইয়া দেওয়া হইবে।

আল্লাহ্‌পাক স্বীয় ওলীদের অন্তরে এল্‌হাম করিয়া থাকেন। মুজাদ্দিদে- মিল্লাত হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, আওয়ায ত হয়না, কোন শব্দ ত শুনিনা, তবে অন্তঃকরণে সদা-সর্বদাই এরূপ শব্দহীন কালাম চলিতে থাকে যে, ইহা কর, ইহা করিওনা, এরূপ কর, এরূপ করিওনা। মাওলা যে কথা বলেন, সেই কথার কোন স্বর নাই, সুর নাই, কোন শব্দ নাই। হযরত খাজা সাহেব (রহঃ) বলেন ঃ

تم سا کوئی ہمدم کوئی دمساز نہیں ہے

باتیں تو ہیں ہردم مگر آواز نہیں ہے

ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے

معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے

অর্থ ঃ 'মাওলা ! তোমার মত এমন বন্ধু, এমন পরম সাথী আর নাই। তোমার-আমার মধ্যে কথোপকথন ত সর্বক্ষণই চলিতেছে, কিন্তু, একদম নীরবে, নিঃশব্দ ভাবে। তোমার-আমার মধ্যকার গোপন তার ও গোপন যোগাযোগ সম্পর্কে তুমি-আমিই শুধু অবগত। আমরা দুইজনের এই গোপন ভেদ সম্বন্ধে আর কাহারও কোন খবর নাই।

হযরত মির্যা মায্‌হার (রঃ) আল্লাহপাকের এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া আল্লাহ্‌র পছন্দ করা সওদা খরিদ করিলেন। কেন করিবেন না ? আল্লাহ্‌র ওলীগণ ত সর্বক্ষণই

আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি, আল্লাহ্‌র রেযামন্দি লাভের জন্য জান-প্রাণ সব কোরবান করার পথ খুঁজিতে থাকেন।

ان کی مرضی پر مری قربان جاں

الله الله میں تھا اس قابل کہاں

جو تو مشتری ھے تو اے جان عالم

به نوك سنانت جگر مي فرو شم

به تیغ ادائے تو سر می فروشم

অর্থ ঃ "মাওলার জন্য আমার জান্ কোরবান। মাওলাকে পাওয়ার জন্য, মাওলার মর্যির উপর জান্-প্রাণ সব কোরবান করিয়া দেওয়ার জন্য আমার মনটা সদা পাগলপারা। বুকের মধ্যের প্রাণটাকে বিলাইয়া দিবার সাধে দিবারাত আমি পাগল মনে ঘুরিয়া ফিরিতেছি। আহা, ইহা যে আমার কত বড় ইয্যত, কত বড় সৌভাগ্য ! হায়, এত বড় নেআমতের উপযুক্ত কি আমি ছিলাম ? কিন্তু তবু, দয়াময় মাওলা দয়াপরবশ হইয়া তাহার মর্যির খাতিরে নিজের জান্ কোরবান করার মত নেআমত দ্বারা আমাকে ধন্য করিয়াছেন।

হযরত মির্যা মাযহার জানে-জানাঁ (রঃ) এর এক কটুভাষিণীর সহিত বিবাহ বন্ধন

হে আমার জানের জান্, তুমি যদি আমাকে খরিদ করিতে রাযী হও, তবে তোমার তরবারির এক-এক আঘাতের বিনিময়ে আমি আমার কলিজা ছিঁড়িয়া তোমার হাতে তুলিয়া দিব। তোমার প্রাণকাড়া মধুভঙ্গি ও মনোহারা ইঙ্গিত-ইশারার ধারাল তরবারির সম্মুখে আমি মাথা পাতিয়া দিব এবং তোমার তরবারির আঘাতে-আঘাতে আমি খান্‌খান হইয়া যাইব। ইহাই আমার পরম আকাংখা, ইহাতেই আমার প্রাণের শান্তি ও আনন্দ।

হযরত মির্যা মাযহার জানে-জানাঁ (রঃ) দিল্লী-নিবাসিনী উক্ত মহিলাকে বিবাহ করিলেন। একদা তাঁহার দরবারে জনৈক কাবুলী মুরীদের আগমন হইল। তিনি

তাহাকে বলিলেন, যাও। আমার ঘর হইতে আমার জন্য খানা নিয়া আস। লোকটি তাঁহার বাড়ীতে গিয়া আওয়ায দিয়া বলিল, হযরত খানা চাহিয়াছেন, খানা দিন। আর কি ? যেন ঝড় শুরু হইয়া গেল। হযরতকে গালাগালি করিতেছিল আর বলিতেছিল, কেন উনি আরও আগে খানা চাহিয়া পাঠাইলেন না ? এক ঘন্টা যাবত আমি খানা লইয়া বসিয়া আছি। আর উনি কিনা ওখানে ওয়াযের মজলিস জুড়িয়া লোকদিগকে হেদায়াতের মল্‌ফূযাত শুনাইতেছেন ? খুব একটা পীর বনিয়া গিয়াছেন; আবার আমাদিগকে এরূপ কষ্টও দিতেছেন! আল্লাহ্‌র বান্দা-বান্দীদের হক-হুকূকের কোন লেহায-তমীয নাই। উনিই কিনা আবার একটা মহা পীর ? একটা দাগাবাজ, ধোকাবাজ, ইত্যাদি।

কাবুলী ত ক্রোধের আগুনে জ্বলিয়া উঠিয়া ছুরি বাহির করিয়া খুন করিতে উদ্যত হইতেছিল। হঠাৎ খেয়াল হইল, আরে, ইনি যে আমার পীরের বিবি, আমার আম্মাজান। তাই, ছুরিখানা খাপের ভিতর রাখিয়া দিল। আর মুখে শুধু এতটুকুই আরয করিল ঃ আমার পীরের স্ত্রী হইয়া বাঁচিয়া গেলা, অন্যথায় আজ আর কোন রক্ষা ছিলনা, একদম শেষ করিয়া ফেলিতাম।

অতঃপর সে ফিরিয়া গিয়া হুযূরের নিকট আরয করিল, হুযূর, এমন একটা কর্কশভাষী, কড়া-মেযাজী মহিলাকে আপনি কেন বিবাহ করিয়াছেন? হযরত বলিলেন, আরে বেওকূফ, সমগ্র জগত জুড়িয়া মায্‌হারের যে ডঙ্কা বাজিতেছে, তাহা ত এই মেয়েলোকটিরই বরকতে, ইহারই উসীলাতে। আমি ইহার সকল যাতনা-যন্ত্রণা নীরবে সহ্য করি, সবর করি। আল্লাহ্‌পাক আমাকে এস্তেকামতের সহিত সবর করিবার তওফীকও দান করিয়াছেন। এবং সেই সবরের বদৌলতেই তিনি আমাকে এত বড় দৌলত নসীব করিয়াছেন। ইহার ফলেই ত আজ জগতময় আমার এশ্‌ক্ ও ইয্‌যতের ডঙ্কা বাজিতেছে।

এস্তেকামত বড় দৌলত

বন্ধুগণ, ঈমান আনার পর আল্লাহ্‌র রাস্তায় জমিয়া থাকা বা অটল-অবিচল থাকার নাম এস্তেকামত। আল্লাহ্‌পাক বলেন ঃ

إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا

'যাহারা বলে, আমার রব্ব্ ত আল্লাহ্। অতঃপর তাহারা এই কথার উপর জমিয়া থাকে, অটল থাকে (এস্তেকামত অবলম্বন করে)।'

এস্তেকামত সব চাইতে বড় দৌলত। এমনও বহু লোক আছে যাহারা মুহূর্তে ওলীআল্লাহ্, আবার মুহূর্তের মধ্যে শয়তান। কিছুদিন এমনভাবে চলে যেন দিব্যি একটা ফেরেশতা। হঠাৎ করিয়া যখন নফ্সের খাহেশাত মাথাচাড়া দিয়া উঠে, তখন সব ছাড়িয়া, সবকিছু ভুলিয়া গিয়া শয়তান বনিয়া যায়। যখন ক্রোধের অনল জ্বলিয়া উঠে তখন এতটুকু পর্যন্ত খেয়াল থাকেনা যে, আমি কে আর আল্লাহ্ কে? এই হুশটুকুও বাকী থাকে না যে, একটু আগেই ত আমি কোরআন-শরীফ তেলাওয়াত করিতেছিলাম। রাত্রিবেলা তাহাজ্জুদও পড়িয়াছি, সকালবেলা এশরাক্ও আদায় করিয়াছি। গোস্বার কাছে এমনিভাবে হারিয়া গেল যে, একদম শয়তান বনিয়া গেল; মারধর শুরু করিয়া দিল, মুখের বাঁধ ছুটিয়া গিয়া যথেচ্ছা বকাবকি আরম্ভ করিয়া দিল। ইহাকে শয়তানী কাণ্ড ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে?

গোস্বার আগুন শয়তানের কাণ্ড

কারণ, শয়তান আগুনের দ্বারা সৃষ্ট। আবার হাদীস শরীফে আছে যে. গোস্বাও আগুন হইতেই উৎপন্ন হয়। দেখুন, আল্লামা আলূসী (রঃ) একটি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

اِتَّقُوا الْغَضَبَ فَاِنَّهٗ جَمْرَةٌ تَتَوَقَّدُ فِىْ قَلْبِ ابْنِ اٰدَمَ

অর্থ ঃ 'তোমরা গোস্বা হইতে বাঁচিয়া থাক। কারণ, গোস্বা একটি জ্বলন্ত অঙ্গার যাহা মানুষের অন্তরের ভিতরে জ্বলিয়া উঠে।'

হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম তাঁহার এই উক্তির সপক্ষে দুইটি প্রমাণ পেশ করিয়া বলিতেছেন ঃ

اَلَمْ تَرَوْا اِلٰى انْتِفَاخِ اَوْدَاجِهٖ وَ حُمْرَةِ عَيْنَيْهِ -

روح المعانى ج١ ص٩٥

'তোমরা কি ইহা লক্ষ্য কর নাই যে, গোস্বাগ্রস্ত মানুষের গর্দানের রগ সমূহ ফুলিয়া উঠে এবং তাহার চক্ষুদ্বয় লাল হইয়া যায়?

চোখ দেখিয়াই বুঝা যায় যে, ইহার ভিতর আগুন জ্বলিতেছে। কোথাও যদি আগুন জ্বলিতে থাকে, তবে আয়নার বাহির হইতে সেই আগুনকে লাল-লাল দেখা যায়। অনুরূপ, চক্ষুদ্বয় হইল আয়না স্বরূপ। তাই চোখের আয়নাকে যে লাল-লাল দেখা যাইতেছে তাহা ভিতরকার জ্বলন্ত অঙ্গারেরই প্রতিবিম্ব।

গোস্বার সর্বনাশা কীতি

এখন আপনারা বুঝিতে পারিয়াছেন যে, শয়তান যেমন আগুনের সৃষ্ট, গোস্বাও তদ্রূপ আগুন হইতেই সৃষ্ট। গোস্বার অগ্নি অন্তরের মধ্য হইতেই জ্বলিয়া উঠে। তাই গোস্বার হালতে যেকোন ধরনের শয়তানী কর্মকাণ্ড ঘটিয়া যাওয়াটা অসম্ভব কিছু নহে। গোস্বায় পতিত মানুষের দ্বারা এমনসব কাণ্ড-কীর্তি ঘটিয়া গিয়াছে যাহা আপনারা কল্পনাও করিতে পারিবেন না। গোস্বায় পতিত হইয়া কেহ আল্লাহ্‌কে গালাগালি করিয়াছে, শরীঅতের প্রতি ভর্ৎসনা করিয়াছে। এমনকি, ইসলাম ত্যাগ করিয়া কাফের পর্যন্ত হইয়া গিয়াছে। নাঊযুবিল্লাহ্।

গোস্বাগ্রস্ত মানুষ ক্রোধের বশীভূত হইয়া মা-বাপকে পর্যন্ত মন্দ বলিয়া বসে, নিজের বিবির উপর নির্যাতন করে, সীমালংঘন করে, শাসন করিতে গিয়া সীমা অতিক্রম করিয়া ফেলে, যাহার পরিণামে সে ঐ নির্যাতিত মনের অভিশাপে পতিত হয়। গোস্বা এত খারাপ জিনিস যে, সন্তান তাহার পিতার সঙ্গে, স্ত্রী তাহার স্বামীর সঙ্গে, শাগরেদ তাহার ওস্তাদের সঙ্গে, মুরীদ তাহার পীরের সঙ্গে, উম্মত তাহার নবীর সঙ্গে বেয়াদবী করিয়া বসে। অনেক সময় ইঁহাদের বিরুদ্ধে তর্ক-বচসা, এমনকি যুদ্ধ-বিগ্রহেও লিপ্ত হইয়া যায়। তাই, গোস্বা অত্যন্ত ভয়ানক ব্যাধি। এই ব্যাধির দরুণ অনেক সময় মানুষ নিজের ময়-মুরব্বী এবং বড়দের মায়া-মহব্বত ও সুদৃষ্টি হইতেও বঞ্চিত হইয়া যায়। শাগরেদ যদি ওস্তাদের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় তবে তাহার প্রতি সেই ওস্তাদের স্নেহদৃষ্টি বাকী থাকিতে পারে ?

যেকোন মানুষ তহার বড়দের সহিত আদব-তমীয রক্ষা করিয়া চলিলে অবশ্যই সে তাঁহাদের স্নেহ-মায়া ও দোআ লাভ করিয়া থাকে। আল্লাহ্‌পাক আমাদিগকে তওফীক দিন যেন আমরা আমাদের মুরব্বীদের সম্মুখে একেবারে পানি হইয়া যাইতে পারি, যেন মোমের মত গলিয়া যাইতে পারি। বড়রা যদি আমাদের সহিত কোনরূপ জেদ-খেদ, গোস্বা-অভিমান করেন, তবে আমরা যেন অন্তঃকরণ হইতে তাহা গ্রহণ ও বরণ করিয়া লইতে পারি। অধম আখতারও আপনাদের নিকট এই দোআর দরখাস্ত করিতেছে। (আল্লাহুম্মা আমীন)।

গোস্বার পরিণামে সংসারে আগুন জ্বলিতেছে

বন্ধুগণ, গোস্বা শত শত পরিবার ও সংসার ধ্বংস করিয়া দিয়াছে। এ ধরনের হাজারো ঘটনা রহিয়াছে। কিছুদিন পূর্বে আমি টেণ্ডুজামের সফরে গিয়াছিলাম।

একটি বৃদ্ধলোক আসিয়া বলিতে লাগিল, হুযূর, আমার জামাতা আমার মেয়েকে তিন তালাক দিয়া দিয়াছে। তাহার আটটি সন্তান রহিয়াছে। নবম সন্তান গর্ভে।

একটু লক্ষ্য করুন, কেহ যদি জোয়ান বয়সে এ ধরনের ভুল করিয়া বসে, তখন হয়তঃ বলা যাইতে পারে যে, নির্বুদ্ধিতা ও বোকামী বশতঃ এমন অন্যায় করিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু, যে জামাতা আটটি সন্তানের পিতা, সে ত একজন পরিপক্ক বয়সের মানুষ। পরন্তু, সে তাবলীগেও যাতায়াত করে। এই দুর্ঘটনার ফলে সে হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়া গিয়াছে, প্রায়ই সে অজ্ঞান হইয়া পড়ে। কারণ, ছোট ছোট শিশুগুলি মাকে হারাইয়া দিবানিশি আহাযারী করিতেছে। গোস্বাগ্রস্ত এই ইন্‌সান তখন বুঝিতেই পারে নাই যে, কত বড় সর্বনাশ সে ঘটাইয়া ফেলিতেছে। সবকিছু বিনাশ করিয়া এখন তাহার হুশ ফিরিয়াছে। এখন বলিতেছে, হায়, কী আহাম্মকী করিলাম ? চির সিঙ্গীনি-স্ত্রীকে এমন নিষ্ঠুরভাবে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলাম ? সন্তানেরাও সারাটা জীবন এই কথাই বলিবে আর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিবে যে, হায়, কত বড় যালেম এই বাপ, যেই বাপ এমন বৃদ্ধ বয়সে আমাদের মাকে তালাক দিয়াছে। এ বুড়া মিয়ার সংসারে এখন আগুন আর আগুন জ্বলিতেছে। এমনকি, সে নিজেও হৃদরোগগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু, এখন আক্ষেপ আর বিলাপ করিয়া কি লাভ ? কারণ, পাখী তো ক্ষেত সাবাড় করিয়া নাগালের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে।

বন্ধুগণ, আপনারা বুঝিতে পারিতেছেন যে, গোস্বার বীমারী কত ভয়ংকর, কত মারাত্মক, কত বেশী ক্ষতিকারক বীমারী। অতএব, কাল বিলম্ব না করিয়া এ রোগের চিকিৎসা গ্রহণ করুন। কোন রূহানী-মুরব্বীর হাতে চিকিৎসা করাইয়া লউন। দেখিলেন ত, এই বুড়া মিয়ার কি পরিণতি ঘটিয়াছে ? একটি নয়, দুইটি নয়, নয়টি সন্তান। বড় ছেলে ত রীতিমত চাকুরী করিতেছে। গোস্বা তাহার সম্পূর্ণ সংসার তছনছ করিয়া দিয়াছে। আপনারা কি শুনিতে চান যে, কেন তাহার এই গোস্বা উঠিয়াছিল ? আপনারা হয়তঃ মনে করিতেছেন যে, নিশ্চয় কোন বিরাট ব্যাপার ছিল। ব্যাপারটা শুধু এতটুকু ছিল যে, চাকুরীরত বড় ছেলেটি সেদিন তাহার ডিউটিতে যায় নাই। বাবাজান জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ হে, ডিউটিতে যাও নাই কেন ? ছেলে বলিল, আজ আমার স্বাস্থ্যটা খারাপ লাগিতেছে। আর কি ? এতটুকু শুনিতেই জুতা দ্বারা খুব ধোলাই শুরু করিয়া দিল, আর বলিতেছিল ঃ যতসব চালাকী আর বাহানাবাযী করিতেছিস ?

দেখুন, সে তাহার সন্তানের প্রতি এই যে অনর্থক বদ্‌গুমানী করিল, এই

অধিকার তাহাকে কে দিল ? যে কাহারও সম্পর্কে বদ্‌গুমানী করা শরীঅতের দৃষ্টিতে হারাম।

লক্ষণীয় যে, স্বভাবতঃই মা সন্তানদের প্রতি অধিক স্নেহশীলা হইয়া থাকেন। মায়ের মায়া সকলের চেয়ে বেশী। কারণ, নয়-নয়টি মাস যাবত মা সন্তানকে গর্ভে ধারণ করিয়াছেন, সন্তানের ভারী-বোঝা বহন করিয়া ফিরিয়াছেন। আব্বাজান ত পেটে ধারণ করেন নাই। পরন্তু, মা সন্তানকে দুই-দুইটি বৎসর বুকের দুধ পান করাইয়াছেন, যেই দুধ উৎপন্ন হয় মায়ের দেহের রক্ত হইতে। কাজেই, যে মা নয় মাস যাবত তাহাকে পেটে করিয়া বহন করার মত কষ্ট সহ্য করিয়াছেন, নিজের দেহের রক্ত খাওয়াইয়া কচি শিশুকে বড় করিয়াছেন, সেই মায়ের সম্মুখে তাহার কলিজার টুকরাকে যখন বেদম প্রহার করা হইতেছে, তখন সেই মায়া-ভরা মন কি নিদারুণভাবে কাঁপিয়া উঠেনা ? তাই, মমতাময়ী মা স্বামীর কাছে সুপারিশ করিয়া বলিতে লাগিলেন ঃ 'ওহে স্বামী, দয়া করিয়া আমার দুলালকে তুমি ক্ষমা করিয়া দাও।'

সন্তান যেমন মায়ের সন্তান, তেমনি সে পিতারও সন্তান। কিন্তু মায়ার আতিশয্যে মা অধিকাংশই তাহাকে নিজের দিকে সম্বন্ধ করিয়া 'আমার সন্তান' বলিয়া থাকেন। তাই তাঁহার প্রাণে আগুন ধরিয়া গিয়াছিল যে, হায়, কোন্ অপরাধে আমার বাছাকে এভাবে কসাইর মত পিটাইতেছে ? মায়ের মুখের সুপারিশ শোনার সঙ্গে সঙ্গে সে তেলেবেগুনে হইয়া বলিতে লাগিল ঃ আমি তাহাকে শাসন করিতেছি, আর তুই আসিয়া বিঘ্ন সৃষ্টি করিতেছিস্ ? যা, তোকে তালাক, তালাক, তালাক। যেন পিস্তলের তিনটি গুলি ছুঁড়িয়া মারিল। ইহার পরিণামে দুই-দুইটি সংসার ছারখার হইয়া গেল। স্বামীর সংসারও বরবাদ, তাহার শ্বশুরালয়ও বরবাদ; উভয় সংসারেই আগুন লাগিয়া গেল। উভয়ই কঠিন হৃদরোগে আক্রান্ত। বড়ই শিক্ষণীয় ঘটনা।

বস্তুতঃ যে ব্যক্তি নিজের এছ্‌লাহ্ (বা আত্মসংশোধন) করাইয়া নিজেকে মানুষ বানায় না, তাহার কর্মফল তাহাকেও ধ্বংস করে, তাহার আত্মীয়-স্বজন এবং তাহার সহিত জড়িত-সম্পৃক্ত ব্যক্তিদেরও সর্বনাশ ঘটায়। তাই, হক্কানী বুযুর্গানের হাতে এছ্‌লাহ্ করাইয়া লওয়া ব্যতীত কাহারও কোন গতি নাই।

গোস্বা ভাল লোককেও শয়তানের গুরুঠাকুর বানাইয়া দেয়

হযরত ডাক্তার অব্দুল হাই ছাহেব (রহঃ) বলিয়াছেন ঃ একদা একটি তরুণ ছেলে আরামবাগের সন্নিকটবর্তী বাবুল-ইসলাম মসজিদের মধ্যে মুনাজাতে রত ছিল। এমনভাবে কাঁদিয়া-কাঁদিয়া দোআ করিতেছিল যে, তাহা দেখিয়া আমি তাহার প্রতি ভক্ত-অনুরক্ত হইয়া গেলাম। আমার মনে ধারণা জন্মিল যে, এত তরুণ-বয়সেই ছেলেটিকে একজন ওলীআল্লাহ্ বলিয়া মনে হইতেছে। তাই, তাহার চেহারা দর্শনকেও আমি নিজের জন্য মস্ত বড় নেআমত জ্ঞান করিলাম। ইত্যবসরে ক্ষীণ দৃষ্টিসম্পন্ন এক বৃদ্ধলোক মসজিদ হইতে তাহার পাশ দিয়া বাহির হইতে লাগিল। বৃদ্ধ তাহার কম্পমান পায়ে হাঁটিবার সময় হঠাৎ করিয়া ঐ তরুণের গায়ে সামান্য একটু ধাক্কা লাগিয়া গেল। অমনি ঐ নওজোয়ান যাহাকে এতক্ষণ গাওছ্-কুতুব-আবদাল বলিয়া মনে হইতেছিল, চটিয়া গিয়া বলিতে লাগিল ঃ আরে বেআক্কল, ঠাহর পাওনা বুঝি ? অন্ধ কোথাকার ? বুড়া হইয়াছ বটে, কিন্তু এখন পর্যন্ত তোমার আক্কল দুরুস্ত হয় নাই। গায়ে ধাক্কা দিলে কেন ?

দেখুন, একদিকে আল্লাহ্র সম্মুখে হাত পাতিয়া রোনাজারী করিতেছে, আর একদিকে একজন বেকসূর অসহায়-বৃদ্ধকে মন্দশক্ত বলিয়া অপদস্থ করিতেছে। কী আশ্চর্য কাণ্ড। হযরত ডাক্তার ছাহেব (রহঃ) বলেন ঃ ইহাতে আমি চরম শিক্ষা পাইলাম যে, হায়, কিসে কি ঘটিয়া গেল ? আমি ত ইহাকে ওলীআল্লাহ্ বলিয়া ভাবিতেছিলাম। এখন ত সে 'শয়তানের গুরুঠাকুর' বলিয়া প্রমাণিত হইল। অন্যথায়, একজন বৃদ্ধের সহিত এত বড় বদ্তমীযী সে কিছুতেই করিতে পারিতনা।

বোখারী শরীফ পড়িলেই কি আত্মসংশোধন হইয়া যায় ?

এজন্যই বলি যে, আমাদের এছ্লাহ্ হওয়া দরকার। ইহা অত্যন্ত জরুরী। অনেকে এরূপও ধারণা করে যে, বোখারী-শরীফ পড়িলেই ত আত্মার এছ্লাহ্ হইয়া যাইবে। (অথবা অমুক অমুক কিতাব পড়িলেই আমার যথেষ্ট হইয়া যাইবে।) আরে বাবা, কেবল বোখারী শরীফ পড়িলেই কিংবা কুরআন শরীফ তেলওয়াত করিলেই যদি মানুষের এছ্লাহ্ হইয়া যাইত, তাহা হইলে এত এত নবী-রসূল আল্লাহ্পাক কেন প্রেরণ করিয়াছেন? এবং কেন তিনি এই ঘোষণা দিয়াছেন যে,

আমার নবী তোমাদের এছ্‌লাহ্ ও তায্‌কিয়া করিবেন, তোমাদের আখলাক-চরিত্রের এবং তোমাদের ক্বলবের ব্যাধি সমূহের সংশোধন ও পরিমার্জন করিবেন ? আর নবীর অনুপস্থিতিতে যাঁহারা নবীর নায়েব, তাঁহারা সেই দায়িত্ব পালন করিবেন।

ভাইগণ, যাহারা প্রকৃত মানুষ হইয়াছেন তাহারাই অন্যদেরকে মানুষ রূপে গড়িয়া তোলেন। মানুষের হাতেই মানুষ হওয়া যায়। শুধু কিতাব পড়িয়া মানুষ হওয়া সম্ভব নয়। 'কিতাবুল্লাহ্'-কে বুঝিবার ও তদনুযায়ী আমল শিখিবার জন্য আল্লাহ্‌পাক 'রিজালুল্লাহ্' সৃষ্টি করিয়াছেন। (কিতাবুল্লাহ্ অর্থ, আল্লাহ্‌র কিতাব। রিজালুল্লাহ্ অর্থ, আল্লাহ্‌র খাছ্ বান্দাগণ, অর্থাৎ আওলিয়ায়ে- কেরাম।)

দ্বীনের ছহীহ্ বুঝ হাসিলের জন্য ওলীদের সোহ্‌বত অপরিহার্য

সূরায়ে ফাতেহার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তাফসীরে-মাআরিফুল-কুরআনের মধ্যে হযরত মুফতী শফী ছাহেব (রঃ) লিখিতেছেন ঃ "কিতাবুল্লাহ্‌কে বুঝিবার জন্য রিজালুল্লাহ্ আবশ্যক।" কারণ, কিতাবুল্লাহ্‌র উপর আমল করিবার মত রূহানী হিম্মত ও ত্বাকত ঐ সকল আল্লাহ্‌ওয়ালাদের সীনা হইতেই হাসিল হয়। এই দৌলত নবীর জীবৎকালে নবীর সীনা হইতে, আর নবীর ওফাতের পর নবীর স্থলাভিষিক্ত খাঁটি আলেম ও আউলিয়াদের সীনা হইতে হাসিল হইয়া থাকে।

বস্তুতঃ হযরত মাওলানা রশীদ আহ্‌মদ গঙ্গুহী (রহঃ) এই অর্থেই বলিয়াছেন যে, আমরা যে হযরত হাজী ছাহেব (রহঃ)-এর হাতে মুরীদ হইয়াছি, তাহা হাজী ছাহেবের নিকট মাছ্‌আলা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য নয়। হাজী ছাহেব বরং আমাদের নিকট মাছ্‌আলা জিজ্ঞাসা করিবেন। কিন্তু, আমরা যাহা কিছু এলেম শিখিয়াছি, তাহার উপর আমল করার জন্য যে তওফীক, হিম্মত ও ঈমানী কূয়তের পেট্রোল আবশ্যক, সেই অমূল্য দৌলত হাসিল করার জন্যই আমরা হযরত হাজী ছাহেব-এর দরবারে হাযির হইয়াছি, তাঁহার সম্মুখে মাথা নোয়াইতে বাধ্য হইয়াছি। ভাইগণ, হযরত গঙ্গুহীর এই অমূল্য বাণী আমাদের সকলের জন্য মস্ত বড় সবক। ইহা হইতে আমাদেরকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। এত বড় আলেম হওয়া সত্ত্বেও নিজেদেরকে তাঁহারা আল্লাহ্‌ওয়ালাদের কাছে মোহ্‌তাজ মনে করিতেন; আল্লাহ্‌ওয়ালাদিগকে এড়াইয়া থাকার মত কোন পথ বা গতি তাঁহারা দেখিতে পান নাই। (খালি কিতাব যদি যথেষ্ট হইত, তাহা হইলে আল্লাহ্ তাআলা কোন পয়গাম্বর পাঠাইতেন না।)

ওলীর সহিত সম্পর্কের অর্থ কি হাদিয়া ও নয্‌রানা প্রদান ?

অতএব, হে আমার দোস্তগণ, নফ্‌সের এছ্‌লাহ্ ও চরিত্র গঠনের জন্য অবশ্যই কোন রূহানী মুরব্বীর সহিত তাআল্লুক (সম্পর্ক) পয়দা করিতে হইবে। তবে, আল্লাহ্‌ওয়ালাদের সহিত তাআল্লুক ও দূস্তী করার অর্থ এই নয় যে, শুধুমাত্র তাঁহাদের সঙ্গে উঠাবসা করিলেই এবং তাঁহাদের সংসর্গে থাকিলেই যথেষ্ট হইয়া যাইবে। বরং নিজের তামাম হাল-অবস্থা সম্পর্কে রীতিমত তাঁহাকে অবহিত করিতে হইবে। অতঃপর তিনি যে মশ্‌ওয়ারা দিবেন তাহা মানিয়া চলিতে হইবে। মোর্শেদের হেদায়াত ও মশ্‌ওয়ারাদি মানিয়া চলাকেই 'এত্তেবা' বলে। আল্লাহ্‌ওয়ালাদের সোহ্‌বতেরও কতিপয় হক্ আছে, কর্তব্য আছে। ওলীদের সহিত তাআল্লুক, মহব্বত ও তাঁহাদের সোহ্‌বত হাসিলের অর্থ এই নয় যে, তাঁহাদিগকে দাওয়াত করিয়া মুরগী খাওয়াইয়া দিলে, চা পান করাইয়া দিলে, খাঁটি মাখন, খাঁটি ঘি খাওয়াইয়া দিলে কিংবা তাঁহাদের খেদমতে কিছু হাদিয়া-তোহ্‌ফা পেশ করিয়া দিলে তাঁহাদের হক আদায় হইয়া যায়। সোহ্‌বত ও মহব্বতের এরূপ অর্থ বিভ্রান্তিকর। বরং আহ্‌লুল্লাহ্‌দের সোহ্‌বত ও তাআল্লুকের আসল অর্থ হইল, নিজের হালাত তথা নিজের গোপন-প্রকাশ্য তামাম আমল-আখলাক ও আচার-আচরণাদি সম্পর্কে তাঁহাদিগকে অবহিত করা; অতঃপর তাঁহাদের বাতলানো হেদায়াত ও পরামর্শ মোতাবেক আমল করা। (মোর্শেদকে নিজের হাল-অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করাকে 'এত্তেলা' বলে। আর মোর্শেদের হেদায়াত ও পরামর্শ অনুযায়ী আমল করাকে এত্তেবা' বলে। এই এত্তেলা ও এত্তেবার কাজটি এখলাছ ও আন্তরিকতার সহিত করিতে হইবে। মোর্শেদের নিকট হইতে নিজের অবস্থা সমূহ আংশিক বা পূর্ণভাবে গোপন রাখা এখলাছের পরিপন্থী।)

গোস্বার কতিপয় প্রতিকার

এখন গোস্বার এলাজ বা প্রতিকার শুনুন। গোস্বার এলাজের একটি পর্‌চা আমাদের খান্‌কার পক্ষ হইতে ছাপাইয়া বিনা পয়সায় বিতরণ করা হইতেছে। বিনা পয়সার অর্থ এই নয় যে, ইহাতে কোন পয়সাই খরচ হয় নাই। পয়সা অবশ্যই খরচ হইয়াছে। আল্লাহ্ যাহাকে তওফীক দিয়াছেন, আল্লাহ্‌কে রাযী করার জন্য সে কিছু অর্থ খরচ করিয়াছে। তবে, আপনাদিগকে দেওয়া হইবে মোফ্‌তে। উক্ত পর্‌চায় যে ছয়-সাতটি নম্বর উল্লেখিত আছে তাহা ভাল ভাবে বুঝিয়া লইয়া তদনুযায়ী আমল করিবেন।

এখানে আমি সংক্ষিপ্তভাবে কিছু এলাজ বলিয়া দিতেছি। যখনই গোস্বার উদ্ভব হইবে, সঙ্গে সঙ্গে اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ 'আউযু বিল্লাহি মিনাশ-শাইত্বানির রাজীম' পাঠ করিবেন। পড়ার সময় একটু ডানে-বামে দেখিয়া নিবেন। কারণ, আজকাল এমনি অবস্থা দাঁড়াইয়া গিয়াছে যে, আপনার যদি গোস্বা উঠিয়া যায় আর আপনি তখন 'আউযুবিল্লাহি মিনাশ-শাইত্বানির রাজীম' পাঠ করেন, তবে, এতদশ্রবণে কোন কোন লোক মারমুখী হইয়া উঠে এবং বলে ঃ আচ্ছা, আপনি আমাকে শয়তান সাব্যস্ত করিতেছেন ? কী তাজ্জবের কথা! অথচ, আউযু বিল্লাহ্... পড়ার অর্থ হইল, আল্লাহ্পাকের নিকট শয়তানের অনিষ্ট হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করা। এই উদ্দেশ্যেই তাহা পড়া হইয়া থাকে। কিন্তু মুর্খতার চিকিৎসা যে বড়ই কঠিন।

জান্নাতের রত্নভাণ্ডার

অনুরূপভাবে (লা-হাওলা ওলা কুও্যাতা ইল্লা বিল্লাহ) পড়ার বরকতে নেক কাজ করার ও বদ্কাজ হইতে বাঁচার তওফীক নসীব হয়। কালেমাটির অর্থ এই ঃ নেক্ কাজ করার এবং বদ কাজ হইতে বাঁচার কোন শক্তি নাই, একমাত্র আল্লাহ্পাকের সাহায্য ব্যতীত। হাদীস শরীফে ইহাকে 'তওফীকের ভাণ্ডার' এবং 'বেহেশতের রত্নভাণ্ডার' বলিয়া আখ্যায়িত করা হইয়াছে। মুহাদ্দিছগণ ইহার ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন ঃ ইহার রহস্য এই যে, (এখ্লাছের সহিত) এই দোআ পাঠ করিলে নেক্ আমলের তওফীক এবং গুনাহ্ হইতে বাঁচিয়া থাকার শক্তি নসীব হয়। আর বেহেশত লাভের জন্য এই অমূল্য নেআমতদ্বয়েরই আবশ্যক ঃ নেক আমল ও গুণাহ্ হইতে পরহেয্। উক্ত দোআর বরকতে আল্লাহ্পাক এ নেআমতদ্বয় নসীব করিয়া দেন। অতএব, ইহার সুফল বান্দাকে বেহেশতের অধিকারী করিয়া দেয়। তাই, যথার্থভাবেই ইহাকে 'জান্নাতের রত্নভাণ্ডার' বলা হইয়াছে।

অবশ্য, এক্ষেত্রেও একটু সতর্ক হইয়া লা-হাওলা পাঠ করিতে হইবে। কারণ, আপনি রাস্তা দিয়া যাইতেছেন, হঠাৎ আপনার অন্তরে কোন গুণাহের প্রতি খাহেশ অনুভব করিতেছেন। অতএব, আপনি লা-হাওলা ওলা কুও্যাতা পড়িলেন। কিন্তু কোন কোন লোক মূর্খতা বশতঃ এই ধারণা করিয়া বসিবে যে, লোকটি বুঝি আমাকে শয়তান গণ্য করিতেছে। ইহার কারণ এই যে, লা-হাওলা পড়া হয় শয়তান দূর করার জন্য। ফলে, লা-হাওলা পাঠকারীর প্রতি সে মারমুখী হইয়া উঠে। অজ্ঞতা প্রসূত ধারণার বশীভূত হইয়া ইহাকে সে জঘন্য গালি বলিয়া মনে

করিতেছে। অথচ ইহা গালি নয় বরঞ্চ আল্লাহ্পাকের নিকট সাহায্য প্রার্থনার একটি বিশেষ দোআ। অতএব, কাহাকেও ইহা পড়িতে দেখিয়া খারাপ ধারণা করা অনুচিত হইবে।

ক্রোধ দমনের তদবীর

যাহাই হউক, গোস্বা আসিলে আউযূ বিল্লাহ্ পড়ুন, যাহার প্রতি গোস্বা আসিয়াছে তাহার নিকট হইতে সরিয়া যান অথবা তাহাকে সরাইয়া দিন। তাহাকে বলুন যে, আপনি আমার সম্মুখ হইতে সরিয়া যান। যদি তাহাকে সরাইয়া দেওয়া সম্ভব না হয়, কিংবা সরাইয়া দেওয়ার মত হিম্মত না হয় তবে নিজেই সরিয়া যাইবেন। এবং উযূ করতঃ দুই রাক্আত নামায পড়িয়া দোআ করিয়া লইবেন। পানি গোস্বার ঔষধ। তাই, পানি দ্বারা উযূ করুন এবং কিছু পানি পান করুন। কারণ, আগুন লাগার পর পানি ঢালিয়া দিলে আগুন নিভিয়া যায়।

ভাইগণ, এই আমলগুলির কদর করুন। কারণ, এগুলি হাদীস শরীফে বর্ণিত এলাজ (প্রতিকার)। হাদীস শরীফে আরও আছে যে, যখন গোস্বা উঠে তখন দাঁড়ান থাকিলে বসিয়া যাইবে, বসা থাকিলে শুইয়া পড়িবে। ইহার ফলে, প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ হইতে দূরত্ব বাড়িতে থাকিবে। কারণ, দাঁড়ান থাকিলে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য দৌড়াইয়া অগ্রসর হওয়ার মওকা ছিল। বসিয়া পড়ার দরুণ তাহাতে বেশ বিঘ্ন সৃষ্টি হইল। কারণ, বসা হইতে দণ্ডায়মান হইতে কিছু ত অলসতা লাগিবে। আর শুইয়া গেলে ত প্রতিশোধ গ্রহণের মওকা হইতে তিন স্তর দূরে সরিয়া গেল। কারণ, তখন মনের হালত এই হইবে যে, শোওয়া হইতে প্রথমে বস, তারপর দাঁড়াও, তারপর মারপিটের জন্য ছুট। ফলে, ক্রোধের তাকাযা পূরা করিতে গেলে অনেক গুলি বাঁধা ডিঙ্গাইতে হইবে। ভাইগণ, হাদীসের মধ্যে দাঁড়ানো হইতে বসিয়া পড়ার, বসিয়া থাকিলে শুইয়া যাওয়ার যে হুকুম করা হইয়াছে, এই তর্তীবের মধ্যে এরূপ বহু হেকমত রহিয়াছে। আর উযূর হুকুম এই জন্য করা হইয়াছে যাহাতে তাহার রূক্ষ মেযাজ ঠাণ্ডা হইয়া যায়।

আর একটি এলাজ এই যে, আল্লাহ্র আযাবের কথা স্মরণ করিবে এবং চিন্তা করিবে যে, আমি যে তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইতেছি, ইহাতে আল্লাহ্পাক যদি আমার উপর নারায হইয়া যান তাহা হইলে আমি আর কোথায় যাইব? কাহার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিব? আমার ঠিকানাই বা কোথায় হইবে? পরন্তু, ইহার উপর আমার যতটুকু ক্ষমতা আছে, আল্লাহ্পাক ত আমার উপর তদপেক্ষা বেশী শক্তি ও ক্ষমতার

অধিকারী। ভাইগণ, খবরদার, গোস্বার মুহূর্তগুলিতে খোদাকে স্মরণ করিবেন। গোস্বাগ্রস্ত হালতে যদি খোদা মনে না আসে তবে তা খুবই বিপদজনক।

গোস্বা হইতে সতর্ক হউন। এ রোগের উপযুক্ত এলাজ (চিকিৎসা) করুন। কারণ, গোস্বায় পতিত মানুষ সাধারণতঃ খোদাকে ভুলিয়া যায়, খোদার কহর ও পাকড়ের কথা ভুলিয়া যায়। লোকেরা বলিয়াও থাকে যে, হুযূর, আমার ত তখন কিছুই মনে ছিল না; হুশই ঠিক ছিলনা। ইহা দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, গোস্বার সময় সে শয়তানের কব্জায় চলিয়া গিয়াছিল। সাইয়েদ সাহেব, মৌলভী সাহেব, সূফী সাহেব, ওয়ায়েয সাহেব, মাতব্বর সাহেব সব সাহেবই তখন আল্লাহ্‌র কথা ভুলিয়া যায়। কেন ? মোমেন হইয়া আল্লাহ্‌কে ভুলিয়া যাওয়া কিভাবে সম্ভবপর হইল? অথচ, এদিকে সে তসবীহ্-তাহলীলও যপিতেছে, চোখের পানিও ঝরিতেছে, আর নিজেকে সূফী সাহেব বলিয়াও ভাবিতেছে। ভাইগণ, এরূপ চোখের পানির কোন দাম নাই। যদি আল্লাহ্‌কে ভয় না করে, আল্লাহ্‌র গযবের পরোয়া না করে এবং আল্লাহ্‌র বান্দাদের হক্ ও প্রাপ্যের ব্যাপারে আল্লাহ্‌কে স্মরণ না করে, তবে এই অশ্রু বর্ষণ বৃথা। চাই সে যত কাঁদাকাটিই করুক না কেন, তাহাতে কোন ফল হইবে না।

গোস্বার হালতে এই কথা চিন্তা করিবে যে, আমি কাহার বান্দা? আমি যেই আল্লাহ্‌র বান্দা, আসমান হইতে সেই আল্লাহ্‌পাক ত আমাকে দেখিতেছেন। আল্লাহ্‌পাকের নিকট আমি এই আশা করিয়া বসিয়া আছি যে, কাল্ কিয়ামতে আমার প্রতি দয়াপরবশ হইয়া আমাকে তিনি ক্ষমা করিয়া দিবেন। অথচ, সেই আল্লাহ্‌র মাখ্‌লূকের প্রতি আমি মায়া-দয়া না করিয়া বরং নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করিতেছি? আমি মারাত্মক ভুল করিতেছি, অন্যায় করিতেছি। নিজ হাতে নিজের পথে কাঁটা বিছাইতেছি। আমি এত বেহুশ ও বোকা বনিতেছি যে, কেহ আমাকে সামান্য একটু কষ্ট দিলেই আমি তাহার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য ধৈর্য হারাইয়া ফেলিতেছি। বস্তুতঃ আমি নিজেই আমার ভয়াবহ সর্বনাশ ডাকিয়া আনিতেছি।

প্রতিশোধ গ্রহণকারী ওলী হইতে পারে না

'আল্লামা আবুল-কাসেম কোশাইরী (রঃ) বলেন ঃ

إِنَّ الْوَلِيَّ لَا يَكُونُ مُنْتَقِمًا وَالْمُنْتَقِمُ لَا يَكُونُ وَلِيًّا

'আল্লাহ্র ওলীগণ প্রতিশোধ গ্রহণকারী হন না এবং প্রতিশোধ গ্রহণকারী আল্লাহ্র ওলী হইতে পারে না।'

যে ব্যক্তি আল্লাহ্র বান্দা-বান্দীগণের প্রতি রহম করিতে জানে না, কোন্ মুখে সে আল্লাহ্পাকের নিকট রহমতের আশা করিতেছে? এজন্যই আল্লাহ্পাক আয়াত নাযিল করিয়া জানাইয়া দিয়াছেন যে, যদি তোমরা আমার কাছে দয়া ও ক্ষমা পাওয়ার আশা কর তবে আমার বান্দা-বান্দীদের প্রতি দয়াদ্র হইয়া তাহাদের দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করিতে থাক।

আর একটি মহোপকারী তদবীর

যদি কেহ এসকল এলাজ ও তদবীর অনুযায়ী চলিতে ও আমল করিতে বারংবার ব্যর্থ হইতে থাকে; গোস্বার কাছে পরাজিত হইয়া যায়, তবুও যেন এ ব্যাধি ইহতে মুক্তি লাভের ব্যাপারে নিরাশ হইয়া না পড়ে। তাহার জন্য বিকল্প তদবীর এই যে, ক্রোধ স্তিমিত হইয়া যাওয়ার পর সে তাহার কৃতকর্মের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করিবে। যেমন, হাকীমুল্-উম্মত, মুজাদ্দিদুল-মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) গোস্বার কাছে সর্বদা পরাজিত এক ব্যক্তির জন্য এই এলাজ লিখিয়াছিলেন যে, যখন তোমার গোস্বা শীতল হইয়া স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসে, তখন তুমি যাহার সহিত গোস্বা বা রাগারাগি করিয়াছিলে, খোলা মজলিসে দুই হাত জোড় করিয়া, এমনকি তাহার পায়ে ধরিয়া তাহার নিকট ক্ষমা চাহিবে, বরং তাহার জুতা জোড়া লইয়া নিজের মাথার উপর রাখিবে। এক-দুই বার এরূপ করিতে পারিলেই নফ্সের আকল্ দুরস্ত হইয়া যাইবে এবং এমন ভুল সে আর করিবেনা। নফ্স বলিবে, ইয়া খোদা, গোস্বার জন্য কী যিল্লতি! আর নয়, এমন যিল্লতির গোস্বা হইতে আমি তওবা করিলাম।

মোটামুটিভাবে গোস্বার এ কয়েকটি এলাজ বাতানো হইল ঃ যাহার প্রতি গোস্বা উঠিল তাহার নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাওয়া, ঠাণ্ডা পানি পান করা, উযূ করা, আল্লাহ্পাকের আযাব-গযব এবং কহ্র ও পাকড়ের কথা স্মরণ করা।

ক্রোধ দমনের অমূল্য মোরাকাবা

ইহা ছাড়া, গোস্বার সময় ইহাও চিন্তা করিবেন যে, আল্লাহ্পাক যদি আমাকে আমার অপরাধ সমূহের জন্য পাকড়াও করেন তখন আমি কি কামনা করিব? নিশ্চয় আমি তখন ইহাই পছন্দ করিব যে, আল্লাহ্পাক যেন আমাকে ক্ষমা করিয়া দেন।

অতএব, আমি যেমন ক্ষমা পাওয়া পছন্দ করি, তেমনি আল্লাহ্র এই বান্দা-বান্দীকে ক্ষমা করিয়া দেওয়াই আমার কর্তব্য। পরন্তু, আল্লাহ্পাকের সম্মুখে আমি যত বড় অপরাধের অপরাধী, এই ব্যক্তিটি আমার সম্মুখে অত বড় অপরাধী কিছুতেই নয়। এতদসত্ত্বেও আল্লাহ্পাক আমার সহিত কিরূপ আচরণ করিতেছেন ? আল্লাহপাকের অসীম ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতাই আমাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। অন্যথায়, তিনি যমীন ফাড়িয়া আমাকে ঐ যমীনের মধ্যে ধসাইয়াও ত দিতে পারেন। অতএব, আল্লাহ্পাক যখন আমার সহিত এত বড় দয়া, ক্ষমা ও ধৈর্যের আচরণ করিতেছেন এবং প্রতিটি মুহূর্তে, প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমাকে আল্লাহ্পাকের দয়া ও ক্ষমার মোহ্তাজ হইয়া থাকিতে হইতেছে, অতঃপর কেন আমি সেই আল্লাহ্রই বান্দা-বান্দীর প্রতি ক্ষমা ও দয়া প্রদর্শন করিবনা ? বস্তুতঃপক্ষে ইহাই কি আমার কর্তব্য নয় ?

হযরত হাকীমুল-উম্মতের বাতলানো মোরাকাবা

হাকীমুল-উম্মত, মুজাদ্দিদুল-মিল্লাত, উম্মতের শ্রেষ্ঠতম রূহানী চিকিৎসক হযরত মাওলানা শাহ্ আশরাফ আলী থানবী (রঃ) বলেন ঃ 'একটি সময় নির্ধারিত করিয়া প্রত্যহ কিছুক্ষণ নিজের দোষ-ক্রটি সমূহ স্মরণ কর এবং এই ধ্যান কর যে, সমগ্র জগতে সকলের মধ্যে আমিই সর্বাধিক নিকৃষ্ট এবং সব চাইতে বেশী পাপিষ্ঠ।'

ইন্শাআল্লাহ্, এই ধ্যান ও স্মরণের বরকতে শক্তভাবে শিকড় গাঁড়িয়া থাকা অহংকারও তোমার অন্তর হইতে দূরীভূত হইয়া যাইবে। অহংকার যদি খতম হইয়া যায় তবে গোস্বা উঠাও খতম হইয়া যাইবে। কারণ, গোস্বা পয়দা হয় অহংকারের বীজ হইতে। তাই গোস্বা আসিলে এই ধ্যান করিবে যে, যেহেতু আমি সকলের চাইতে বেশী খারাপ, তাই আমার চাইতে উত্তম ব্যক্তির উপর ক্রোধ বা গোস্বা করা আমার পক্ষে সাজে না। উত্তমের উপর অধমের গোস্বা করার কোন হক্ নাই।

ক্রোধ দমনের মূল্যবান ওযীফা

গোস্বা উপশম হওয়ার একটি ওযীফাও বলিয়া দিতেছি। প্রত্যেক নামাযের পর ২১ বার বিছ্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম পাঠ করিয়া নিজের শরীরে দম করিবেন। এবং খাওয়ার সময় তিন বার বিছ্মিল্লাহ (পূর্ণ) পাঠ করতঃ খাদ্যদ্রব্য ও পানির উপর দম করিয়া লইবেন। ইন্শাআল্লাহ্ এই আমলের বরকতে তাহার মধ্যে

আল্লাহ্পাকের দয়া ও রহমতের শান্ উদ্ভাসিত ও প্রতিবিম্বিত হইবে। কারণ, মাটির উপর যখন সূর্য্যের কিরণ পড়ে, মাটিকে তখন ফর্সা ও রওশন দেখা যায়। আর যেখানে সূর্যের কিরণ পড়েনা সেখানের মাটি ফর্সা নয় বরং অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে। বিছ্মিল্লাহ্র বরকতে আল্লাহ্পাকের রহমতের (দয়ার) সূর্য যখন তাহার উপর কিরণ বর্ষণ করিবে, ঐ কিরণমালার একটি কিরণও যদি তাহার অন্তরে পৌঁছিয়া যায়, তবে ঐ 'শীতল সূর্যের' শীতল কিরণের বরকতে ইনশাআল্লাহ্ তাহার গোস্বা প্রশমিত হইয়া যাইবে। ইহা বুযুর্গানের বাত্লানো ওযীফা।

যখন তুমি যেকোন যাহেরী-বাতেনী রোগ বা সমস্যায় পতিত হও, তখন আল্লাহ্পাকের নাম সমূহ হইতে তোমার সমস্যা বিদূরণের জন্য মুনাসিব একটি নাম নির্বাচন করিয়া ওযীফা স্বরূপ পাঠ কর। ইন্শাআল্লাহ্, ঐ নামের গুণ ও বরকত তোমার উপর প্রকাশিত হইবে। উদাহরণ স্বরূপ, যে কোন রোগে আক্রান্ত হইলে 'ইয়া ছালামু' পাঠ করিবে, ইন্শাআল্লাহ্, সালামতি ও রোগমুক্তি নসীব হইবে। অভাব-অনটনে থাকিলে 'ইয়া মুগ্নী' পাঠ করিবে। যেহেতু আল্লাহ্ নিজেও ধনী এবং অন্যদিগকে ধনী-গনী বানানেওয়ালা, তাই, এই নামের বরকতে অভাব মোচন হইয়া যাইবে। অনুরূপ, রহীম ও রহ্মান আল্লাহ্পাকের নাম, যাহার অর্থ, অসীম মেহেরবান, অনন্ত দয়াবান। এই নামদ্বয় বিছ্মিল্লাহ্র মধ্যে বিদ্যমান আছে। ফলে, বিছ্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহীমের ওযীফাকারীর উপর রহমত বা দয়ার গুণ প্রকাশিত হইয়া তাহার অন্তরে দয়া-মেহেরবানী পয়দা হইবে। ফলে, গোস্বা দূরীভূত হইয়া যাইবে এবং অন্যায়ভাবে গোস্বা করা হইতে নাজাত পাইয়া যাইবে। এজন্যই, হযরত মাওলানা শাহ্ মুহাম্মদ আহ্মদ ছাহেব (রঃ) চলা-ফেরা, উঠা-বসায় বেশী বেশী পরিমাণে 'ইয়া আল্লাহ্, ইয়া রাহ্মান্ ইয়া রাহীম' পড়ার জন্য নসীহত করিয়া থাকেন। তবে, যবানকে 'মেশিন' জ্ঞান করিয়া এত বেশী পড়িতে চেষ্টা করিবেনা যাহার ফলে মাথাই গরম হইয়া যায়। শক্তি ও ক্ষমতার দিক হইতে মানুষ আজকাল খুবই দুর্বল হইয়া থাকে। অতএব, শক্তি-সামর্থের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া পাঠ করা উচিত। অর্থাৎ চলা-ফেরা, উঠা-বসার ফাঁকে ফাঁকে কখনও কখনও পড়িলেই যথেষ্ট হইবে। বর্তমান সময়ের মানুষ দৈহিক শক্তির ক্ষেত্রে খুবই কম্যোর। ফলে, বেশী ওযীফা পাঠ করিতে গেলে মস্তিষ্ক শুকাইয়া যায়, স্নায়ুবিক সমস্যাদি দেখা দেয়; এমনকি, অধিক ওযীফা পাঠ করিয়া অনেকে পাগলও হইয়া গিয়াছে। অতএব, যে কোন যিকির বা ওযীফাই পাঠ করিবেন, তা নিজের শক্তি-সামর্থের সহিত মিল্

রাখিয়াই করিতে হইবে। বরং কোন'এছ্‌লাহী মুরব্বীর' পরামর্শক্রমেই তাহা করিবেন।

আচ্ছা, কাহারও পক্ষে একুশ বার বিছ্‌মিল্লাহ্ পড়া যদি মুশকিল মনে হয় তবে শুধুমাত্র সাতবার পড়িবেন। তাহাও যদি কষ্টকর হয় তবে কমপক্ষে তিনবার। কারণ, আজকাল করাচী (ও করাচীর মত অন্যান্য) শহরের মানুষ অত্যন্ত ব্যস্ত। গ্রামীণ লোক্‌দিগকে এই ওযীফা আরও বেশী পরিমাণে পড়িতে বলিলেও তাহারা বলিবে, ইহা ত কোন বিষয়ই নয়, কয়েক নিঃশ্বাসের ব্যাপার মাত্র। কারণ, তাহাদের ফুরসত প্রচুর। কিন্তু, করাচী ও করাচীর মত ব্যস্ততম শহরাঞ্চলের অধিবাসীরা একুশ বার পড়িতেই মুশকিল মনে করে। এক ব্যবসায়ীর সহিত আমার আলাপ হইতেছিল। সে বলিল, হুযূর, এত বেশী ব্যস্ত থাকি যে, করাচী শহরে মরার ফুরসত্‌টুকুও আমার নাই। আমি বলিলাম, জ্বীহাঁ, মরার ফুরসতও নাই, মউতের ফেরেশতা যখন আসিবেন, তখন অবশ্যই তিনি শেঠ সাহেবের সহিত পরামর্শ করিয়া নিবেন (!) যে, হুযূর, মউতের ফুরসত কি আপনার আছে ? এখনই জান্ কবয্ করিব, নাকি একটু বিলম্ব করিতে বলেন ? আপনি এখন বিজি নন ত ? শেঠ সাহেব বলিবেন, না, না, এখন ভারী বিজি (ব্যস্ত) আছি। ফেরেশতা বলিবেন, আচ্ছা ঠিক আছে, তোমার মত বিজিকে আমি এখনই বেজী বানাইয়া দিতেছি ! ভারী-ব্যস্তের পদযুগলে এখনই (মউতের) বেড়ী পরাইয়া দিতেছি। আয্‌রাঈল আলাইহিছ্-ছালাম বড় বড় বাঘকেও ছাগ্ বানাইয়া ছাড়েন। এমনইভাবে রূহ্ কবয করেন যে, বড় বড় পালোয়ানও সেখানে চিৎপটাং হইয়া যায়। যে যত বড় খেলোয়াড়ই হউক না কেন, মৃত্যুর সহিত মারপ্যাচ খেলার মত শক্তি কি কাহারও আছে ?

ইয়া আর্‌হামার-রাহিমীন পাঠের বহুমুখী উপকারিতা

এতদ্ব্যতীত গোস্বারোগে আক্রান্ত ব্যক্তি চলিতে-ফিরিতে, উঠিতে -বসিতে বেশী বেশী পরিমাণে يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ 'ইয়া আরহামার রাহিমীন' পাঠ করিতে থাকিবে। বিখ্যাত বুযুর্গ হযরত ডাক্তার আবদুল হাই ছাহেব (রহঃ) ত আমাকে এতটুকু বলিয়াছেন যে, যত সঙ্গীন মুসীবত হউক, যে কোন পেরেশানীই হউক, ঋণের বোঝার কষ্টই হউক কিংবা ছেলে-মেয়ের বিবাহ-শাদীর সুব্যবস্থা না হওয়ার সমস্যাই হউক অথবা দুশ্‌মনের দুশমনী ও যুলুমের সমস্যাই হউক, মোটকথা, যে

কোন সমস্যা ও বিপদ হইতে মুক্তির জন্য রোজ পাঁচশত বার 'ইয়া আর্হামার রাহিমীন' পাঠ করিবে। প্রথমে এগার বার দরূদ শরীফ পড়িয়া লইবে। আমলের শেষেও এগার বার দরূদ শরীফ পাঠ করিবে। ইন্শাআল্লাহ্, চল্লিশ দিন যাইতে না যাইতেই আল্লাহ্পাক তাহার সমস্যা সমাধান করিয়া দিবেন।

হাদীস শরীফও উক্ত বুযুর্গের এই কথার সমর্থন করে। হাদীস শরীফে আছে ঃ বান্দা যখন 'ইয়া আরহামার-রাহিমীন' (অর্থাৎ হে সকল দয়ালু অপেক্ষা বড় দয়ালু) বলে, তখন আল্লাহ্পাক একজন ফেরেশতাকে ঐ বান্দার নিকট পাঠান। ফেরেশতা আল্লাহ্পাকের হুকুমে উক্ত বান্দাকে বলেঃ হে বান্দা, আর্হামুর-রাহিমীন তাহার সমগ্র রহ্মত ও দয়ার ভাণ্ডার সহকারে তোমার দিকে মুতাওয়াজ্জেহ্ আছেন, তোমার যাহা কিছু চাহিবার আছে চাও, যাহা কিছু বলিবার আছে বল। অতএব, এই ওযীফার উপর আমল করিলে রহমত্ও হাসিল হইবে, গোস্বাও দমিয়া যাইবে, সর্বপ্রকার মুশকিল আছান এবং সমস্যাদির সমাধানও হইয়া যাইবে। দুনিয়ার কর্মও সমাধা হইবে, আখেরাতের দৌলতও নসীব হইবে।

কেহ যদি পাঁচশত বার না পারে তবে ১১১ বার পড়িবে। তাহাও যদি মুশকিল হয় তবে ৭০ বার পড়িবে। ইহাও যদি না পারে তবে ৭ বার, নতুবা ৩ বার। তাহাও যদি না পারা যায় তবে অন্ততঃ একবারই পড়িয়া লইবে। ইহা মাওলার অনেক বড় নাম। (কাহার নাম ? মাওলার নাম।) মহব্বত ও এখলাছের সহিত একবারও যদি তাহাকে ডাক, এই ডাক বৃথা যাইবেনা, খালি ফিরিবে না।

কত নুযূল করিয়া কত বেশী সহজ-সরল রাস্তা বাতলানো হইল। বলুন, ইহা অপেক্ষা সহজ রাস্তা আর কি হইতে পারে ? অতএব বড়ই যালেম সাব্যস্ত হইবে ঐ ব্যক্তি, যে অবহেলা বা অলসতার বশীভূত হইয়া একটিবারও 'ইয়া আর্হামার রাহিমীন' বলিয়া ডাক দিতে না পারিবে।

ওলীর সোহ্বতের বরকতে সহজ রাস্তার বুঝ নসীব

আখতার যদি আল্লাহ্ওয়ালাদের জুতা বহন না করিত, তবে এত বেশী নূযূল করা, এত বেশী নীচে নামিয়া এত আছান পন্থা বলা সম্ভব হইত না। পাঁচশত বারের কম বলা কিছুতেই সম্ভব হইত না। আল্লাহ্র ফযলে আল্লাহ্ওয়ালাদের জুতা বহনের খোশ্-কিসমত, তাঁহাদের সোহ্বত, মহব্বত ও তর্বিয়তের দৌলত নসীব হইয়াছে। তাই, তাঁহাদের অমূল্য বাণী সমূহ আখতারের কানে বাজিতেছে, প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

আমার শায়েখ হযরত শাহ্ আবদুল গণী ফুলপুরী (রঃ) বলিয়াছিলেন যে, মুজাদ্দিদে-মিল্লাত হযরত থানবী (রঃ) আমাকে প্রত্যহ ৭০ বার করিয়া 'দরূদে-তুনাজ্জীনা' পড়িতে লিখিয়াছিলেন। আমার শায়েখ তখন জৌনপুরে শিক্ষকতা করিতেন। তিনি হযরত থানবী (রঃ)-কে লিখিলেন ঃ হযরত, আমি রোজ ষোলটি সবক পড়াই। ফলে, খুবই ক্লান্ত-শ্রান্ত হইয়া পড়ি। তিনি জবাব দিলেন ঃ ঠিক আছে, সত্তর বার পড়িতে কষ্ট হইলে ৭ বারই পাঠ করুন। হাদীস-কোরআনে একে দশের ওয়াদা রহিয়াছে। অতএব, দশবার পড়িলেও ৭০ গুণ সাওয়াব আপনি পাইয়া যাইবেন।

অতএব, আমি যে পাঁচশত বারের স্থলে ১১১ বার পড়িতে বলিয়াছি, বুযুর্গানে-দ্বীনের হেদায়াতের আলোকেই বলিয়াছি। আল্লাহ্পাকের ৯৯ নামের মধ্যে একটি নাম 'কাফী'। আরবী হরফের সংখ্যাতাত্ত্বিক হিসাব মতে কাফীর মোট সংখ্যা হয় একশ' এগার। অতএব, ১১১ বার পাঠ করিলে আল্লাহ্পাক তাহার জন্য কাফী (যথেষ্ট) হইয়া যাইবেন। তাহা ছাড়া, হাদীস শরীফে কোন ওযীফা ৭০ বার, কোনটি ৭ বার পড়ার কথা উল্লেখ হইয়াছে। আর যে কোন দোআ বা ওযীফা কমপক্ষে তিনবার পাঠ করা সুন্নত। অতএব, সুন্নতের নিয়তে কমপক্ষে তিন বারই না হয় পড়িয়া লইবেন।

গোস্বা প্রশমনের জন্য আয়াতের আমল

কেহ কেহ গোস্বা প্রশমনের জন্য নিম্নলিখিত আয়াত শরীফ ৭ বার পাঠ করিয়া পানিতে দম করিয়া তাহা পান করিয়াছেন এবং আয়াতের বরকতে গোস্বার ব্যাধি হইতে মুক্তি পাইয়াছেন। আয়াত শরীফ এই ঃ

وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ
يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ

বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পাঠ করাতেও গোস্বা উপশম হয়। ভাইগণ, খুব খেয়াল রাখিবে যে, আল্লাহ্পাক বহুত বড় মেহেরবান, বড়ই দয়াবান। কাল কিয়ামতে আল্লাহ্পাকের দয়ার আশ্রয় ব্যতীত আমাদের কোন রক্ষা নাই।

নেক্ মানবদের আলামত

অতএব, যতবেশী সম্ভব আল্লাহ্র বান্দাদের কসূর ক্ষমা কর। নিজে কষ্ট সহ্য

কর, কিন্তু কাহাকেও কষ্ট দিওনা। আর এ সকল গুণাবলী হইতেছে নেক-বান্দাদের আলামত। আল্লাহ্‌পাক পবিত্র কুরআনে বলিয়াছেন ঃ

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ

'নেক্-বান্দাগণ নেআমত সমূহের মধ্যে থাকিবে।'

আল্লামা বদ্‌রুদ্দীন আইনী (রঃ) বোখারী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, হযরত হাসান-বস্‌রী (রঃ) বলিয়াছেনঃ

اَلَّذِيْنَ لَا يُؤْذُوْنَ الذَّرَّ وَلَا يَرْضَوْنَ الشَّرَّ

'নেক-বান্দা তাহারা, যাহারা পিপীলিকাকেও কষ্ট দেয় না এবং খারাপ কাজে তথা আল্লাহ্‌র নাফরমানীর কাজে খুশী হয়না।' অন্যকেও যদি নাফরমানীতে লিপ্ত দেখে, উহাতেও তাহাদের অন্তরে আঘাত লাগে যে, হায়, লোকটি আমার আল্লাহ্‌র নাফরমানী করিতেছে?

সারকথা এই যে, নেক বান্দাদের দুইটি আলামতঃ (১) কোন মাখলূককে, এমনকি, পিঁপড়াকে পর্যন্ত কষ্ট না দেওয়া (২) আল্লাহ্‌র নাফরমানীর কাজে খুশী না হওয়া, বরং নারাজ ও মর্মাহত হওয়া।

ফলকথা, কেহ যেন আমাদের কোন কাজের দ্বারা, বিশেষতঃ গোস্বা-ক্রোধ, জেদ-খেদ প্রভৃতির ফলে কোন রূপ কষ্ট না পায়, এই চেষ্টা ও মোজাহাদা আমাদিগকে অব্যাহত রাখিতে হইবে। ক্রোধের সময়টা খুবই নাযুক ও স্পর্শকাতর। অতএব, সেক্ষেত্রে খুব সতর্ক থাকিতে হইবে; মোজাহাদা করিয়া বর্‌বাদী হইতে বাঁচিতে হইবে।

যাহার মালিক সর্বশক্তিমান, তাহাকে দুর্বল মনে করা কি সমীচীন ?

আচ্ছা, একটি বিষয় খুব লক্ষ্য করার মত। তাহা এই যে, যে যত সবল, তাহার গাস্বাও তত প্রবল হইয়া থাকে। কিন্তু, তাহার চাইতে বেশী সবল ব্যক্তি যদি সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়, তখন তাহার গোস্বার আগুন একেবারে পানি হইয়া যায়। বুঝা গেল, মানুষ যখন নিজেকে সবল এবং প্রতিপক্ষকে অসহায় ও দুর্বল মনে করে, তখনই তাহার দ্বারা গোস্বা ও গোস্বাঘটিত বিপর্যয় সমূহ সৃষ্টি হয়। কিন্তু, যাহার মা'বূদ সর্বশক্তিমান, তাহাকে দুর্বল মনে করা কি সমীচীন?

হযরত ডাক্তার আবদুল হাই ছাহেব (রঃ)-এর সাহেবজাদা ডাক্তার আহ্সান সাহেব একদিন আমাকে বলিতেছিলেন ঃ লোকেরা বলিয়া থাকে, হুযূর, গোস্বার মধ্যে আমি একদম পাগল ও দিশাহারা হইয়া যাই। ডাক্তার আহ্সান সাহেব হাসিয়া বলিলেন, 'গোস্বা' ভারী চালাক জিনিস। কারণ, গোস্বা কিছুতেই দিশাহীন বা পাগল হয় না। ইহার প্রমাণ এই যে,গোস্বাগ্রস্ত অবস্থায় তাহার চাইতে দ্বিগুণ সবল কোন ব্যক্তি যদি ছোরা বা পিস্তল লইয়া তাহার দিকে ছুটিয়া আসে, তখন এই গোস্বাগ্রস্ত সাহেব যিনি এতক্ষণ এই বুলি আওড়াইতে ছিলেন যে, গোস্বায় আমার মাথা ঠিক নাই, আমি পাগল হইয়া গিয়াছি, দেখিবেন, কিভাবে তিনি জান্ লইয়া দ্রুত পলায়ন করিতেছেন। তখন তিনি আর পাগল বা দিশাহারা থাকেন না, মস্তিষ্কে তখন বিবেক-বুদ্ধি সবকিছুই ফিরিয়া আসে। বুঝা গেল, গোস্বা খুবই চতুর। দুর্বলকে সম্মুখে দেখিলে খুব সবল হইয়া উঠে, নিজেকে পাগল ভাবার অজুহাতও খাড়া হয়। কিন্তু, নিজের চাইতে অধিক সবল-পালোয়ানকে যখন দেখে, তখন মুহূর্তের মধ্যে তাহার আকল্-হুশ সবই দুরুস্ত হইয়া যায়। ফলে, হাত জোড় করিয়া, পায়ে ধরিয়া কান্নাকাটি আরম্ভ করে আর বলে ঃ আমাকে মাফ করিয়া দিন, মাফ করিয়া দিন। ব্যস্, গোস্বা তখন এমনিভাবে গায়েব হয়, যেমন গাধার মুণ্ড হইতে শিং গায়েব।

আল্লাহ্র সন্তুষ্টির ফিকিরকারীরা গোস্বাকে নিয়ন্ত্রণে রাখে

কিন্তু, যাহারা আল্লাহ্র রেযামন্দি তালাশ করিয়া ফিরেন, আল্লাহ্পাকের ঐ সকল খাস্ বান্দাগণ হাজারো গোস্বার হালতেও গোস্বাকে কাবু করিয়া নিজে গোস্বার উপর জয়ী থাকেন। গোস্বা তাহাদিগকে কাবু করিতে পারে না বরং তাহারা গোস্বাকে কাবু ও পরাস্ত করিয়া ফেলেন। যেমন, হযরত মূসা আলাইহিস্-সালাম অত্যন্ত শক্তিশালী ছিলেন।

হযরত মূসা (আঃ)-এর শক্তি ও ধৈর্যের দৃষ্টান্ত

পবিত্র কুরআন বলিতেছে যে, হযরত মূসা (আঃ) এক কিব্তীকে একটি ঘুষি মারিয়া ছিলেন। সেই এক ঘুষিতেই তাহার প্রাণবায়ু বাহির হইয়া গিয়াছিল। যাহার একটিমাত্র ঘুষির এত বড় শক্তি, চিন্তা করুন যে, তিনি কত বড় শক্তিশালী ছিলেন।

একবার তিনি আল্লাহ্পাকের হুকুমে বিরাট এক পাথরের উপর তাঁহার লাঠি দ্বারা আঘাত করিলেন। পহেলা আঘাতেই পাথরের একাংশ বিচূর্ণ হইয়া উড়িয়া গেল। এভাবে দ্বিতীয়-তৃতীয় আঘাতে বাকী অংশও যখন বিচূর্ণ হইয়া গেল, তখন

তিনি দেখিতে পাইলেন যে, ঐ পাথরের মধ্য হইতে একটি কীট বাহির হইয়া আসিয়াছে, যাহার মুখের মধ্যে একটি সবুজপাতা। সে রিযিক হিসাবে তাহা ভক্ষণ করিতেছে। অথচ, এই বিরাট পাথরটির গায়ে কোথাও কোন ছিদ্র ছিলনা। প্রতিটি মাখলূক্‌কে কিভাবে রিযিক পৌছান হইতেছে, আল্লাহ্‌পাক হযরত মূসা (আঃ)-কে তাহা দেখাইতে চাহিয়াছিলেন।

নিশ্ছিদ্র পাথরের মধ্যে যিকিরে মশগুল কীট

'তাফসীরে-রূহুল-মাআনীর' মধ্যে 'ওামা-মিন্ দাব্বাতিন' আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আল্লামা আলূসী (রঃ) এই ঘটনা উল্লেখ করিয়াছেন। নবীদের ঈমান সবচাইতে কামেল হইয়া থাকে। সন্দেহ-সংশয় হইতে তাঁহারা সম্পূর্ণ মুক্ত থাকেন। তাই, কোনরূপ সন্দেহ্ বশতঃ নয় বরং কিরূপে প্রতিটি মাখলূক্‌কে আল্লাহ্‌পাক রিযিক পৌঁছাইয়া থাকেন তাহার তফ্‌সীল জানার খেয়াল জাগিয়াছিল হযরত মূসা (আঃ)-এর অন্তরে। তাই, আল্লাহ্‌পাক তাঁহাকে হুকুম করিলেন যে, ঐ পাথরের উপর তোমার লাঠি দ্বারা আঘাত কর। তৃতীয় আঘাতে প্রস্তরের তৃতীয় খণ্ডের মধ্য হইতে একটি সবুজ পাতা মুখে রাখা অবস্থায় একটি কীট বাহির হইল। উক্ত কীট একটি ওযীফা পাঠে রত ছিল। তাহার সেই ওযীফাটি ছিল এই ঃ

سُبْحَانَ مَنْ يَرَانِىْ وَيَسْمَعُ كَلَامِىْ وَيَعْرِفُ مَكَانِىْ وَ
يَذْكُرُنِىْ وَلَا يَنْسَانِىْ

অর্থাৎ আমি আমার মা'বূদের পবিত্রতা ঘোষণা করিতেছি যিনি আমাকে পাথরের এই নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের মধ্যেও দেখিতেছেন, যিনি আমার কথা শুনিতেছেন, তিনি আমার ঠিকানা জানেন, আমাকে স্মরণ করেন এবং এক মুহূর্তের জন্যও আমাকে ভুলেন না, যাহার ফলে কোন এক বেলার রুজি না পাওয়ারও কোন আশংকা থাকিতে পারে। (রূহুল-মাআনী ১২শ খণ্ড, ২য় পৃঃ)

জ্বালাতনকারী বকরীর প্রতি হযরত মূসা (আঃ)-এর দয়া ও ধৈর্য

এত বড় শক্তির অধিকারী এই হযরত মূসা (আঃ)-এরই একটি ঘটনা। ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (রঃ) তাঁহার 'তাফ্‌সীরে-কাবীরের' মধ্যে লিখিতেছেন যে,

নবুয়ত-প্রাপ্তির পূর্বে একদা তাঁহার বকরীর পাল হইতে একটি বকরী দল ছাড়িয়া অন্যদিকে দৌড়াইয়া ছুটিল। হযরত মূসা (আঃ)-ও উহার পিছনে পিছনে দৌড়াইতেছিলেন। বকরীটি দৌড়াইতে দৌড়াইতে কয়েক মাইল অতিক্রম করিয়া গেল। তিনিও বরাবর উহার পিছনে দৌড়াইতে থাকিলেন। কাঁটা আর কাঁটা বিদ্ধ হইয়া তাঁহার পা-মুবারক রক্তরঞ্জিত হইয়া রক্ত ঝরিতেছিল। অবশেষে, বকরীটি ক্লান্ত হইয়া এক স্থানে দাঁড়াইয়া গেল এবং খুব হাঁপাইতেছিল। হযরত মূসা (আঃ) তখন বকরীটিকে ধরিয়া ফেলিলেন।

একটু চিন্তা করিয়া দেখুন যে, আমরা যদি এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হইতাম তবে ঐ বকরীটিকে আমরা কত পিটান্ যে পিটাইতাম। বরং ছুরি লইয়া যবেহ্ করিয়া দিয়া আচ্ছা মত মনের ঝাল মিটাইতাম। কিন্তু, হযরত মূসা (আঃ) কি করিলেন, তিনি নিজের পায়ের আগে বকরীর হাত-পায়ের কাঁটা সমূহ বাহির করিলেন; উহার হাত-পা দাবাইয়া দিলেন। অতঃপর তিনি উহাকে কাঁধে তুলিয়া যে-স্থান হইতে ভাগিয়া গিয়াছিল, সেখানে নিয়া পৌছাইলেন। হযরত মূসা (আঃ) তখন ক্রোধান্বিত হন নাই। বরং বকরীর কষ্ট ও রক্ত দেখিয়া তাঁহার চক্ষুদ্বয় হইতে অশ্রু ঝরিতেছিল। কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছিলেন ঃ হে বক্‌রী! মূসার প্রতি তোর মনে কোন দয়া-মায়া যদি নাও আসিয়া থাকে, তবে অন্ততঃপক্ষে তোর নিজের উপরও ত রহম করা উচিত ছিল ? কেন তুই নিজেকে এত বড় কষ্টের মধ্যে ফেলিয়াছিলি ?

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (রঃ) লেখেন যে, ফেরেশতাগণ তখন আল্লাহ্‌পাকের নিকট আর্যি পেশ করিলেন যে, আয় আল্লাহ্! আপনার এই বান্দাকে নবুয়তের উপযুক্ত বলিয়া মনে হয়। এত বড় সবর, এত বেশী ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা! আয় আল্লাহ্, আপন দয়ায় আপনি তাঁহাকে নবী বানাইয়া দিন। আল্লাহ্‌পাক বলিলেন, হে ফেরেশতাগণ, আমার এলেমের মধ্যে আমি তাঁহাকে নবী হিসাবেই মনোনীত করিয়া রাখিয়াছি।

ভাইগণ, আল্লাহ্‌পাক যাহাদিগকে বুলন্দ মর্তবা ও উচ্চ মর্যাদা নসীব করেন, ধৈর্য-সহ্যের বিরাট শক্তিও তাহাদিগকে প্রদান করেন। সামান্য একটু রাগ বা গোস্বা উঠিল, আর অমনি পাগল ও বেদিশা হইয়া গেলাম, ইহা অত্যন্ত নীচু কাজ , নীচু স্বভাব।

নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর ধৈর্য দেখিয়া ইংরেজও অভিভূত

হুযূর-পোরনূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন ঃ

لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصُّرَعَةِ اِنَّمَا الشَّدِيْدُ الَّذِىْ يَمْلِكُ نَفْسَهٗ عِنْدَ الْغَضَبِ

'পালোয়ান সে নয় যে কাহারও সহিত কুস্তি ধরিয়া তাহাকে পরাজিত-ভূপাতিত করিয়া ফেলে। বরং পালোয়ান ত সেই ব্যক্তি যে গোস্বার মুহূর্তে নিজেকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখিতে সক্ষম হয়।'

একজন গ্রামীণ সাহাবী যিনি সবেমাত্র ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন, বিস্তারিত তা'লীম না পাওয়ার দরুণ মসজিদের আদব সমূহ সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। তিনি মসজিদে–নববীতে আসিলেন এবং আচানক্ মসজিদের ভিতরেই পেশাব করিতে লাগিলেন। সাহাবীগণ দৌড়াইয়া গিয়া রাগতঃস্বরে বলিতে লাগিলেন ঃ হায়, তুমি কি কাণ্ড করিতেছ ? নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলিলেন ঃ 'তোমরা তাহাকে বাধা দিওনা। কাজ শেষ করিতে দাও।' উক্ত সাহাবী আরামের সহিত প্রস্রাব শেষ করার পর হুযূর তাঁহাকে নিজের কাছে ডাকিয়া আনিলেন এবং কোমল ভাবে বুঝাইয়া দিলেন যে, মসজিদ হইতেছে আল্লাহ্‌র যিকির, নামায, কুরআন তেলাওয়াত প্রভৃতি এবাদতের খাস্ জায়গা। মসজিদের মধ্যে পেশাব করা বা ময়লা-আবর্জনা ফেলা উচিত নয়। অতঃপর তিনি এক বাল্‌তি পানি আনাইয়া পেশাবের স্থানে ঢালিয়া দেওয়াইলেন।

হযরত মাওলানা সাইয়েদ সুলায়মান নদভী (রহঃ) তাঁহার 'খোৎবাতে- মাদ্রাছ' গ্রন্থে লিখিতেছেন যে, জনৈক ইংরেজ-ঐতিহাসিক লিখিয়াছেনঃ আমি মুসলমানদের পয়গাম্বর হযরত মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম)-এর মধ্যে যেই ধৈর্য-সহিষ্ণুতা, জ্ঞান-বুদ্ধির পূর্ণতা ও প্রখরতা দেখিয়াছি, অন্য কাহারও মধ্যে আমি তাহা দেখিতে পাই নাই। কারণ, কেহ যদি কাহারও পবিত্র ধর্মীয় স্থানে প্রস্রাব করে তখন কিছুতেই তাহার হুশ-বিবেক স্বাভাবিক থাকিতে পারে না। কিন্তু, মুসলমানদের পয়গাম্বর মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম)-এর জ্ঞান-বুদ্ধির পূর্ণতা ও পরিপক্কতা দেখিয়া একজন কাফের হওয়া সত্ত্বেও আমি বিস্মিত ও স্তম্ভিত

হইয়া গিয়াছি যে, কিভাবে তিনি তাঁহার আবেগকে সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণে রাখিলেন এবং কী সুন্দর কৌশল প্রয়োগ করিয়া সমগ্র মসজিদ যাহাতে অপবিত্র ইহয়া না যায় সেই ব্যবস্থাও করিতে পারিলেন। বস্তুতঃ ঐ পরিস্থিতিতে ইহাই ছিল বিবেকের তাগিদ। কারণ, ঐ অবস্থায় যদি তাহাকে ধমকানো হইত এবং দৌড়ান হইত, তাহা হইলে সমগ্র মসজিদই তখন নাপাক হইয়া যাইত। এমনই একটা নাযুক মূহূর্তে তিনি এমন সহিষ্ণুতা ও দূরদর্শীতা প্রদর্শন করিয়াছেন যাহার ফলে সমগ্র মসজিদের বদলে সামান্য একটু জায়গা মাত্র নাপাক হইয়াছে এবং অতি সহজেই তাহা পাক করিয়া লওয়া হইয়াছে।

এখানে এই ঘটনা উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হইতেছে এই কথা বুঝানো যে, ছবর ও সহিষ্ণুতা মস্ত বড় জিনিস।

প্রিয় নবীর সোহ্বতের বরকতে উষ্ট্রচারক জাতি জগতের দিশারী

হায়, যেই জাতি একদা উট চরাইয়া ফিরিত, হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর সোহ্বতের বরকতে সেই উষ্টচারক জাতি কোথা হইতে কোথায় গিয়া পৌঁছিয়াছিল। কবি আকবর এলাহাবাদী কত বাস্তব বলিয়াছেন ঃ

در فشانی نے تری قطروں کو دریا کردیا
دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو بینا کردیا
جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے
کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا

অর্থ ঃ 'ওহে প্রিয় নবী, আপনার মনি-মুক্তা বর্ষণকারী সোহ্বত (সান্নিধ্য) এক-একটি বিন্দুকে এক-একটি সাগরে পরিণত করিয়াছে; অন্ধকার হৃদয় সমূহকে আলোকোদ্ভাসিত করিয়া দিয়াছে; দৃষ্টিহীনকে দৃষ্টি সম্পন্ন করিয়াছে। যাহারা নিজেরাই ছিল পথহারা, দিশাহারা, আপনার নূরানী সোহ্বতের বরকতে তাহারাই হইয়াছে পথপ্রদর্শক, সত্যের দিশারী। জানিনা, সে কী নজর ছিল যাহার প্রভাবে ঐ মৃত মানুষদের আত্মাগুলি শুধু উজ্জীবিতই নয় বরং জীবনদানের শক্তি সম্পন্ন হইয়া গেল।'

হযরত উমর (রাঃ) আমীরুল-মুমিনীন ছিলেন, সাড়ে দশ বৎসর যাবত খেলাফতের মহান দায়িত্ব পালন করিয়াছেন। তাঁহার নাম শুনিয়া ঈসায়ী দেশ সমূহের রাজা-বাদশারা পর্যন্ত কাঁপিয়া উঠিত, রোম-পারস্যের ঝাণ্ডা সমূহ নুইয়া যাইত। একদা তিনি নিজকে নিজে বলিতে লাগিলেন ঃ হে উমর! তুই ছিলি উটের রাখাল; সাইয়েদুল-আম্বিয়া মুহাম্মাদুর-রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর জুতার বরকতে আজ তুই মুসলমানদের খলীফা বা আমীরুল-মুমিনীন হইয়া দেশ শাসন করিতেছিস!

হযরত ওমর (রাঃ)-এর গোস্বার গতি বদল ও বিনয়

একদা কেহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হুযূর, আপনি ত বিষম রাগী মানুষ ছিলেন, আপনার সেই রাগ-গোস্বার এখন কি হালত ? তিনি বলিলেন, ইসলাম-পূর্বকালে আমার গোস্বা ছিল ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে, আর এখন তাহা কুফর ও কাফেরদের বিরুদ্ধে। এখন ত আমি ছোট ইহতে ছোট মুসলমানের প্রতিও সম্মান প্রদর্শন করি।

আফ্রিকার এক কালো গোলাম হযরত বেলাল রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু। হযরত উমর (রাঃ) তাঁহাকে 'ইয়া ছাইয়েদী বেলাল', অর্থাৎ হে আমার সর্দার পরম শ্রদ্ধেয় হযরত বেলাল বলিয়া সম্বোধন করিতেন। আমার ভাইগণ, লক্ষ্য করুন, কুরাইশী নেতাদের অন্যতম, শ্রেষ্ঠ কুরাইশ-খান্দানের এক মহান ব্যক্তিত্ব ও রাসূলে-খোদার পিয়ারা উযীর একজন হাব্‌শী-গোলামকে 'আমার সর্দার', 'আমার পরম শ্রদ্ধেয়' বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন।

আল্লাহ্‌র ভয়ে হযরত ওমর (রাঃ) ছোটর সম্মুখে কিরূপ ছোট হইয়া গেলেন

হুযূর-পোরনূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর দুইজন বিশিষ্ট উপদেষ্টা ছিলেন। একজন হযরত আবূবকর সিদ্দীক (রাঃ), আর একজন হযরত উমর (রাঃ)। এ দুইজন রাসূলে-খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর এত ঘনিষ্ঠ উযীর ছিলেন যে, গভীর রাত পর্যন্ত তিনি তাঁহাদের সহিত বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ করিতেন, অন্য কোন সাহাবী সেখানে থাকিতেন না।

কিন্তু, এই হযরত উমর (রাঃ) কর্তৃক একদিন একটা বিচ্যুতি ঘটিয়া গেল। তাঁহার মুখ হইতে ফস্ করিয়া এই কথাটা বাহির হইয়া গিয়াছিল যে, হে বেলাল,

তুমি কালো। সঙ্গে-সঙ্গে তাঁহার খেয়াল হইল যে, হায়, আমি কি অনুচিত উক্তি করিয়া ফেলিলাম।

প্রসঙ্গক্রমে একটি কথা আরয করিয়া দিই। তাহা এই যে, আল্লাহ্পাকের মকবূল বান্দাদের পক্ষ হইতে কখনও যদি কোন বিচ্যুতি ঘটিয়া যায় তবে আল্লাহ্পাক অবিলম্বে তাহাদিগকে সে বিষয়ে সতর্ক করিয়া দেন। ফলে, তাঁহারা নিজের ভুল-বিচ্যুতি উপলব্ধি করিতে সক্ষম হন ; তাঁহাদের অন্তরের মধ্যে তাহা ধরা পড়িয়া যায়। এই উপলব্ধি হওয়া বা ধরা পড়াটাই আলামত যে, সে আল্লাহ্পাকের মকবূল বান্দা।

সুতরাং হযরত উমরের অন্তরে সঙ্গে-সঙ্গে তাহা উপলব্ধি হইয়া গেল। তিনি যমীনের উপর শুইয়া পড়িলেন এবং বলিলেন, হে বেলাল ! উমর যমীনের উপর শুইয়া পড়িয়াছে, তুমি তোমার পদযুগল দ্বারা উমরের দেহ মাড়াইয়া যাও, যাহাতে উমর কাল্ কিয়ামতে আল্লাহ্পাকের নিকট অদ্যকার এই কঠিন অপরাধের ক্ষমা পাইতে পারে। কিন্তু, হযরত বেলাল তাহা করিলেন না। তিনি বলিতে লাগিলেন, আপনি আল্লাহ্র রাসূলের প্রিয়তম সাহাবী, তাঁহার শ্বশুর, আপনার মেয়ে প্রিয়নবীর স্ত্রী এবং মোমেনদের আম্মাজান। অতএব, আমার জন্য ইহা কিভাবে সম্ভব যে, আপনার দেহের উপর আমি আমার পা রাখি ? আমি আপনাকে আল্লাহ্র ওয়াস্তে মাফ করিয়া দিলাম। মহান খলীফা হযরত উমর (রাঃ) এইভাবে তাঁহার আখেরাতের পথ পরিষ্কার করিয়া নিলেন।

আল্লাহ্র ভয়ে হযরত উমর (রাঃ) ভিস্তির বেশে

খেলাফতের আমলে একদা তাঁহার অন্তরে এরূপ একটা খেয়াল জাগিল যে, 'উমর, তুমি ত মুসলমানদের খলীফা।' ইহা কোন অহংকার বা অহমিকা ছিল না, বরং অনিচ্ছাকৃত ভাবে একটি খেয়াল মাত্র আসিয়াছিল। আর কি, সঙ্গে সঙ্গে তিনি এক মশক পানি ভরিয়া নিজ কাঁধে বহন করিয়া এক গরীব মুসলমানের বাড়ীতে গিয়া তাহার দরজায় করাঘাত করিলেন। বলিলেন, দরজা খোল এবং ভিতরে পর্দা করিয়া লও, উমর তোমাদের পানি ভরিয়া দিতে আসিয়াছে।....

আল্লাহ-আল্লাহ্! ভাইগণ, খেয়াল করুন যে, ইনি কে? খলীফায়ে-রাশেদ, আমীরুল মূমিনীন, সুবিশাল রাজত্ব ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা যাঁহার হাতের মুঠায়। এত বড় ক্ষমতার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও কেন তিনি এমন একটা পথ অবলম্বন করিলেন ?

একমাত্র নফ্স্কে মিটাইবার জন্য, আখেরাত সামলাইবার জন্য। আল্লাহ্র ওলীগণ এই ভাবেই নিজের নফ্স্কে মিটাইয়া থাকেন।

এস্তেগ্ফারের বরকতে আযাব রহিত

গোস্বা সম্পর্কে এ সকল ঘটনাবলী আমি এ জন্য শুনাইতেছি যে, আল্লাহ্র মক্বূল ও প্রিয়পাত্র হওয়ার চিহ্ন ইহাই যে, যে কোন সময় কোন ত্রুটি হইয়া গেলে অবিলম্বে তাহা ক্ষমা করাইয়া লইবে, তওবা ও এস্তেগফারে (আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনায়) মোটেই বিলম্ব করিবে না। কারণ, এস্তেগফার যখন কাফেরদের জন্যও উপকারী,তাহা হইলে কেন তাহা মুসলমানদের জন্যে উপকারী হইবে না ? কাফের-মোশ্রেকেরা তাওয়াফ করার সময় 'গুফ্রানাকা' বলিত, অর্থাৎ আয় আল্লাহ্, আমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দাও। কাফেরদের এই আর্যির জবাবে পবিত্র কুরআনের এই আয়াত নাযিল হইল ঃ

وَ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ
وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ

অর্থাৎ ' হে নবী! যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি তাহাদের মধ্যে (জীবিতাবস্থায়) বর্তমান আছেন ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্পাক তাহাদের উপর আযাব নাযিল করিবেন না। এবং যতক্ষণ তাহারা এস্তেগফার করিতে থাকিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্পাক তাহাদিগকে আযাব বা শাস্তি প্রদান করিবেন না।'

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হাকীমুল-উম্মত, মুজাদ্দিদুল-মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রঃ) 'তাফসীরে-বয়ানুল-কুরআনের' মধ্যে লিখিয়াছেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা কাফেরদিগকে আযাব না দেওয়ার যে সুসংবাদ শুনাইয়াছেন, উহার অর্থ এই যে, তাহারা যদি এস্তেগ্ফার (অর্থাৎ আল্লাহ্পাকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা) করিতে থাকে তবে দুনিয়াতে তাহাদিগকে আযাব দেওয়া হইবে না। কিন্তু, ঈমান না থাকার দরুন আখেরাতের আযাব হইতে রেহাই পাইবে না। মস্ত বড় মুহাদ্দিছ হযরত মোল্লা আলী ক্বারী (রঃ) এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন ঃ

اِذَا كَانَ الْاِسْتِغْفَارُ يَنْفَعُ الْكُفَّارَ
فَكَيْفَ لاَ يُفِيْدُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْاَبْرَارَ

مرقاة ج٥ صـ١٢٣

অর্থাৎ এস্তেগ্‌ফার দ্বারা যখন কাফেরেরা পর্যন্ত উপকৃত হইতেছে এবং অন্ততঃপক্ষে দুনিয়াবী আযাব হইতে নাজাত পাইয়া যাইতেছে, তাহা হইলে, যাহারা মোমেন-মুসলমান, সেই এস্তেগফার দ্বারা তাহারা কেন উপকৃত হইবে না ? অবশ্যই হইবে।

হযরত মোল্লা আলী-ক্বারী (রঃ) তাঁহার মের্‌কাত কিতাবের ৫ম খণ্ডে বাবুল্‌-এস্তেগফারের মধ্যে লিখিয়াছেন যে, হযরত আলী (রাঃ) বলিয়াছেন ঃ হে সাহাবীগণ, হে তাবেঈন, হে মুসলমানগণ, তোমরা শুনিয়া রাখ এবং কিয়ামত পর্যন্তের জন্য শুনিয়া রাখ, আল্লাহ্‌পাক এই আয়াতের মধ্যে তাহার আযাব হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য দুইটি 'আমান' (রক্ষাকবচ) প্রদান করিয়াছেন। তন্মধ্য হইতে একটি তিনি উঠাইয়া নিয়াছেন অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ্‌ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামকে লইয়া গিয়াছেন। কিন্তু, দ্বিতীয়টি এখনও মওজুদ আছে অর্থাৎ এস্তেগফার। এতএব, তোমরা যদি আল্লাহ্‌পাকের নিকট মাগ্‌ফেরাত (ক্ষমা) চাহিতে থাক এবং রোনাযারী, কান্নাকাটি করিতে থাক, তাহা হইলে ইন্‌শাআল্লাহ্‌ তোমরা আল্লাহ্‌র আযাব হইতে নাজাত পাইয়া যাইবে।

কোন ভুল-বিচ্যুতি ঘটিয়া গেলে অবিলম্বে তওবা-এস্তেগফার

তাই, যখনই কোন ভুল-বিচ্যুতি ঘটিয়া যায়, দুই রাক্‌আত তওবার নামায পড়িয়া কাকুতি-মিনতি সহকারে আল্লাহ্‌র নিকট কাঁদাকাটি কর, মাফ চাও, মাফ করাইয়া লও। যে যে স্থানে চোখের পানি লাগিবে, দোযখের আগুন উহার উপর হারাম হইয়া যাইবে। আল্লাহ্‌পাক বড় মেহেরবান, বড়ই দয়াবান। যদি তিনি একটি অঙ্গকে জান্নাতে দাখিল করেন, তবে পুরা দেহ্‌কেই তিনি জান্নাতে দাখিল করিয়া দিবেন। এত বড় মেহেরান মা'বূদের পক্ষে ইহা কিরূপে শোভা পায় যে, শুধু চেহারাকে তিনি জান্নাতে দাখিল করিবেন, আর বাকী দেহকে দোযখের মধ্যে ঢালিয়া দিবেন। অতএব, যখনই কোন গুনাহ্‌ হইয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে দয়াময় মা'বূদের নিকট মিনতি ভরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। বান্দাদিগের হক্‌ সম্পর্কিত কোন ত্রুটি হইয়া থাকিলে যথাযথভাবে উহার সংশোধন করিয়া লইবে ও ক্ষমা করাইয়া নিবে। নাহক ভাবে কাহারও মাল ভক্ষণ বা হরণ করিয়া থাকিলে কেবল 'ইয়া আল্লাহ্‌ তওবা, ইয়া আল্লাহ্‌ তওবা' যপ্‌ করিলেই ক্ষমা হইয়া যাইবেনা। বরং উক্ত মাল যথা নিয়মে উহার হক্‌দারকে পৌছাইয়া দিলে তখন ক্ষমা প্রাপ্ত হইবে।

অনুরূপভাবে, গোস্বার হালতে মুখের দ্বারা কোন কটুকথা বা হাত–পা ইত্যাদির দ্বারা কোন যুলুম হইয়া থাকিলে হাত জোড় করিয়া মাফ চাহিয়া যেকোন ভাবেই হউক তাহাকে সন্তুষ্ট করিয়া দিবে। অন্যথায়, কাল কিয়ামতে আক্ষেপও করিবে, ভোগান্তিও ভোগ করিতে হইবে।

গোস্বার ব্যাপারে সদা সতর্ক থাকিবে

সর্বদা সতর্ক ও সচেতন থাকিবে এবং খেয়াল রাখিবে যে, আমি কিনা আবার গোস্বার বশীভূত হইয়া পড়িয়াছি বা পড়িতেছি। গোস্বাকে যদি এস্তেমাল করিতে হয় তবে নিজের উপর এস্তেমাল করুন। মন যখন আপনাকে কোন নারীর প্রতি কুদৃষ্টিপাতের উৎসাহ প্রদান করে তখন গোস্বাকে নিজের চোখের উপর এস্তেমাল করুন। মনকে বলিয়া দিন যে, হে মন, খুব সতর্ক হইয়া শোন্, আমার জীবনও যদি বাহির হইয়া যায় তবে যাউক, তবু আমি ঐ নারীর প্রতি নজর করিবনা।

আমার ভাই, আল্লাহ্‌র মহব্বতের নিয়তে অন্ততঃপক্ষে এইটুকু এরাদা ত করিয়া লও যে, না তাকাইলে যদি আমার জান্ বাহির হইয়া যায় তবে যাউক, তবু আমি তাকাইব না, তবু আমি গুনাহ্ করিবনা। জান্ থাকা–না থাকাতে আমার কিছু আসে-যায় না; আমার আসল বস্তু হইল, আমার মা'বূদ যেন আমার প্রতি নারায না হন, নাখোশ না হন।

সারকথা, গোস্বার শক্তিকে আল্লাহ্‌র নাফরমানী হইতে বাঁচার জন্য নিজের নফ্স্ ও কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে ব্যবহার করুন। আর কখনও যদি জেহাদ করার মওকা আসে তবে কাফেরদের বিরুদ্ধে তাহা খুব এস্তেমাল করুন। বুযুর্গানে-দ্বীনের সহিত মশ্‌ওয়ারা করিয়া-করিয়া জানিয়া লইবেন যে, গোস্বাকে কখন, কোন্ পাত্রে, কোন্ ক্ষেত্রে ব্যবহার করিতে হয় এবং কিভাবে করিতে হয়।

সর্বশেষ আরয

সর্বশেষে আমি এই আরয করিতেছি যে, নফ্সের এস্‌লাহের জন্য সবচেয়ে আসান ত্বরীকা হইল, কোন আল্লাহ্‌ওয়ালার সহিত 'এছ্‌লাহী সম্পর্ক' কায়েম করা। সম্পর্ক কায়েমের পর রীতিমত তাঁহাকে নিজের ভাল-মন্দ সব অবস্থা সমূহ অবহিত করিতে থাকিবেন এবং তিনি যে সকল হেদায়াত ও পরামর্শ প্রদান করেন, পূর্ণ আস্থা ও ভক্তি-বিশ্বাসের সহিত তদনুযায়ী আমল করিবেন। তারপর নিজ চোখে দেখিয়া লউন যে, কত তাড়াতাড়ি আপনার এছ্‌লাহ্ এবং আত্মিক ও চারিত্রিক উন্নতি হইতেছে। আপনার হাল ও আমল দ্বারা তখন ইহাই ঘোষিত হইবে যে—

تونے مجھکو کیا سے کیا شوق فراواں کردیا

پَہْلے جاں پھر جان جاں پھر جان جاناں کردیا

হে মোর্শেদ, তুমি আমাকে কিভাবে কি করিয়া দিলে ? কোথা হইতে কোথায় পৌঁছাইয়া দিলে ? হে মোর্শেদ, তুমি ত আমাকে আপাদমস্তক আমার মাওলার এশ্‌কের সাগরে ডুবাইয়া দিয়াছ। মুর্দাকে তুমি যিন্দা করিয়াছ ; আমার প্রাণের ভিতর তুমি এক নতুন প্রাণ সঞ্চার করিয়াছ। এভাবে তুমি আমাকে আমার মাওলার দেওয়ানা ও মাওলার পেয়ারা বানাইয়া দিয়াছ।

আল্লাহ্‌পাকের নিকট দোআ ও মুনাজাত

বস্‌, এখন দোআ করুন যেন আল্লাহ্‌-পাক আমাদিগকে আমলের তওফীক দান করেন।

আল্লাহুম্মা ছাল্লি আলা ছাইয়িদিনা ওয়া-মাওলানা মুহাম্মাদিনিন্‌–নাবিয়্যিল উম্মিয়্যি, ওয়া-আলিহী ওয়া-ছাহ্‌বিহী ওয়া-বারিক্‌ ওয়াছাল্লিম্‌।

আয় আল্লাহ্‌, যাহা কিছু এতক্ষণ আরয করা হইল, আপনি তাহা আপন রহমতের উসীলায় কবূল করুন। আয় আল্লাহ্‌, আমার যবানকে কবূল করুন, যে যবান আপনার দেওয়া তওফীকের বদৌলতে আপনারই কথা শুনাইতেছে। আমার দোস্ত-আহ্‌বাবের কান সমূহকেও কবূল করুন যাহারা মহব্বতের সহিত আপনার কথা শুনিয়াছে।

আয় আল্লাহ্‌, আমাদিগকে এবং আমাদের ঐ সকল মা-বোনদিগকে যাহারা পর্দার অন্তরাল হইতে ওয়ায-নসীহত শুনিতেছেন, আমাদের সকলকে আপনার মাহ্‌বূব ও পেয়ারা বানাইয়া নিন। আমাদেরকে আপনি কবূল করুন।

আয় আল্লাহ, আপনি বড় মেহেরবান। তাই, আমাদের যবান ও কানকে যদি আপনি কবূল করেন তবে আমাদের সম্পূর্ণ দেহকেও কবূল করিয়া লইবেন, আপনার মহান দরবারে এই আশাই আমরা রাখি।

আয় আল্লাহ্‌, আমাদের দিল্‌ ও রূহ্‌কে কবূল করুন। আয় আল্লাহ্‌, আমাদিগকে আওলিয়ায়ে-সিদ্দীকীনের অন্তর্ভুক্ত করিয়া নিন। আয় আল্লাহ্‌, আমাদের প্রত্যেককে

ওলীআল্লাহ্ বানাইয়া দিন। আমাদের আখলাক-চরিত্রের এবং আমাদের ক্বলবের এছলাহ্ ও তায্‌কিয়া করিয়া দিন।

আয় আল্লাহ্, আমাদিগকে আল্লাহ্‌ওয়ালা যিন্দেগী নসীব করুন। আমাদের তামাম পেরেশানী, বালা-মুসীবত, সর্বপ্রকার কঠিন ও জটিল রোগ, সর্ব প্রকার দুঃখ-কষ্ট, দুর্ভোগ, দুর্দশা হইতে নাজাত ও হেফাযত নসীব করুন। নিরাপদ ও সার্বিক সুখ-শান্তিময় জিন্দেগী নসীব করুন। আপনার রেযামন্দির জিন্দেগী ও 'হায়াতে ত্বইয়েবাহ্' দান করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى

عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ ،

بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ

ক্রোধ সম্পর্কিত দুইখানা হাদীছ শরীফ

১- হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ফরমাইয়াছেন ঃ রাগ-গোস্বা শয়তানের পক্ষ হইতে আসে (অর্থাৎ শয়তানের প্ররোচনার প্রতিক্রিয়া। শয়তানকে সৃষ্টি করা হইয়াছে আগুন হইতে। আর আগুনকে পানিই নির্বাপিত করিতে পারে। অতএব, তোমাদের কাহারও রাগ-গোস্বা আসিলে উযূ করিয়া লইবে। (মের্‌কাত ৯ম খণ্ড, ৩১২ পৃঃ)।

হযরত মোল্লা আলী কারী (রঃ) বলেন, এক রেওয়ায়েতে আছে যে, গোস্বা আসিলে আঊযূ বিল্লাহি মিনাশ-শাইত্বানির রাজীম পড়িবে।

এবং মেরকাতে আছে যে, ইহাতেও যদি ক্রোধ উপশম না হয় তবে উযূ করিয়া নিবে। তবুও যদি উপশম না হয় তবে দুই রাকাত নফল নামায পড়িয়া নিবে। (মের্‌কাত ৯ম খণ্ড, ৩১২ পৃঃ)

ক্রোধগ্রস্ত লোক চার প্রকার

হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের মধ্যে যাহার দ্রুত ক্রোধ আসে, আবার দ্রুত উপশম হইয়া যায়, সে না প্রশংসার যোগ্য, না দোষারোপযোগ্য। এবং যাহার ক্রোধ আসে দেরীতে, দূরও হয় দেরীতে, সেও না প্রশংসাযোগ্য, না দোষারোপ যোগ্য। বস্তুতঃ যাহার ক্রোধ আসে দেরীতে এবং তা

দ্রুত দূরীভূত হইয়া যায়, তোমাদের মধ্যে এমন লোকেরাই সর্বোত্তম। আর তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক খারাপ লোক তাহারা যাহাদের দ্রুত ক্রোধ আসে, কিন্তু দেরীতে দূর হয়। (মেরকাত ৯ম খণ্ড, ৩৩৮ পৃঃ)

হযরত হাকীমুল-উম্মত, মুজাদ্দিদুল-মিল্লাত মাওলানা শাহ্ আশরাফ আলী থানবী (রঃ)এর বাতলানো ক্রোধের প্রতিকার

হাকীমুল-উম্মত হযরত থানবী (রঃ) এক প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন যে, যখন গোস্বা আসে তখন এই চিন্তা করিও যে, আল্লাহ্পাক যদি আমার প্রতিও এরূপ ক্রোধান্বিত হইয়া যান, তখন আমিও তো ইহাই চাহিব যে, আমাকে যেন ক্ষমা করিয়া দেওয়া হয়। অতএব, আমার উচিত যে, আমিও ইহাকে ক্ষমা করিয়া দিই। ইহাও চিন্তা করিও যে, এই লোকটি আমার নিকট এতটা অপরাধী নয়, যতটা আমি আল্লাহ্পাকের নিকট অপরাধী। অতএব, আমি যেরূপ আল্লাহ্পাকের নিকট ক্ষমা পাইতে চাই, তদ্রূপ কেন আমি ইহাকেও ক্ষমা করিয়া দিব না?

দ্বিতীয় কাজ এই করিবে যে, সঙ্গে সঙ্গে ঐ স্থান হইতে সরিয়া যাইবে, সেখানে থাকিবে না, যতক্ষণ না গোস্বা একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া যায়। ইনশাআল্লাহ্ এই ব্যবস্থার ফলে ক্রোধের অপকারিতা হইতে নিরাপদ থাকিবে।

তৃতীয় কাজ এই করিবে যে, কোন একটি সময় নির্দিষ্ট করিয়া প্রত্যহ ঐ সময়ে নিজের দোষাবলীর কথা স্মরণ করিবে এবং মনে করিবে যে, আমি সবচেয়ে নিকৃষ্ট। ইহাতে অহংকারের বুনিয়াদ নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে। আর অহংকার হইল ক্রোধের মূল কারণ। (অহংকার অর্থ, নিজেকে বড় ও অপরকে হেয় মনে করা।)

এবং গোস্বার মুহূর্তে এরূপ খেয়াল করিবে যে, তুই ত সবচেয়ে নিকৃষ্ট। অতএব, তোর চেয়ে যে উৎকৃষ্ট, তাহার প্রতি ত রাগান্বিত হওয়া চাই না।

(তর্বিয়তুছ্-ছালেক ১ম খণ্ড, ২৪৯ পৃঃ)

এক জনের প্রশ্নের উত্তরে লিখিয়াছেন যে, ক্রোধের সময় একটু হিম্মত করা প্রয়োজন। হিম্মত করিয়া যাহার প্রতি ক্রোধ জাগিয়াছে তাহাকে সম্মুখ হইতে সরাইয়া দিবে অথবা নিজে সরিয়া যাইবে। তারপরও যদি ত্রুটি হইয়া যায় তবে উহার সংশোধনের জন্য তাহাই যথেষ্ট যাহা আপনি করিতেছেন (অর্থাৎ ঐ ব্যক্তির নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা)। আর মনের মধ্যে এরূপ সন্দেহ না থাকা চাই যে, সম্ভবতঃ সে অন্তর হইতে মাফ করিয়া দেয় নাই। কারণ, মানুষের দায়িত্ব এতটুকুই যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে রাযী-খুশী করার জন্য অন্তর দিয়া চেষ্টা করিবে। ইহার চেয়ে

বেশী-কিছুর সে দায়িত্বশীল নয়। কারণ, ইহার চেয়ে বেশী-কিছু করার সে ক্ষমতা রাখে না। অতএব, (শরীঅতের দৃষ্টিতে) ক্ষমতা-বহির্ভূত কোন বিষয়ের দায়িত্বও তাহার উপর বর্তায় না।

হযরত থানবী বলেন যে, নিজের উপর যদি ইহা বাধ্যতামূলক করিয়া লওয়া হয় যে, যখনই কাহারও প্রতি ক্রোধ হয়, তাহাকে কিছু হাদিয়া-তোহ্ফা দিয়া দিবে, চাই পরিমাণে কম হউক কিংবা বেশী, তবে ইহা খুবই উপকারী হইবে।

অন্যত্র বলিয়াছেন যে, ইহা ক্রোধের পরীক্ষিত চিকিৎসা যে, যাহার প্রতি ক্রোধ আসিল তাহাকে নিজের নিকট হইতে সরাইয়া দিবে অথবা নিজে তাহার নিকট হইতে সরিয়া যাইবে, সঙ্গে সঙ্গে কোন কাজে লিপ্ত হইয়া যাইবে। (কামালাতে আশরাফিয়া ২৩-২৪ পৃঃ)

এক ব্যক্তি হযরত থানবীর নিকট ক্রোধের পরীক্ষিত ব্যবস্থাপত্র চাহিয়াছিল। জওয়াবে হযরত থানবী লিখিয়াছেন ঃ যাহার সহিত ক্রুদ্ধ আচরণ করা হইয়াছে, ক্রোধ চলিয়া যাওয়ার পর লোকদের সম্মুখে হাত জোড় করিয়া, পায়ে ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করুন, বরং তাহার জুতা-জোড়া নিজের মাথার উপর রাখুন। এক-দুই বার এরূপ করার পর নফ্ছের হুশ-জ্ঞান দুরুস্ত হইয়া যাইবে। (তরবিয়াতুছ-ছালেক ১ম খণ্ড ৩৪২ পৃঃ)

ক্রোধ সম্পর্কে অন্য এক লোকের প্রশ্নের উত্তরে লিখিয়াছেন যে, দ্রুত রাগ-ক্রোধ পয়দা হওয়া স্বভাবজাত বিষয়, যাহা মানুষের ক্ষমতা-বর্হিভূত ব্যাপার। শরীঅত কাহাকেও এতটুকুর জন্য দোষী সাব্যস্ত করে না। অবশ্য যেই ব্যাপারে ক্রোধ জাগিয়াছে সেক্ষেত্রে সীমালংঘন করা দোষণীয়। অর্থাৎ ক্রোধের অনুকূলে কাজ করা তখন দোষণীয় যখন তাহাতে সীমা অতিক্রম করা হয়। আর ক্রোধের দাওয়াই হিম্মত ব্যতীত আর কিছুই নাই। অর্থাৎ ক্রোধের সময় দৃঢ়-মনোবলের সহিত আত্ম-নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করিবে। আর নিম্নোক্ত বিষয়গুলি সেই হিম্মতের পক্ষে সহায়ক হইবে ঃ যাহার প্রতি ক্রোধ জাগিয়াছে, তৎক্ষণাৎ তাহার নিকট হইতে দূরে চলিয়া যাওয়া, আঊযু-বিল্লাহ্ ..... পড়া, নিজের অপরাধ ও দোষাবলী স্মরণ করা এবং এই কথা চিন্তা করা যে, আমি যে তাহার প্রতি ক্রোধান্বিত হইতেছি, ইহাতে আল্লাহ্পাকও তো আমার প্রতি ক্রোধান্বিত হইয়া যাইতে পারেন। তখন আমার কি উপায় হইবে ?

আর দীর্ঘ দিন পর্যন্ত কষ্ট করিয়া, চিন্তা করিয়া করিয়া কৃত্রিম ভাবে নরম ব্যবহার অবলম্বনের চেষ্টা করিতে থাকিবে। দীর্ঘ দিন পর ইহা 'স্থায়ী-গুণে' পরিণত হইয়া যাইবে। হিম্মত হারাইবে না।

(তর্‌বিয়তুছ-ছালেক ১ম খণ্ড, ২৪৬ পৃঃ)

ক্রোধ দমনের অব্যর্থ ব্যবস্থাপত্র

হাকীমুল-উম্মতের সর্বশেষ খলীফা মুহীউচ্ছুন্নাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ আবরারুল হক ছাহেব দামাত্ বারাকাতুহুম-এর বাতলানো ব্যবস্থাপত্র ঃ

নিম্ন বর্ণিত বিষয়গুলি প্রত্যহ এত বার পাঠ কিরবে, যেন ক্রোধের সময় অবশ্যই তাহা স্মরণ থাকে—

১— আঊযু-বিল্লাহ্ (পূর্ণ) পাঠ করা।

২— উযূ করা।

৩— দাঁড়াইয়া থাকিলে বসিয়া যাওয়া, বসিয়া থাকিলে শুইয়া যাওয়া।

৪— যাহার প্রতি ক্রোধ আসিতেছে তাহার সম্মুখ হইতে সরিয়া যাওয়া অথবা তাহাকে সরাইয়া দেওয়া।

৫— কোন নেক্-লোকের সাহচর্যে বসিয়া যাওয়া।

৬— আল্লাহ্র যিকিরে মশগুল হইয়া যাওয়া, দরূদ শরীফও পাঠ করা।

৭— যাহার প্রতি ক্রোধ জাগিতেছে যথাসম্ভব তাহার সহিত না কোন কথা বলা, না অন্য কোন আচরণ করা।

৮— এই কথা চিন্তা করা যে, ক্রোধ ঈমানকে এইরূপ নষ্ট করিয়া দেয় যেরূপ ঈলুয়া মধুকে নষ্ট করে।

৯— এই চিন্তা করা যে, আমিও তো আল্লাহ্পাকের সম্মুখে অপরাধী। আমার অপরাধ সমূহের জন্য যদি আমাকে ধরা হয়, তবে নাজাত পাওয়া কঠিন হইবে। তাছাড়া, আমি যদি অন্যদের দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করিয়া দিই, তাহা হইলে আশা করা যায় যে, আল্লাহ্পাকও আমার অপরাধ সমূহ ক্ষমা করিয়া দিবেন। অতএব, যাহার উপর রাগ লাগিতেছে তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেওয়াই উত্তম।

১০—উল্লেখিত হেদায়েতের (নির্দেশনার) বরখেলাফ হইয়া গেলে ৫০ পয়সা হইতে ১০ টাকা পর্যন্ত দান করিয়া দিবে এবং চার রাকাত নফল নামায আদায় করিবে।

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

সমাপ্ত

আত্মশুদ্ধি, চরিত্র গঠন, জীবন গঠন ও আল্লাহ্‌প্রেম অর্জনের অমূল্য উপাদানে সমৃদ্ধ আমাদের কয়েকটি গ্রন্থ

☆ **আত্মার ব্যাধি ও প্রতিকার**
মূল : রুমীয়ে-যামানা কুতবে-আলম আরেফবিল্লাহ্
হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব র.

☆ **খাযায়েনে কোরআন ও হাদীস (কোরআন ও হাদীসের রত্নভাণ্ডার)**
মূল : রুমীয়ে-যামানা কুতবে-আলম আরেফবিল্লাহ্
হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব র.

☆ **আল্লাহ্‌র মহব্বত লাভের পরীক্ষিত তিনটি কিতাব**
মূল : রুমীয়ে-যামানা কুতবে-আলম আরেফবিল্লাহ্
হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব র.

☆ **ক্রোধ দমন নূর অর্জন**
মূল : রুমীয়ে-যামানা কুতবে-আলম আরেফবিল্লাহ্
হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব র.

☆ **অহংকার ও প্রতিকার**
মূল : রুমীয়ে-যামানা কুতবে-আলম আরেফবিল্লাহ্
হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব র.

☆ **আল্লাহ্‌প্রেমের সন্ধানে**
মূল : রুমীয়ে-যামানা কুতবে-আলম আরেফবিল্লাহ্
হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব র.

☆ **কুদৃষ্টি-কুসম্পর্কের ভয়াবহ ক্ষতি ও প্রতিকার**
মূল : রুমীয়ে-যামানা কুতবে-আলম আরেফবিল্লাহ্
হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব র.

☆ **মানাযেলে ছুলূক (মাওলাপ্রেমের দিগ্‌দিগন্ত)**
মূল : রুমীয়ে-যামানা কুতবে-আলম আরেফবিল্লাহ্
হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব র.

☆ **শান্তিময় পারিবারিক জীবন**
মূল : রুমীয়ে-যামানা কুতবে-আলম আরেফবিল্লাহ্
হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব র.

☆ **সাম্প্রদায়িক বিভেদ নির্মূল**
মূল : রুমীয়ে-যামানা কুতবে-আলম আরেফবিল্লাহ্
হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব র.

☆ **আসমানী আকর্ষণ ও আকৃষ্ট বান্দাদের ঘটনাবলী**
মূল : রুমীয়ে-যামানা কুতবে-আলম আরেফবিল্লাহ্
হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব র.

☆ **মা'আরেফে মছনবী**
মূল : রুমীয়ে-যামানা কুতবে-আলম আরেফবিল্লাহ্
হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব র.

☆ **কুধারণা ও প্রতিকার**
মূল : রুমীয়ে-যামানা কুতবে-আলম আরেফবিল্লাহ্
হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব র.

☆ **ওলী হওয়ার পঞ্চবুনিয়াদ**
মূল : রুমীয়ে-যামানা কুতবে-আলম আরেফবিল্লাহ্
হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব র.

☆ **সীরাতুল আউলিয়া (মাওলাপ্রেমিকদের জীবনধারা)**
মূল : আল্লামা আবদুল ওয়াহ্হাব শা'রানী র.

☆ **শওকে ওয়াতন (আখেরাতের প্রেরণা)**
মূল : হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী র.

☆ **জান্নাতের দুই রাস্তা তাকওয়া ও তওবা**
আরেফবিল্লাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ আবদুল মতীন বিন হুসাইন ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম

হাকীমুল উম্মত প্রকাশনী
মাকতাবা হাকীমুল উম্মত
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ০১৯১৪৭৩৫৬১৫, ০১৯৬৩৩৩১৩৬০